পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 228 Thursday, 18 July, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২২৮ সংখ্যা ✱ ২ শ্রাবণ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলব না’
বিজেপির সভাতেই অন্য সুর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলব না, বন্ধ কর। রাষ্ট্রবাদী মুসলিম বলব না, সংখ্যালঘু মোর্চা চাই না, বলব না। সায়েন্স সিটিতে বিজেপির মহাবৈঠকে বিস্ফোরক মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। শুভেন্দু স্পষ্ট বললেন, ‘‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ বন্ধ কর। রাষ্ট্রবাদী মুসলিম চাই না। সংখ্যালঘু মোর্চা চাই না। যে আমাদের সাথে, আমি বা আমরা তাদের সাথে। ভোটের আগে অনেক বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম। কিন্তু আর নয়। যারা আমাদের সঙ্গে থাকবে, তাদের সঙ্গে আমরা থাকবো।’’ লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। কেন বিপর্যয়, কোথায় খামতি? অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ বলেছেন, নির্বাচনে তৃণমূল বিগত কয়েক বারের মতো বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করেছিল। আর বিজেপির তাস ছিল হিন্দুত্ব। ফলে মেরুকরণের ভোট অঙ্ক বাংলায় মেলাতে পারেনি পদ্ম শিবির। এরপর ভোটের ফল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বুধবার সায়েন্স সিটিতে বসেছে রাজ্য কমিটির প্রথম বৈঠক। এই বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়েই বিস্ফোরক কথা বললেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বুধবার বলেন, ‘‘বিজেপি বাংলায় অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ভোট পেয়েছে। তৃণমূলের জিহাদি জঙ্গিরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে উনিশের পর বুথ স্তরের সংগঠনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল অত্যাচার করে। এক লক্ষের বেশি আমাদের বুথে বসা ছেলে পালিয়ে ছিল রাজ্য ছেড়ে। তারপর আমরা চেষ্টা করে তাদের রাজ্যে এনেছি। সফল নবান্ন অভিযান করেছি, বিধানসভার ভিতরে বাইরে লড়াই করেছি।’’ শুভেন্দু এদিন আরও বলেন, ‘‘চুলচেরা বিশ্লেষণের দরকার আছে। উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়ার আসন হারব এ আমি ভাবিনি। ভোটের আগে ব্রিগেডে ‘লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ’ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ঘোষিতভাবে তা বিজেপির কর্মসূচি না হলেও, বিজেপির প্রথম সারির নেতাদের উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পুরনো লাইনেই খেলেছে পদ্ম শিবির। কিন্তু তাতেও এ রাজ্যে কাজ হয়নি। সংখ্যালঘু ভোটের প্রায় পুরোটাই গিয়েছে জোড়াফুল থলিতে।’’ বুধবার শুভেন্দুর বিস্ফোরক অভিযোগ, ৫০ লক্ষ হিন্দুকে ভোট দিতে দেয়নি তৃণমূলের গুন্ডারা। কিন্তু, সবকা কা সাথ, সবকা বিকাশ তো প্রধানমন্ত্রী মোদির মুখের স্বীকৃত স্লোগান। তাহলে কি শুভেন্দু অধিকারী সোচ্চারে বিজেপির সর্বোচ্চ নেতার দেখানো পথের পথের বাইরে হাঁটতে চাইছেন? এতে করে কি বাংলায় নির্বাচনী ভাগ্য ফিরবে পদ্ম-পার্টির, প্রশ্ন গেরুয়া শিবিরেরই অন্দরে। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আসলে এটাই শুভেন্দু অধিকারীর চরিত্র। ও আসলে কারোর নয়। ও আসলে বিজেপিরও নয়। ও কেবল নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপিতে গিয়েছে। দিলীপ ঘোষকে হারিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী তো নরেন্দ্র মোদির কথার অমান্য করছে।’’ যদিও শুভেন্দু নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের সরকারের যে স্লোগান সব কা সাথ সাবকা বিকাশ সেটা তেমনি আছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল যেহেতু এটা তাই আমি আমার বক্তব্য বলেছি। এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর স্লোগানকে মেলাবেন না দয়া করে। শেষ লোকসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা বলেছি।’’ অন্যদিকে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘বিজেপির বিরোধী দলনেতা যদি বলে থাকেন- সবকা সাথ সবকা বিকাশ তিনি চান না, সেটা তো সরাসরি নরেন্দ্র মোদির বিরোধিতা! এটা ভুয়ো বলেছিলাম আমরা। নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বিজেপির ভেতর থেকে আস্থা উঠে গেছে। মোদিকে দলের ভেতর থেকে শুনতে হচ্ছে তাঁর স্লোগান চলবে না। সূত্র থেকে শুনেছি, যিনি বলেছেন তিনি বকুনি খেয়েছেন। বিজেপির ভেতর থেকেই তীব্র সমালোচিত হয়েছেন। ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন পরে।’’

পাঠ্যবইয়ের পাতায় এবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, বড়সড় বদল সিলেবাসে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ চলতি শিক্ষাবর্ষেই বদলে গিয়েছে সিলেবাস। গত বছর পর্যন্ত যা সিলেবাস ছিল, তা আর নেই। শুধু সিলেবাসই নয়, পরীক্ষার পদ্ধতিতেও এসেছে বদল। এবার থেকে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবেন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। সেই সিলেবাসেই এবার যুক্ত হচ্ছে খেলার ইতিহাস। পাঠ্যবইতেই এবার থাকবে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন খেলা বা ক্লাবের ইতিহাস। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, একাদশ শ্রেণির বইতে এবার থেকে থাকছে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের মতো ফুটবল ক্লাবের ইতিহাস। যে ফুটবল নিয়ে

বাঙালির গর্ব, সেই ফুটবলের নানা গল্প থাকবে বইতে। শারীর শিক্ষা বইতে এতদিন পর্যন্ত যোগব্যায়াম সহ বিভিন্ন খেলার কথা। এবার সেই সিলেবাস বদলে যাচ্ছে। শুধু মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল নয়, আইএফএ, বিসিসিআই, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান থেকে অলিম্পিক, ফিফা-সবকিছুরই ইতিহাস বা গল্প থাকবে বইতে। থাকবে ব্রিটিশ আমলে মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের গল্প। ১০ বছর পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাসে বদল আনা হয়েছে। শিক্ষাবিদরা সর্বভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করেছেন নতুন সিলেবাস। ১১ বছর আগে শেষ সিলেবাস সংশোধন হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০২৫-২৬-এ উচ্চ মাধ্যমিক হবে সেমেস্টার পদ্ধতিতে। প্রত্যেক স্কুলকে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সামার ক্যাম্প করার নির্দেশ। তাতেও সময় নির্ধারিত করে দেওয়া থাকবে। প্রথম সেমেস্টার হবে ওএমআর শিটে। একই অ্যাডমিট কার্ডে হবে দ্বাদশ শ্রেণির থার্ড ও ফোর্থ সেমেস্টার। বাংলা ভাষার সিলেবাসেও পরিবর্তন করা হয়েছে। গদ্য ও পদ্য বদলেছে অনেক। যুক্ত হয়েছে শ্রীজাতর কবিতা। থাকছে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা। ভারতের বিদেশনীতি ও পরমাণুনীতির কথাও থাকবে সিলেবাসে।

দুর্গাপুজোর অনুদান কি বাড়বে?
ক্লাবগুলিকে বৈঠকে ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ এবারে ৯ অক্টোবর ষষ্ঠী। অর্থাৎ ৯০ দিনও বাকি নেই। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে জেলা ক্লাবগুলির মধ্যে পুজো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, পুজোকে ঘিরে ক্লাবগুলিকে নিয়ে আগামী মঙ্গলবার বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন করার জন্য প্রতিবারই ক্লাবগুলিকে নিয়ে প্রাকপুজো প্রস্তুতি বৈঠক করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এবারের বৈঠকে ক্লাবগুলির বিশেষ কৌতূহল রয়েছে, অনুদানের পরিমাণ একই থাকবে নাকি বাড়বে। সাম্প্রতিক সময়ে লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জেরে সবকিছুরই দাম বেড়েছে। সেক্ষেত্রে অনুদানের অঙ্ক বাড়ানো হলে সুবিধা হবে বলেই একান্ত আলোচনায় জানিয়েছেন বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা। ২০১১ সালে রাজ্যের তখতে বসার পর থেকেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় অনুদান ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে ২৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করে সরকার। করোনার সময় থেকে অনুদান বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। ২০২২ এবং ২০২৩ সালে আরও ১০ হাজার টাকা বাড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গতবারে ক্লাবগুলি পেয়েছিল ৭০ হাজার টাকার অনুদান। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার অনুদান ঘোষণার পর থেকে পুজো ঘিরে অতীতে যে চাঁদার জুলুম দেখা যেত তা বন্ধ হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের অনুদানের টাকায় বিভিন্ন ক্লাব থিমের প্রতিমা, মণ্ডপ গড়েন। সেই সূত্রে দুর্গা পুজোকে ঘিরে ইউনেস্কো থেকেও সেরার শিরোপা পেয়েছে বাংলা। অতীতে এ ব্যাপারে আদালতে মামলাও গড়িয়েছিল আদালতে। যদিও আদালতে সেই মামলা টেকেনি। কারণ, আদালতে রাজ্য জানিয়েছিল, দুর্গাপুজোর সঙ্গে বাংলার মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। অনুদান বন্ধ করে দিলে অনেক পুজো কমিটির পক্ষেই বাংলার এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তাঁর মতে, বাংলার দুর্গাৎসব কেবল একটা পুজো নয়। ইউনেসকো একে দ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা দিয়েছে। পুজোর সময়ে বাংলায় ছোট বড় মাঝারি শিল্প অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ব্যবসা করে। তাতে সাড়া বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংসার চলে। সুতরাং এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার দায় সরকারেরও রয়েছে। তা ছাড়া পুজো কমিটিগুলো সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক করে। তাদেরও উৎসাহ দেওয়া দরকার। আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি গত বছরও পুজো কমিটিগুলোকে বিদ্যুৎ মাশুলে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এবারও দেখার অনুদান ছাড়া আর কী কী সুবিধা দেওয়া হয় পুজো কমিটিগুলোকে।

‘শুভেন্দুর বক্তব্য দল অনুমোদন করে না’, সুকান্তর কথায় জোর জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ সায়েন্স সিটিতে রাজ্য কমিটির বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক। আর সেই বিতর্ক দানা বাঁধতেই তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠকে বসে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন শুভেন্দু। কিন্তু তাতেও ভিজল না চিঁড়ে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট বললেন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য দল অনুমোদন করে না। শুভেন্দুর মন্তব্যের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।’’ রাজ্য কমিটির বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, ‘‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলব না, বন্ধ কর। রাষ্ট্রবাদী মুসলিম বলব না, সংখ্যালঘু মোর্চা চাই না, বলব না। ৫০ লক্ষ হিন্দুকে ভোট দিতে দেয়নি তৃণমূলের গুন্ডারা।’’ বিজেপির মঞ্চ থেকে এহেন কথা বলার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তাহলে ‘অন্য সুরে’ কথা বলছেন শুভেন্দু? তারপরই তড়িঘড়ি নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, ‘‘প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকারের স্লোগান সবসময় সবাইকে নিয়ে চলা এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটাই এনডিএ সরকার এর স্লোগান । এটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তৃণমূল স্তরে যেহেতু আমি কাজ করি।’’ প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভার চারটে উপনির্বাচনে বিজেপির ফল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের সময়ে সংগঠন প্রসঙ্গে শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, তিনি সংগঠনের দায়িত্বে নেই। তিনি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সংগঠন প্রসঙ্গে এহেন মন্তব্যে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন, তাহলে কি হারের দায় ঝেড়ে ফেলছেন শুভেন্দু? সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘কোনও দলের সংগঠন শক্তিশালী না দুর্বল, এটা বোঝার একটাই ফর্মুলা। যখন ক্ষমতায় আসব, তখন সংগঠন শক্তিশালী, যখন ক্ষমতায় থাকব না, সংগঠন দুর্বল। ভোট জিততে সংগঠনের ভূমিকা মাত্র ২৫ শতাংশ।’’ আর দলের সাংগঠনিক পদ নিয়ে শুভেন্দুর বক্তব্য প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ‘‘সাংগঠনিক পদ বলতে, সাংগঠনিক যে পদগুলো আমাদের রাজ্যে আসে, সেগুলোর কথাই হয়তো ওঁ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোর কমিটির সদস্যও একটি সাংগঠনিক পদ।’’ তবে শুভেন্দু বক্তব্যে যে বিজেপি অন্দরে জলঘোলা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে এনেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির বিরোধী দলনেতা যদি বলে থাকেন সবক সাথ সবক বিকাশ তিনি চান না। সেটা তো সরাসরি নরেন্দ্র মোদির বিরোধিতা! এটা ভুয়ো বলেছিলাম আমরা। নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বিজেপির ভেতর থেকে আস্থা উঠে গেছে। মোদিকে দলের ভেতর থেকে শুনতে হচ্ছে তার স্লোগান চলবে না। সূত্র থেকে শুনেছি, যিনি বলেছেন তিনি বকুনি খেয়েছেন। বিজেপির ভেতর থেকেই তীব্র সমালোচিত হয়েছেন। ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন পরে।’’

‘মদ্যপ অবস্থায় রাতে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন বিজেপি নেতা’, ছবি প্রকাশ্যে আনলেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই দুই গোষ্ঠী। শুধু অভিযোগ তুলেই ক্ষান্ত হননি তাঁরা। মঙ্গলবার দলের এক যুবনেতাকে প্রকাশ্যে চড়-ঘুসি মারছেন স্থানীয় এক মহিলা কাউন্সিলার। এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা যাচাই করে দেখেনি দুরন্ত বার্তা। শোভাবাবাজারের ঢুলিপাড়া, কলকাতা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। এলাকাটি বড়তলা থানার অন্তর্গত। তবে এই ঘটনাকে কাজে লাগাতে নেমে পড়ে বিজেপি। আর তা নিয়ে নানা কটূক্তি করতে থাকে। পাল্টা আজ, বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে তিনটি পোস্ট করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। যা নিয়ে নতুন করে আলোড়ন পড়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। জোর চর্চা নেটপাড়াতেও। এদিকে বিজেপির এক নেতা মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। সেই ছবি পোস্ট করে দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। সেখানে চারটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। যদিও সত্যতা তিনি যাচাই করেননি বলে জানিয়েছেন। তবে বিজেপির ভিতরের লোকজনই এই ছবি কুণাল ঘোষকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার জেরেই অস্বস্তি বেড়েছে বিজেপির। বিজেপি একদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভিডিয়ো নিয়ে খোরাক করেছিল। এবার বিজেপিকে পাল্টা মাতালদের দল বুঝিয়ে খোঁচা দিলেন কুণাল ঘোষ। আর এক্স হ্যান্ডেলে

কুণাল লিখেছেন, ‘উত্তর কলকাতা বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতি সূরয সিং কি মদ্যপ অবস্থায় রাতে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল? ছবি ও ভিডিয়ো পেলাম। ওর লোকজনই দিল। সত্যতা যাচাই করা যায়নি। বিজেপি কি খোঁজখবর নেবে?’ অন্যদিকে নেতা সূরয সিং উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। শুভেন্দু অধিকারীসহ একাধিক শীর্ষনেতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। উত্তর কলকাতা সংগঠনে থাকা শরদ সিংয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ভালই। এই শরদ সিং আর ব্যারাকপুরের অর্জুন সিং পরস্পরের আত্মীয়। আর এঁদের মধ্যমণি সূরয সিং। আর এই সূরয সিংই এখন রাজ্য-রাজনীতিতে হট কেক। তাই তো কুণাল ঘোষ লিখেছেন, ‘অনেকের সঙ্গে ছবি দেখছি। ছবি থাকলেই অপকর্মের দায় নেবেন তো? বিজেপি কিছু বলবে?’ আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের নানা ছবি নিয়ে রাজনীতির ময়দান গরম করে তোলেন বিজেপি নেতারা। তাই পাল্টা ছবি দিয়েই জবাব দিলেন কুণাল। এছাড়া কুণালের কিছু ছবি আপলোড করার ফলে মুহূর্তের মধ্যে তা চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। সেইসব ছবিতে দেখা যায়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির উত্তর কলকাতার সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষদের সঙ্গে রয়েছেন সূরয সিং। একই ফ্রেমে আবার দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কাউন্সিলর সজল ঘোষের সঙ্গেও সূরয সিংকে। কুণাল ঘোষ যখন এই পোস্টটি এক্স হ্যান্ডেলে করেছেন তখন সায়েন্স সিটিতে ভোট পরাজয়ের পর্যালোচনা বৈঠক চলছিল।

নিউ টাউনের রাস্তায় নর কঙ্কাল! ভয়ে সিঁটিয়ে এলাকার লোকজন, কোথা থেকে এল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ কিছুদিন আগেই বর্ধমানে রাস্তা খোঁড়ার সময় উঠেছিল নরকঙ্কাল। তা নিয়ে বিস্তর শোরগোলও হয়েছিল। এবার নিউ টাউন। নিউ টাউন থানার অন্তর্গত তারুলিয়া সেকেন্ড লেনে নর্দমার ধাড় থেকে উদ্ধার হল নরকঙ্কাল। পাওয়া গেল মাথার খুলি, দেহের হাড়গোড়। তা নিয়েই সকাল থেকেই বিস্তর চাঞ্চল্য তৈরি হল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার লোকজনের নজরে আসে একটা কালো প্লাস্টিক। খুলতেই দেখা যায় তা থেকে খুলি, হাড়গোড় বেরিয়ে আসছে। তাতেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। মুহূর্তেই খবর চলে যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়েই যে জায়গা থেকে ওই প্লাস্টিক উদ্ধার হয়

সেখানে আসে নিউ টাউন থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয় কঙ্কাল। কিন্তু কীভাবে ওই কঙ্কাল ওই জায়গায় এল, কারা রেখে গেল, এর পিছনে কী রহস্য রয়েছে চা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে। এলাকার লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এর পিছনে কোনও তন্ত্র সাধনাঘটিত ব্যাপার রয়েছে, নাকি পুরনো কোনও খুন তাও ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। এলাকার এক বাসিন্দা বলছেন, ‘‘প্লাস্টিকটা খুলতেই দেখি একটা মাথা। ভিতরে নিচের দিকে অনেক হাড়গোড় ছিল। দেখা তো মনে হচ্ছে অনেকদিনের কেস। মনে হচ্ছে কেউ রাতের বেলা ফেলে গিয়েছে। নোংরা পরিস্কার করছিল দুপুরে কিছু লোকজন। তারাই প্রথম দেখে। আমরা তারপর পুলিশে খবর দিই।’’

জাল রেশন কার্ড, বাড়ির ঠিকানাও ভুয়ো! ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ হতে অনেক বুদ্ধি খাটিয়েছেন পূজা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ জাল নথি দিয়ে ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ হওয়ার দাবি করে আইএএস অফিসার হয়েছেন তিনি। পূজা খেদকারের বিরুদ্ধে উঠেছে এমনই অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ট্রেনি অফিসার হওয়ার পরও তিনি পদের অপব্যবহার করেছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। সবমিলিয়ে বিতর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পূজা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই জাল সার্টিফিকেট তিনি বানালেন কোথা থেকে। সেই উত্তর খুঁজতে গিয়েই জানা গেছে, একাধিক জায়গায় ভুয়ো নথি জমা দিয়েছিলেন তিনি। ইউপিএসসিতে সংরক্ষণের সুবিধা নেওয়ার জন্য দুটি সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিলেন পূজা। এখনও পর্যন্ত জানা গেছে, দুটির জন্যই ভুয়ো নথি জমা করেছিলেন। পুণের একটি হাসপাতাল থেকে ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট পেতে বাড়ির যে ঠিকানা ব্যবহার করেছিলেন সেটা সম্পূর্ণ ভুয়ো। আবার জাল রেশন কার্ড বানিয়ে তার ভিত্তিতে নিজেকে ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ বলে প্রমাণ করেছিলেন পূজা। আপাতত যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে দেখা গেছে, বাড়ির যে ঠিকানা ব্যবহার করেছিলেন পূজা সেখানে কোনও বাড়িই নেই। বরং রয়েছে একটি ইঞ্জিনিরায়িং সংস্থা। পূজার বিরুদ্ধে গাড়িতে অবৈধভাবে লাল বাতি লাগানোর অভিযোগ উঠেছিল। এখন জানা গেছে, যে গাড়িতে তিনি এই লালবাতি লাগিয়েছিলেন তা এই ইঞ্জিনিরায়িং সংস্থার নামে নথিভুক্ত করা। বিতর্ক সামনে আসতেই জানা গেছিল, দিল্লি এইমস থেকে পূজাকে অন্তত ৯ বার ডাকা হয়েছিল শারীরিক পরীক্ষার জন্য। কিন্তু তিনি প্রতিবারই কোনও না কোনও কারণে এড়িয়ে গেছিলেন। এতকিছুর পরও পূজা খেদকার কী ভাবে ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাস করলেন এবং ট্রেনি হিসেবে চাকরি পেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। পরে এটাও অবশ্য সামনে এসেছে যে, এর পিছনে তাঁর বাবা দিলীপ খেদকারের ‘অবদান’ আছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েই তিনি পূজাকে চাকরি করিয়ে দিয়েছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে। পূজার বাবা এবং মায়ের বিরুদ্ধে আলাদা করে মামলা দায়ের হয়েছে। জমি সংক্রান্ত ইস্যুতে তাঁদের বিরুদ্ধে কয়েকজন কৃষক এফআইআর দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে পূজা মায়ের বন্দুক হাতে নিয়ে কৃষকদের ভয় দেখানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। তা নিয়েও হইচই পড়ে যায়। অন্যদিকে, পূজার বাবা দিলীপ এক সাংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন, তাঁর মেয়ে কোনও অপরাধ করেনি। বরঞ্চ তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে কেউ। তবে কে, সে ব্যাপারে কিছু জানাননি তিনি।

ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে!
কেজরিওয়ালকে নিয়ে চরম আশঙ্কায় আইনজীবী

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ জামিনের আবেদন করে কোনও লাভ পাচ্ছেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিকে জেলের মধ্যে তাঁর শরীর আগের থেকে বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছে আম আদমি পার্টি। এমনকী তিনি

কোমায় চলে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশও করা হয়েছে। এবার কেজরিওয়ালের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আরও বড় আশঙ্কার কথা শোনালেন। আপ অনেক আগেই দাবি করেছে, জেলে থাকাকালীন অন্তত ৫ বার সুগার ফল করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি তাঁর ৮ কেজির মতো ওজনও কমেছে। এই রকম চলতে থাকলে তাঁর কঠিন রোগ হতে পারে, তিনি কোমায় চলে যেতে পারেন। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারকেই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছে আম আদমি পার্টি। বুধবার কেজরিওয়ালের জামিন মামলার শুনানি ছিল দিল্লি হাইকোর্টে। সেই শুনানিতে তাঁর আইনজীবী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হতে পারে কেজরিওয়ালের। সিবিআই-এর গ্রেফতারির বিরোধিতা করে কেজরিওয়াল দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই মামলায় আপাতত রায় সংরক্ষণ করেছে আদালত। অসুস্থতার কথা বলেও জামিন পাননি কেজরিওয়াল। এই প্রেক্ষিতেই কথা বলতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সুগারের লেভেল ঘুমের মধ্যেই ৫০-এ নেমে গেছিল। এটা মোটেই ভাল লক্ষণ নয় বলে দাবি তাঁর। পাশাপাশি এও বক্তব্য, ঘুমের মধ্যে এমন ঘটলে রোগীর ঘুম আর না ভাঙতেও পারে! অর্থাৎ তিনি হয় কোমায় চলে যেতে পারেন, নাহলে মারা যেতে পারেন। যদিও আদালত এমন বক্তব্য শুনেও মামলার রায়দান করেনি। সিবিআই-এর আইনজীবী এদিন আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্ট অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ২১ দিনের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল লোকসভা নির্বাচনের জন্য। কিন্তু সেই নির্দেশের এবার সুবিধা নিতে চাইছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এও বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সংস্থা কিছু কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে। আর সন্দেহের বশেও কাউকে গ্রেফতার করা যায়। সেক্ষেত্রে কেজরিওয়ালের জামিনের আবেদনে সাড়া দেওয়া এখনই উচিত হবে না। কেজরিওয়ালের আইনজীবীর পাল্টা বক্তব্য, আদালত কেন তাঁর মক্কেলের আর্জি শুনতে পারবে না এই বিষয়ে সিবিআই-এর তরফে যথাযথ কোনও যুক্তিই দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে, এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে পোক্ত কোনও প্রমাণ আদালতে জমা দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠক করতে চলেছেন, চারদিন পরই বসছে অধিবেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আগামী সোমবার ২২ জুলাই বসতে চলেছে। সর্বদলীয় বৈঠকের পর প্রথম দিন শোকপ্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যাবে। তারপরে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের পরবর্তী সূচি ঠিক করা হবে বলে পরিষদীয় দফতর সূত্রে খবর। এই অধিবেশনে ১ জুলাই থেকে বলবৎ হওয়া দেশে তিনটি ফৌজদারি আইন নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। পরিষদীয় দফতর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে ২২ জুলাই বিধানসভার অধিবেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। এদিকে সদ্য চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। এই প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ পর্ব দ্রুত সম্পন্ন করা হবে বলে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের বিমানবাবু বলেন, ‘‘পরিষদীয় দফতর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সেই অনুমতি না পাওয়া গেলে বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতে জয়ী প্রার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করাতে হবে।’’ লোকসভা নির্বাচনের পর এটাই প্রথম বিধানসভা অধিবেশন। সুতরাং সেটা হবে দেখার মতো বলে মনে করা হচ্ছে। তার উপর বিধায়ক সংখ্যা বাড়বে তৃণমূল কংগ্রেসের। ফলে শক্তিবৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে আগামী ২৩ জুলাই থেকে পুরোদমে বিধানসভার অধিবেশন চলবে। তবে সেখানে কী কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, এই

বিধানসভার অধিবেশন ১০ দিন বা তার কিছু বেশি সময় ধরে চলতে পারে। এই অধিবেশন নিয়ে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, ২৩ জুলাই থেকে পুরোদমে বিধানসভার অধিবেশন চলবে। আরও জানা যাচ্ছে, এই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কক্ষে হবে মন্ত্রিসভার বৈঠক। ২৩ তারিখ দুপুর ৩টে নাগাদ এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। তাই এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া আর তিনদিন পর তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ। ধর্মতলায় তা হবে। যা এবার অন্যমাত্রা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ঠিক তার পরদিনই বিধানসভার অধিবেশন বসছে। সুতরাং রাজ্য-রাজনীতি আবার নতুন করে অক্সিজেন পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এবারের বিধানসভা অধিবেশনে নিট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আলোচনার জন্য আসতে পারে। একইভাবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিলের বিরুদ্ধেও প্রস্তাব আসতে পারে। কদিন আগেই মুম্বই থেকে ফেরার পথে বিমানবন্দরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, নিট এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় নিয়ে আনা হবে। তাই বিরোধীদের ভূমিকাও দেখা যাবে। তাঁদের বিধায়ক সংখ্যা কমেছে।

দেশবাসীকে আষাঢ়ী একাদশীর শুভেচ্ছা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার দেশবাসীকে আষাঢ়ী একাদশীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, সবাইকে আষাঢ়ী একাদশীর শুভেচ্ছা! ঈশ্বর আমাদের সকলকে সুখ, সমৃদ্ধি দিন এবং অগ্রগতির পথে আশীর্বাদ করুন।উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীকে আষাঢ়ী একাদশী বলা হয়। এই একাদশী তিথি আবার দেবশয়নী একাদশী, হরিশয়নী একাদশী, পদ্মনাভা একাদশী নামেও পরিচিত। হিন্দু ধর্মে আষাঢ়ী একাদশী চতুর্মাস সময়কালের সূচনা করে। এর পর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে চতুর্মাস সমাপ্ত হয়। উল্লিখিত যে, আষাঢ়ী একাদশী থেকে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় যান।

মহারাষ্ট্রে ‘ লাডলা ভাই’ প্রকল্পের ঘোষণা শিণ্ডের

মুম্বই, ১৭ জুলাই ঃ ‘ লাডলি বহেনা’ প্রকল্পের পর ভোটমুখী মহারাষ্ট্রে আবারও বড় ঘোষণা। শিণ্ডে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষদেরও প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা করবে মহারাষ্ট্র সরকার। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে বুধবার ঘোষণা করেন, মহারাষ্ট্রে এবার পুরুষদেরও আর্থিক সহায়তা করবে সরকার। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হচ্ছে ‘ লাডলা ভাই যোজনা’। আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষে এদিন বিট্ঠল মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। সেখানেই তিনি ঘোষণা করেন, মহারাষ্ট্র সরকার নতুন এক প্রকল্প শুরু করতে চলেছে যা ছেলেদের জন্য। এই প্রকল্পে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ প্রত্যেক যুবককে প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে এবং স্নাতক যুবকদের মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

সিকিমের প্রাক্তন মন্ত্রী রামচন্দ্র পড়িয়ালের দেহ উদ্ধার বাংলাদেশে

গ্যাংটক, , ১৭ জুলাই ঃ সিকিমের প্রাক্তন মন্ত্রী রামচন্দ্র পড়িয়ালের দেহ বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার মহিষখোঁচা এলাকার তিস্তা নদীর চরে উদ্ধার করা হয়েছে। ৮০ বছর বয়সী প্রাক্তন মন্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন এবং এ বিষয়ে সিকিম পুলিশের কাছে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল।সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা তিস্তার চরে একটি মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখে বাংলাদেশ পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন। লালমনিরহাট জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয় এবং বাংলাদেশ প্রশাসন সিকিম প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে।এরপর বুধবার মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের মাধ্যমে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে সিকিম প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হস্তান্তরের সময় মেখলিগঞ্জ পুলিশের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, ওসি মিঠুন বিশ্বাস, ওসি আইসিপি সুরজিত বিশ্বাস, বিএসএফ এবং বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসনের কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন মন্ত্রীর জামাই জানান, মৃতদেহের হাতে ঘড়ি দেখে তারা তাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হন

দিল্লির রেস্তোরাঁয় আগুন, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ বুধবার সকালে দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির পান্ডারা মার্কেটের গুলাটি রেস্তোরাঁয়। আগুনে পু।ে ছাই রেস্তোরাঁর একাংশ।জানা গেছে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ২০১৬ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রাথমিকের প্যানেল জমা দিতে হবেঃবিচারপতি অমৃতা সিনহা

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ২০১৬ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রাথমিকের প্যানেল জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য টেট হয়েছিল ২০১৪ সালে। সেই প্যানেল ধরে ২০১৬ সালে নিয়োগ হয় ৪২ হাজার শিক্ষক। সেই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে এক চাকরিপ্রার্থী মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে । এদিন সেই মামলা ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। মামলার শুনানি চলাকালীন প্রাথমিক পর্ষদকে বিচারপতি সিনহার নির্দেশ দেন, ‘আপনারা ডেড প্যানেলই প্রকাশ

করুন। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল দেখতে চাই।’পাশাপাশি মামলাকারীকে বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, ‘ যদি মূল প্যানেলই প্রকাশিত না হয়, তাহলে অতিরিক্ত প্যানেল কীভাবে প্রকাশ হবে?’ এর জবাবে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ‘ বোর্ড মেরিট লিস্ট করেনি। অতিরিক্ত ৫ শতাংশের তালিকাও প্রস্তুত করেনি। বোর্ড বার বার বলেছে, প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ।’ দু’পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্যানেল প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাতিলের খাঁড়া ঝুলছে এসএসসির ২৬ হাজার চাকরির উপর। এর মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর প্রশ্নের মুখে প্রাথমিকের ৪২ হাজার চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া। আগামী ৩০ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।প্রসঙ্গত, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ থেকে বিচারপতি সিনহার বেঞ্চে স্থানান্তরিত হয়েছে, কারণ বিচারপতি মান্থাকে একটি বেঞ্চের প্রধান হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে।

প্যালেস্তাইনপন্থী স্লোগান, শ্রীনগরে ইউএপিএ ধারায় মামলা

শ্রীনগর, ১৭ জুলাই ঃ বুধবার মহরম উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তায় মোড়া হয়েছে শ্রীনগর-সহ গোটা কাশ্মীরকে। তার মধ্যেই বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানা গেছে। আটক করা হয়েছে কয়েকজনকে। জানা গেছে, এদিন শ্রীনগরে মহরমের মিছিলে প্যালেস্তাইনপন্থী স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ তাদের পাকড়াও করে।এদিকে, বুধবার সকালেও প্রায় চার ঘণ্টা ধরে গুলিবৃষ্টি চললেও পাকিস্তানি জয়েশ-ই-মহম্মদের অনুগামী সংগঠন কাশ্মীর টাইগার্সের একজন জঙ্গিকেও ধরা যায়নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে ঘাতক জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ডোডা জেলার জঙ্গল এলাকায় দুদফায় ঘণ্টা চারেক গুলি বিনিময় চলেছে জঙ্গি ও

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করতে গিয়ে বামুটিয়ায় আক্রান্ত কংগ্রেস প্রার্থীরা, ভাঙচুর গাড়ি

আগরতলা, ১৭ জুলাই ঃ ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী চলছে মনোনয়নপত্র দাখিল করার প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জেলা এবং ব্লকে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করছেন। এরই মধ্যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় উত্তেজনা ছ।য়েছে পশ্চিম ত্রিপুরার বামুটিয়া এলাকায়।আজ গত মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। আক্রান্ত এক প্রার্থী জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতির চারজন প্রার্থী গাড়ি নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাচ্ছিলেন দুজন পুরুষ এবং দুই মহিলা প্রার্থী। তাঁদের গাড়ি আটক করে মারধর করা হয়েছে। সেই সাথে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বামুটিয়া এলাকায়।ঘটনাস্থলে অবশ্য পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।উল্লেখ্য, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৮ জুলাই। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে ১৯ জুলাই। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২২ জুলাই। আগামী ৮ আগস্ট সকাল ৭-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।ভোটগণনা হবে আগামী ১২ আগস্ট। সকাল ৮-টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। আগামী ১৭ আগস্টের মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, সরকারি ছুটির দিন ছা।। ১১ জুলাই (২০২৪) থেকে ১৮ জুলাই (২০২৪) পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩-টা পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসারদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ভোটগ্রহণ হবে ব্যালট পেপারে। একজন ভোটার তিনটি ভোট প্রদান করবেন। এর জন্য তিনটি আলাদা রঙের ব্যালট পেপার থাকবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য সাদা রঙের, পঞ্চায়েত সমিতির জন্য গোলাপী রঙের এবং জেলা পরিষদের জন্য সবুজ রঙের ব্যালট পেপার থাকবে।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ৬০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,৫১৭টি কেন্দ্রের ৬,৩৭০টি আসনের, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪২৩টি কেন্দ্রের ৪২৩টি আসনের এবং আটটি জেলা পরিষদের ১১৬টি কেন্দ্রের ১১৬টি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হবে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ১২,৯৪,১৫৩ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৫৮,৪৪৫, মহিলা ভোটার ৬,৩৫,৬৯৭ জন এবং অন্যান্য ১১ জন।তাছাড়া, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে ২,৬৫০টি। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৩৪৭টি, উনকোটি জেলায় ২৩৪টি, ধলাই জেলায় ১৬৮টি, খোয়াই জেলায় ২৪২টি, পশ্চিম জেলায় ৪৫ একটি, সিপাহিজলা জেলায় ৫৩৭টি, গোমতি জেলায় ২৭৯টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৯২টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে।

দুর্গাপুর নগরনিগমে জলের এটিএমে শহরের নাম বিকৃত, বিতর্ক

দুর্গাপুর, ১৭ জুলাই ঃ বানান বিভ্রাট। আর তার জেরেই আস্ত শহরের নামটাই বদলে গেল। দুর্গাপুর হল দারগাপুর । এমনই নজিরবিহীন ছবি উঠে এসেছে দুর্গাপুর শহরে পুরসভার নির্মিত পানীয় জলের কাউন্টারগুলিতে। শহরের নাম বিকৃতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে শিল্পশহরে। প্রশ্ন উঠেছে কোন পথে শহর দুর্গাপুরের ভাষা সংস্কৃতি। এভাবে শহরের নাম বিকৃত করার প্রতিবাদে সরব হয়েছে রাজ্যের বাংলা ভাষা সাহিত্য সংগঠন।ঝাড়খন্ড লাগোয়া রাজ্যের ২৩ তম জেলা পশ্চিম বর্ধমান। যার দুটি মহকুমা আসানসোল ও দুর্গাপুর। জেলা একাধিক পাবলিক সেক্টর রয়েছে। তাছা।াও বিভিন্ন ছোট ব। বেসরকারী কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।স্বাভাবিকভাবে অবাঙালীর বসবাস ক্রমবর্ধমান। সম্প্রতি সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে জেলা অবাঙালীর সংস্কৃতি থাবা বসাতে শুরু করেছে। তার পাশাপাশি বাঙালীর উদ্বেগ বাড়িয়েছিল নবনির্মিত ২নং জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থান ও দিক নির্দেশক ফলকে। সবুজ বোর্ডে সাদা রঙে জ্বলজ্বল করছে দ্বী-ভাষায় লেখা। ইংরাজি, হিন্দিতে লেখা থাকলেও বাংলায় কোন লেখা নেই। শুধু তাই নয়। বাংলার উচ্চারনের বিকৃতি ঘটে হিন্দির টান এসেছে। এবার খোদ দুর্গাপুর শহরের নাম বিকৃত করা হয়েছে। সেটাও আবার দুর্গাপুর পুরসভার বিভিন্ন জলের কাউন্টারে শহরের নাম বিকৃত করা হয়েছে। ইংরাজিতে লেখা দুর্গাপুর-এর বদলে লেখা হয়েছে দারগাপুর। উল্লেখ্য, বছর সাতেক আগে পথচলতি মানুষকে পরিশ্রুত পানীয় জল দেওয়ার জন্য স্বল্প মুল্য পানীয় জলের কাউন্টার খোলা হয়। দুর্গাপুর সিটিসেন্টার, বিধাননগর হাডকো মোড়, মহকুমা ও ডিএসপি মেন হাসপাতাল সন্নিকটে, বেনাচিতি সহ বেশ কিছু জায়গায় ওইসব জলের কাউন্টারগুলি বসানো হয়। একটি বেসরকারী সংস্থাকে সেগুলি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১ টাকার কয়েনের (বড়) বিনিময়ে মিলবে হাফ লিটার জল। ২ টাকার বিনিময়ে দু লিটার জল। ওইসব কাউন্টারে হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর নিল রঙে ইংরাজি হরপে লেখা রয়েছে Dargapur Municipal Corporation. দুর্গাপুর শহরের এভাবে নাম বিকৃতি করায় প্রশ্ন যেমন উঠেছে। তেমনই বিতর্কের দানা বেঁধেছে। সিটিসেন্টার বাসস্ট্যান্ডে জলের ওই এটিএম কাউন্টারে কর্মরত মহিলাকর্মী ঝর্না রায় বলেন, নামের বানান ভুল রয়েছে। রূপক দাস দুর্গাপুরের ভাষা- সাহিত্য আন্দোলনকর্মী। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, দুর্গাপুরকে Dargapur কারা বলে? এটাই প্রমান করে দুর্গাপুর কাদের হাতে যেতে চলেছে। দুর্গাপুরের প্রবীন নাগরিক পিযুষ মজুমদার বলেন, দুর্গাপুর নামের মধ্যে দুর্গাপুরবাসীর ভাবাবেগ জ।তি। তাই এভাবে দুর্গাপুরের নাম বিকৃত করা উচিত নয়। এটা নগর প্রশাসনের সংশোধন করা উচিত। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূলের জামনায় এটাই স্বাভাবিক। অশিক্ষিতরা সরকার চালালে এরকমই হবে। এভাবে নাম বিকৃত করা, শহরবাসীরা ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ (জল) তথা প্রশাসকমন্ডলির সদস্য দীপঙ্কর লাহা বলেন, নামের বানান যদি ভুল থাকে, অবশ্য সেগুলো সংশোধন করা হবে। প্রসাশক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। এবং নামের বানান সংশোধনের জন্য বলা হবে।

অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত

নয়াদিল্লি,১৭জুলাইঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি

দেশবাসীকে আষাঢ়ী একাদশীর শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ বুধবার আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, আষাঢ়ী একাদশীর শুভেচ্ছা! ভগবানের আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের উপর থাকুক এবং আনন্দ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ায় আমাদের অনুপ্রাণিত করুক...।উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীকে আষাঢ়ী একাদশী বলা হয়। এই একাদশী তিথি আবার দেবশয়নী একাদশী, হরিশয়নী একাদশী, পদ্মনাভা একাদশী নামেও পরিচিত। হিন্দু ধর্মে আষাঢ়ী একাদশী চতুর্মাস সময়কালের সূচনা করে। এর পর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে চতুর্মাস সমাপ্ত হয়। উল্লিখিত যে, আষাঢ়ী একাদশী থেকে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় যান।

২২ জুলাই শুরু বাজেট অধিবেশন, ২১ তারিখ সর্বদল বৈঠক ডাকলেন কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ আগামী ২২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে ২১ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বাজেট অধিবেশনের আগে ২১ জুলাই বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করবেন কিরেন রিজিজু। বেলা এগারোটা নাগাদ পার্লামেন্ট হাউস এনেক্স-এর মেইন কমিটি রুমে এই বৈঠক হবে। উল্লেখ্য, সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ২২ জুলাই। এরপর ২৩ জুলাই ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সংসদের বাজেট অধিবেশন চলবে আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত।

ডাক বিভাগের ‘ নর্থ ইস্ট সার্কেল’-এর নয়া সিপিএমজি

শিলং, ১৭ জুলাই ঃ ভারতীয় ডাক বিভাগের ‘ নর্থ ইস্ট সার্কেল’-এর চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (সিপিএমজি) হিসেবে কার্যভার নিলেন সঞ্জীব রঞ্জন। মঙ্গলবার ডাক দফতর সূত্রে এ খবর জানানো হয়।দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার তিনি শিলংয়ে বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ডাক-পরিষেবা ও কর্মসংস্কৃতির মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আবেদন করেন।প্রসঙ্গত, সঞ্জীব রঞ্জন ১৯৯৬ সালের ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস ক্যাডারের আধিকারিক হিসেবে ভারতীয় পোস্টাল সার্ভিসে যোগ দেন। এর পূর্বে তিনি ছিলেন কলকাতায় পোস্ট মাস্টার জেনারেল।সূত্রের খবর মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড- এই সব অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় ডাক বিভাগের ‘নর্থ ইস্ট সার্কেল’। গোটা তল্লাটে ৪,৪৭৮টির মত ডাকঘর আছে।

নতুন দুই বিচারপতি নিয়োগ শীর্ষ আদালতে

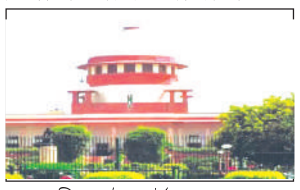

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট। এন কোটিশ্বর সিং এবং আর মহাদেভন নিযুক্ত হলেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সুপ্রিম কোর্টের নতুন দুই বিচারপতিকে নিযুক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালে জানিয়েছেন।প্রসঙ্গত, বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিং জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট এবং লাদাখের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলেছেন। আর মহাদেভন ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি।

কাছাড়ে এনকাউন্টার, ধরাশায়ী সশস্ত্র তিন ‘মার’ উগ্রপন্থী

ধলাই (অসম), ১৭ জুলাইঃ কাছাড় পুলিশের এনকাউন্টারে ধরাশায়ী হয়েছে সশস্ত্র তিন ‘ মার ’উগ্রপন্থী। ঘটনা বুধবার ভোররাতে কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধলাই বিধানসভা এলাকাধীন ভুবন পাহাড়ে সংঘটিত হয়েছে। এনকাউন্টারে নিহতদের দুজন কাছাড় এবং একজন মণিপুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তবে তাদের নামধাম কিংবা কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সে সম্পর্কে এ খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।ধলাই থানা সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকাল প্রায় পাঁচটা নাগাদ পূর্ব ধলাইয়ের জনবহুল আমড়াঘাট কৃষ্ণপুরের গঙ্গানগর এলাকায় একটি অটো রিকশা থেকে তিন মার উগ্রপন্থীকে গ্রেফতার করেছিল কচুদরম থানার পুলিশ। সূত্রটি জানিয়েছে, সন্দেহের বশে তিন জনজাতি জনগোষ্ঠীয় যুবক-পরিবাহী অটো রিকশার গতিরোধ করে পূর্ত সড়কে টহলদারি সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশকর্মীরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।তিন যুবকের কথাবার্তায় অসংগতি পেয়ে পুলিশ তাদের আটক করে। অটো রিকশায় পুলিশ যখন তালাশি চালিয়েছে, তখন সুযোগ বুঝে এক যুবক দৌড়ে পালিয়ে যায়। তবে কচুদরম থানার ওসি খনেন্দ্র নাথ কামান্ডো বাহিনী নিয়ে অভিযান চালিয়ে পলাতক তৃতীয় যুবককে পাকড়াও করেন।ইত্যবসরে অটো রিকশায় একটি নাইলনের বস্তা থেকে একে ৪৭ সিরিজের অত্যাধুনিক একটি রাইফেল উদ্ধার করে পুলিশ। রাইফেল সহ তিন যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। থানায় তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন পুলিশ আধিকারিকরা।এদিকে ঘটনার খবর পাঠানো হয় কাছাড় জেলা সদর শিলচরে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতোর কাছে। পুলিশ সুপার মাহাতো অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন নিয়ে ছুটে যান কচুদরম থানায়।রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মধ্য রাতে তিন যুবককে নিয়ে তাদের ডেরা তথা লুকিয়ে রাখা আরও আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতোর নেতৃত্বে বাহিনী ছুটে যায় ভুবন পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে। জঙ্গলে পৌঁছামাত্র পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাহাড়ের আড়াল থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। জবাবে পাল্টা গুলি চালায় আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নও।প্রায় ঘণ্টাখানেক গেরিলা যুদ্ধ-সদৃশ উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে। গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয় ধৃত তিন মার উগ্রপন্থী। এছাড়া উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে পুলিশের দু-একজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।এদিকে স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ পূর্ব ধলাই এলাকার সোনাই উজানের অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী চেকারচামে সেনা পোশাক পরিহিত অজ্ঞাতপরিচয় প্রায় চার-পাঁচ বন্দুকধারী গুলি চালিয়েছিল। ওইদিনের গুলিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত ছিলেন বিরাজ করছিল। ওই ঘটনার পর সোনাইয়ের সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট, সোনাইয়ের সার্কল ইনস্পেক্টর, কচুদরম থানার ওসি এলাকায় কড়া নজরদারি চালিয়েছিলেন।

বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. প্রণব কুমার বিশ্বাস প্রয়াত, মমতার শোকপ্রকাশ

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. প্রণব কুমার বিশ্বাস বুধবার সকালে ৯১ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স-এ মমতা লিখেছেন, ড. প্রণব বিশ্বাসের আজ সকালে ৯১ বছর বয়সে প্রয়াণের খবর শুনে আমি অত্যন্ত দু ঃখিত। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। ২০১০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনি কলকাতা পুরসভায় ৭৪ ও ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও অনুগামীদের প্রতি আমার সমবেদনা।উল্লেখ্য, ড. বিশ্বাস আর.জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতায় সিনিয়র কনসালট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হৃদরোগের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা ও গবেষণা কাজ করেছিলেন এবং তাঁর গবেষণাপত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেডিকেল জার্নালগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে।এছাড়াও, ড. বিশ্বাস ২০১০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কলকাতা পুরসভায় ৭৪ ও ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে সেবাও দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে চিকিৎসা এবং সমাজসেবা ক্ষেত্রের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজী ১৭ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ২ শ্রাবন, চান্দ্র ১১ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ২৬ আষা। ১৯৪৬, মৈতে ১১ ইঙেন, আসাম ১ শাওন, মুসলিম ১০-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।(সাংক্রান্তি প্রবেশ ৩১ আষা। ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ১৬-জুলাই-২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার , (দং ৪৫১৩৬০) ঘ ২৩ঃ১০টার সময়)শয়ন একাদশী শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভুর শয়নমুসলিম পর্ব আজ মহরমআশুরাসূর্য উদয় সকাল ০৫ঃ০৪ঃ৪৩ এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ২০ঃ২৮। চন্দ্র উদয় দুপুর ০২ঃ৪৪ঃ০৮(১৭) এবং অস্ত শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৪ঃ৩১(১৭)।শুক্ল পক্ষ । তিথিঃ একাদশী (নঃদা) বিকাল ঘ ০৫ঃ৪৫ঃ৫১ দং ৩১৪২৩৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ অনুরাধা সকাল ঘ ০১ঃ১৩ঃ১২ দং ৫০১৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে জ্যেষ্ঠাকরণঃ বিষ্টি বিকাল ঘ ০৫ঃ৪৫ঃ৫১ দং ৩১৪২৩৫ পর্যন্ত পরে ববযোগঃ শুক্রঅমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ০৪ঃ৪৯ থেকে - ০৬ঃ৫০ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৩০ঃ০৩ থেকে - ১১ঃ১৬ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৪ থেকে - ০৫ঃ২৭ঃ৩০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ০৩ঃ৩০ থেকে - ০৯ঃ১২ঃ২১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩০ঃ০৩ থেকে - ০৫ঃ০৪ঃ৪৯ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০১ঃ৫৫ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪১ঃ২৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৯ঃ১২ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৩৮১৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃ দিন ১১ঃ১৬ঃ০৯ থেকে - ১২ঃ০৯ঃ১২ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ১০ঃ৩৮ঃ১৫ থেকে - ১১ঃ২১ঃ১২ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ১১ঃ৪২ঃ৪১ থেকে - ০১ঃ২২ঃ০৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৮ঃ২৩ঃ৪৫ থেকে - ১০ঃ০৩১৩ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০২ঃ২৩ঃ৪৫ থেকে - ০৩ঃ৪৪ঃ১৭ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবিঃ ৩১৫০ (৭) ৪ পদচন্দ্র ৭১৭২৩২৮ (১৮) ১ পদমঙ্গল ১১৭২২ (৩) ২ পদবুধঃ ৩২৬১৩৫৯ (৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮১৩২২ (৪) ৩ পদশুক্র ঃ১৩২২৪০ (৮) ৪ পদশনিঃ ১০২২৮২৪ (২৫) ১ পদরাহু ঃ ১১১৮২৬৪ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৮২৬৪ (১৩) ৩ পদশনি বক্রিলগ্ন কর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ১৪ঃ০৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ২৫ঃ২৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১১ঃ৩৫ঃ৩৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০১ঃ৪৯ঃ৪৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ০৫ঃ৩২ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ১০ঃ৪৯ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৭ঃ৪৩ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ০৯ঃ৩১ঃ০৬ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১১ঃ০২ঃ১১ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৪২ঃ৪৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪১ঃ০৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৪ঃ২৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের ওপর থেকে সরে যাওয়ায় কমেছে বৃষ্টির পরিমাণ। আর তার সঙ্গে বেড়েছে গরমও, রয়েছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৬৭ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০টায় বেং রাত ৮টায়। ভাটা-সকাল ১০টায় এবং রাত ৮ টায়। সূর্য উদয় ঃ৫ টে ০১ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও নিজের বুদ্ধিবলে উদ্ভূত সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। ব্যবসায়ীদের এই সময় বাড়তি চাপ থাকলেও পুরনো টাকা আদায়ের ফলে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি।।

বৃষ রাশিঃনতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য সময়টি শুভ।

মিথুনঃসন্তানের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে।

কর্কট রাশি ঃ স্ত্রীর প্রচেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতি।

সিংহ রাশিঃআপনার জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে।

কন্যা রাশিঃ আর্থিক দিক থেকে এই সপ্তাহটি বিনিয়োগ ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শুভ।

তুলারাশিঃ কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে চলবে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।

বৃশ্চিক রাশি ঃ জধনভাব ও কর্মভাব অতিশয় শুভ।

ধনু রাশি ঃ স্বাধীন পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি শুভ।

মকর রাশিঃজীবনে উত্থান-পতন থাকলেও ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ।

কুম্ভ রাশি ঃনতুন কর্মস্থলে সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মীন রাশিঃকর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা এলেও নিজের বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আর্থিক উন্নতি হবে

সোনারপুরের জামালউদ্দিন সর্দারের বিরুদ্ধে নারীদের নির্যাতনের অভিযোগ, পুলিশি তদন্ত শুরু

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৭ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে জামালউদ্দিন সর্দারের বিরুদ্ধে নারীদের শারীরিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, গ্রাম সভার (কঙ্গারু কোর্ট) আদেশ না মানলে মহিলাদের শিকল দিয়ে বেঁধে পেটানো হতো। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেস জামাল থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে। জামালের দুই সহযোগী মুজিদ খান এবং অরবিন্দ সর্দারকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার শিকল দিয়ে বেঁধে মারধরের ঘটনায় তাদের ধরা হয়েছে। স্থানীয়রা জানায়, জামালের বিরুদ্ধে আরও বহু অভিযোগ রয়েছে, যেমন অন্যদের জমি দখল করে মহলনুমা বাড়ি তৈরি করা। সে পুরো এলাকায় মোড়াল পুলিশিংও করত। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি। জামাল এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করে বলেছিল যে, শিকলগুলি তার ঘোড়া এবং গরুর জন্য রাখা হয়েছিল। তবে মঙ্গলবার থেকে জামাল পলাতক এবং পুলিশ তাকে খুঁজছে। একের পর এক মহিলা জামালের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছেন। একজন মহিলা এবং তার স্বামীকে পুরো রাত ধরে মারধরের অভিযোগও জামালের বিরুদ্ধে। রুবিজান বিবি নামের এক মহিলা অভিযোগ করেন, আমার স্বামী শাহরুখ শেখকে শিকল দিয়ে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং পুরো রাত পেটানো হয়। আমি আমার স্বামীকে বাঁচানোর জন্য জামালের পায়ে ধরেছিলাম, কিন্তু সে আমাকেও মেরেছে।

জামালের দ্বারা নির্যাতিত মহিলাদের মধ্যে একজন, রাশিদা বিবি, মঙ্গলবার রাতে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলী মৈত্রের বাড়িতে পৌঁছান। এই ঘটনার পরে পীড়িতা বিধায়কের অফিসেও যান। রাশিদা বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু অত্যাচারের পরে তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে তিনি বিধায়ক এবং বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে গিয়েছিলেন। বিধায়ক লাভলী বলেন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কেন তাদের সাহায্য করেননি, তা দলের পক্ষ থেকে তদন্ত করা হবে। তিনি আরও বলেন, অভিযুক্ত জামালকে গ্রেফতার করা হবে। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে। যদিও তৃণমূলের সঙ্গে জামালের কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ সূত্রে খবর, জামালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত চলছে এবং তাকে ধরার জন্য অভিযান চলছে। একের পর এক নাম উঠে আসছে। যা শুনলেই চমকে যেতে হয়। প্রথমে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান, তার পরে আড়িয়াদহের জয়ন্ত সিং, কুলতলির সাদ্দাম সর্দারের পর এবার প্রকাশ্যে সোনারপুরের জামালউদ্দিন সর্দারের কীর্তির কথা সামনে এল। ইনি নাকি বাড়িতেই সালিশি সভা বসাতেন। পুলিসের তোয়াক্কা করতেন না। পুলিসের সঙ্গে তার রফা থাকতো বলে পাড়ার লোক অভিযোগ করছেন। তার এক কীর্তির কথা সামনে আসতেই নড়ে চড়ে বসল পুলিস থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা। শ্যালিকাকে মারধরের ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই পলাতক এই ব্যক্তি। এবার তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন স্থানীয় মহিলারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, অন্যের জমি হাতানো ছিল তার মূল কাজ। অন্যের জমি হাতিয়ে নিয়ে বানিয়ে ছিলেন প্রাসাদোপম বাড়ি। বিলাসবহুল বাড়ির মধ্যে রয়েছে জলাশয়। পাশে একটা জলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কচ্ছপ। গেট পেরিয়ে ঢুকতেই মার্বেল বসানো ঝাঁ-চকচকে রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে এগোলে চোখে পড়বে নীল-সাদা রঙের বাড়ি। ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আরেক অট্টালিকা। আর গেট পেরিয়ে ঢোকা থেকে বাড়ি অবধি গোটা রাস্তা সিসি ক্যামেরা বন্দি। যা দেখে বিরোধীদের প্রশ্ন, শাসক দলের কর্মী হিসেবে পরিচিত জামাল সর্দারের আয়ের উস কী? মাসিক কত টাকা আয় করতেন তিনি? কি কাজ করত সে? আর বাড়ির ভেতরে কি হত যার জন্য গোটা চত্বর সিসিটিভি-তে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল? প্রশ্ন উঠছে। এলাকায় প্রায়শই নীতি পুলিশি চালাত জামাল। বাড়িতেই বসত ' স্থানীয় মহিলা রুবিজান বিবির দাবি, তাঁর স্বামী শাহরুখ শেখকে চেন বেঁধে রাতভর উলটো করে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন জামাল। বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। তাঁকে বাঁচানোর জন্য জামালের হাতে-পা ধরলেও কোনও লাভ হয়নি। উলটে তাঁকেও মারধর করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি তাঁরা। সোনারপুরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, পুলিশের সঙ্গেও দহরম মহরম ছিল জামালের। তবে জামালকে তৃণমূল কর্মী হিসেবে মানতে চাননি স্থানীয় বিধায়ক লাভলি মৈত্র। তাঁর কথায়, আইন আইনের পথে চলবে।

রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ কম খরচে সাধারণ মানুষকে উন্নত বাস পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্ব বা পিপিপি মডেলে কলকাতা ও লাগোয়া মফস্বলের ছ'টি বাস রুটকে বেসরকারি হাতে তুলে দিল। পদ্ধতি মেনে টেন্ডার ডেকে ছটি রুটের মোট ৭৩ টি বাস পরিচালনার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বারুইপুর হাওড়া সি-২৬ রুটের ১৪ টি বাস ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে। বাকি বাসগুলি চলতি মাসের মধ্যেই চলা শুরু করবে বলে জানানো হয়েছে। জানা গেছে এই দফায় ধর্মতলা-আমতা ই-৬ রুটের ১২ টি, সি-২৬ বারুইপুর-হাওড়া রুটের ১৪টি,সি-৮ বারাসাত-জোকা রুটের ১৮টি, এস-৪৭ ইডেনসিটি-হাওড়া রুটের ১৮টি এবং ১১এ দমদম স্টেশন-হাওড়া রুটের ১১ টি বাস পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য দিলেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ হেরেও যেন ক্ষান্ত থাকছে পারছে না বঙ্গ বিজেপি শিবির। এখন থেকেই বিধানসভা ভোটের জন্য এক পা বাড়িয়ে রাখছে বঙ্গ বিজেপি। লোকসভা ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছে বঙ্গ বিজেপির রথ। কাজে আসেনি কেন্দ্রীয় এজেন্সির চাপ! শুধু তাই নয়, দিল্লির নেতাদের লোকাল ট্রেনের মতো নিত্য যাত্রী করে বাংলার এনে কাজে আসেনি। উপরন্তু বাংলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি। সামনে এসেছে দলীয় কোন্দল। এই আবহে দলীয় কর্মীদের জন্য বক কষে দিলেন সুকান্ত। উল্লেখ্য লোকসভায় আসন সংখ্যা ১৮ থেকে ১২ হলেও ভোটবৃদ্ধির সাফাই দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত। '২৪-এ হেরে '২৬-র টার্গেট বাঁধলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের থেকেও লোকসভায় প্রাপ্ত ভোট বেড়েছে। তাঁর কথায়,১২১টি পুরসভার মধ্যে প্রথমবার ৬৯টিতে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। ৪৯টি বিধানসভায় ১০ হাজারের কম ভোটে পিছিয়ে আছি। এটাই প্রমাণ করছে, বিজেপি এগোচ্ছে। তিনি এইদিন বলেন, একত্রিত হয়ে লড়াই করতে হবে। তাঁর কথায়, আমাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু যেন মনান্তর না হয়।

তৃণমূলের পথে বিজেপির দুই সাংসদ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ বিরাট ধামাকা হবে রবিবার। ২১ জুলাইয়ের আগে বিরাট তথ্য ফাঁস করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণালের বক্তব্য অনুসারে, শহিদ সমাবেশের মঞ্চে থাকছে দুই বিজেপি সাংসদ। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে খবর আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে কাছে। কুণাল ঘোষও আরও দাবি করেন যে, দুই সাংসদই এইবার জিতে আসা। আরও জানা গিয়েছে যে, কুণাল আরও জানিয়েছেন, অনেক বিধায়ক যোগ দিতে চাইছেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব দেখছেন। সময় দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তারিখ অনেক পড়ে আছে। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে বিজেপির ১০ জন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন বলে বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্র ধরে জানা গিয়েছে যে, দলবিরোধী আইনের গেড়োয় যাতে না পড়তে হয় সেই জন্য এখনই কোনও হটকারী সিদ্ধান্ত না নিতে।

জয়নগরে শাটার ভেঙে লুঠ দোকানের চাল-কেরোসিন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ জুলাই ঃ দোকান থেকে চাল-কেরোসিন তেল লুঠ করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে। বুধবার সকালে জানা গেছে, জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরুল্লাপুর গ্রামে ঘটে এই ঘটনা। শাটার ভেঙে লুঠ করা হয় সরকারি রেশন দোকানের জিনিসপত্র। সেখানে প্রায় ৪০০ লিটার কেরোসিন তেল ও ৭০ বস্তা চাল লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, এলাকাবাসীরা বুধবার সকালে দেখতে পান এলাকার একটি সরকারি কেরোসিন তেল বিলি বন্টন দোকান ও চালের গুদামের দু'টি শাটার ভাঙা। অভিযোগ, ওই গুদামে থাকা ৭০ বস্তা চাল একদিকে যেমন লুঠ করা হয়েছে, সঙ্গে ৪০০ লিটার সরকারি কেরোসিন তেলও লুঠ করা হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। জানা গেছে, অভিযোগ জানানো হয়েছে পুলিশকে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে।

উত্তর-দক্ষিণ দুই বঙ্গেই বৃষ্টি কমার পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ সক্রিয় .মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের ওপর থেকে সরে যাওয়ায় কমেছে বৃষ্টির পরিমাণ। আর তার সঙ্গে বেড়েছে গরমও, রয়েছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, বুধবার থেকে বৃষ্টি কমবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই। যদিও শুক্রবার থেকে কিছুটা বাড়তে পারে বৃষ্টি। এদিকে, এতদিন প্রবল দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। প্রায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গেও এদিন কিছুটা কমবে বৃষ্টি। আর আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলে জানা যাচ্ছে।

শোভাবাজারে মহরমের দিন পুলিশের ওপর আক্রমণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ মহরম উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে চেকিং চলাকালীন শোভাবাজারে এক পুলিশ কর্মীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সূত্রের খবর অনুযাযী, এক দুষ্কৃতি পুলিশের মাথায় আঘাত করে তাকে আহত করেছে। মহরমের দিন সকালে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বড়তলা থানার দুই পুলিশ কর্মী রুটিন টহলদারিতে বেরিয়েছিলেন। চেকিং-এর সময় তারা দেখেন, এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় কয়েকজনের সঙ্গে ঝামেলা করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে মদ্যপ ব্যক্তি এক পুলিশ কর্মীকে মারাত্মকভাবে মাথায় আঘাত করে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীর নাম রাহুল দাস। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে মারধরের অভিযোগে রাহুলকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। আহত পুলিশ কর্মীকে অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। এই ঘটনা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে এবং পুলিশ বাহিনী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরও কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আজ থেকে বাঙালির পাতে মুরগির মাংসে আকাল, বড় সিদ্ধান্ত সরবরাহকারীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ আগামীকাল থেকে রাজ্যজুড়ে বন্ধের পথে মুরগির মাংস বিক্রি! আজ বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্য জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে মুরগি মাংস সরবরাহকারীরা এবং ধর্মঘটে শামিল হবেন সমস্ত জেলার মুরগি পরিবহণে যুক্ত গাড়িচালক, খালাসিরাও। প্রসঙ্গত ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানা এলাকায়। অভিযোগ, মুরগি বোঝাই গাড়ি আটকায় .পুলিশ। গাড়ির সমস্ত বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও চালকের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন পুলিশকর্মীরা। টাকা না-থাকায় টর্চের পিছনের অংশ দিয়ে .চালকের মাথায় আঘাত করা হয়। এরপর গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি। এই ঘটনার প্রতিবাদেই মুরগি পরিবহণে যুক্ত ও মাংস ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নেন, পুলিশি তোলাবাজি ও জুলুমের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার ধর্মঘটে শামিল হবেন। এই ধর্মঘটের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মুরগি মাংসের দাম বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে একাংশ অবশ্য বলছে, চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে শ্রাবণ মাস শুরু হচ্ছে। এসময় অনেকেই নিরামিষ খান । ফলে বাজারে মাছ-মাংসের চাহিদা খানিক কম থাকে। ফলে যতটা বাজারে যতটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা, ততটা নাও পড়তে পারে। আবার অন্যদিকে মাংসের পর্যাপ্ত জোগান বন্ধ হলে, কোপ পড়তে পারে মাছ এবং ডিমের চাহিদায়। সমস্যায় পড়বে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের পাতে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে চিকেন স্যুপ দেওয়া হয়। ফলে তারা সমস্যায় পড়তে পারে। বিপর্যস্ত হতে পারে ফাস্টফুডের দোকান থেকে বড়-মাঝারি রেস্তোরাঁও।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের আর্থিক সমস্যা সহ বিভিন্ন সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করা হবে বলে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল আশ্বাস দিয়েছেন। কলকাতায় আজ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি-র সদর দপ্তরে সংস্থার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে মন্ত্রী ডিভিসি-র উৎপাদিত বিদ্যুতের ভাণ্ডারে পুনর্নবীকরণ যোগ্য বিদ্যুতের অংশ বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সংস্থার ভবিষ্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সরকার সহায়তা করবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন। পর্যালোচনা বৈঠকে ডিভিসির বর্তমান কাজকর্ম এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট-পিএমইউ গঠনের কাজ শেষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃরাজ্য সরকারের প্রায় সব দফতরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজের ওপর কেন্দ্রীয় ভাবে নজরদারি চালাতে পঞ্চায়েত সচিব পি উলাগানাথনের নেতৃত্বে 'প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট-পিএমইউ গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন দফতর থেকে আট জন ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে ওই পিএমইউ-তে বদলি করা হয়েছে। পিএমইউ- এর অতিরিক্ত সচিব হয়েছেন রাহুল মজুমদার। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে জরুরি প্রকল্পগুলি সময়ের মধ্যে, ঠিক ভাবে বাস্তবায়িত করতে গেলে বিভিন্ন দফতর, জেলা প্রশাসন, প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জরুরি। তাই প্রত্যেক দফতর, জেলা প্রশাসন এবং সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নির্বাচিত প্রকল্পগুলির গতি, সমস্যা, মানুষের অভিযোগ, সমস্যার সমাধান, প্রকল্পের কার্যকারিতা পিএমইউর মাধ্যমে এর সমস্তটাই দেখভাল করা হবে।

কুসংস্কারে ভরসা, ফের জলে ডুবে মৃত্যু এক শিশুর

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৭ জুলাই ঃ জলে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুর। মৃতের নাম আনিস মোল্লা(১৬ মাস)। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর পেটুয়াখালি গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছ।য়েছে। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কারনেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সঠিক কিভাবে ঘটনা ঘটল ক্ষতিয়ে দেখছে বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে শিশুটি সকলের অলক্ষ্যে জলে প।ে যায়। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তাকে জল থেকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা। নিস্তেজ হয়ে প।লেও তখনও দেহে প্রাণ ছিল দাবি পরিবারের সদস্যদের। কিন্তু উদ্ধার পরও হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পুকুর পাড়েই নানা ধরনের ঝাড়ফুঁক, তুকতাক চলতে থাকে। শিশুটির পেট থেকে জল বের করতে নানা ধরনের কারসাজি চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু কিছুতেই কিছু না হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ পর এক গ্রামীণ চিকিসককে ডেকে আনা হয়। তিনি এসে চিকিসা শুরু করতেই মৃত্যু হয় ওই শিশুর। পরে তাকে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালেও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন উদ্ধারের সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে এলে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা যেত। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত শিশুর দাদু আজিজুর রহমান মোল্লা বলেন, গ্রামের ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলাম, উনি আসতে দেরি করায় আমরা পুকুরে ঘোরানো, জল বের করার জন্য কিছু কাজকর্ম করেছি। এরপর ডাক্তার এসে অক্সিজেন দিতেই মারা যায় নাতি। বিজ্ঞান সংস্থার কর্মী বিনয় সাধুখাঁ বলেন, এই ধরনের ঘটনা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। এর আগেও বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলি এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বারে বারে এলাকায় এনিয়ে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে কিন্তু তবুও টনক নড়েনি।

গত সাত বছরে 'অপারেশন নানহে ফারিশতে'-এর অধীনে আরপিএফ দ্বারা ৮৪,১১৯ শিশুকে উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ গত সাত বছরে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স 'নানহে ফারিস্তে' নামে একটি অপারেশনের অগ্রভাগে রয়েছে-একটি মিশন যা ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজনে শিশুদের উদ্ধার করার জন্য নিবেদিত। গত সাত বছরে (২০১৮-মে ২০২৪), আরপিএফ ৮৪,১১৯ টি শিশুকে উদ্ধার করেছে যারা স্টেশন এবং ট্রেনে ঝুঁকিতে ছিল, তাদের ক্ষতির পথে পড়তে বাধা দেয়। 'নানহে ফারিস্তে' শুধু একটি অপারেশনের চেয়েও বেশি কিছু এটি হাজার হাজার শিশুর জন্য একটি লাইফলাইন যারা নিজেদেরকে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে খুঁজে পায়। ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ডেটা অটল উৎসর্গ, অভিযোজন যোগ্যতা এবং স্থিতিস্থাপকতার একটি গল্প চিত্রিত করে। প্রতিটি উদ্ধারই সমাজের সবচেয়ে দুর্বল সদস্যদের সুরক্ষার জন্য আরপিএফ-এর প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। ২০১৮ সাল 'অপারেশন নানহে ফারিস্তে'-এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সূচনা হিসেবে চিহ্নিত। এই বছরে, আরপিএফ ছেলে এবং মেয়ে উভয় সহ মোট ১৭,১১২ টি শিশুকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত ১৭,১১২ শিশুর মধ্যে ১৩,১৮৭ জনকে পলাতক শিশু, ২১০৫ জনকে নিখোঁজ, ১০৯১ শিশু রেখে যাওয়া, ৪০০ জন নিঃস্ব, ৮৭ জন অপহৃত, ৭৮ জন মানসিক প্রতিবন্ধী এবং ১৩১ জনকে পথশিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বছর ২০১৮ অপারেশনের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে, এই ধরনের উদ্যোগের জরুরি প্রয়োজন তুলে ধরে। ২০১৯ সালে, আরপিএফ-এর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে থাকে, ছেলে ও মেয়ে উভয় সহ মোট ১৫,৯৩২ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ১৫,৯৩২ শিশুর মধ্যে ১২,৭০৮ জন পলাতক, ১৪৫৪ জন নিখোঁজ, ১০৩৬ জন রেখে যাওয়া শিশু, ৩৫০ জন নিঃস্ব, ৫৬ জন অপহৃত, ১২৩ জন মানসিক প্রতিবন্ধী এবং ১৭১ জন পথশিশু। সামঞ্জস্যপূর্ণ সংখ্যাগুলি শিশুদের পালিয়ে যাওয়ার এবং সুরক্ষার প্রয়োজনের ক্রমাগত সমস্যা দেখায়। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ সালটি ছিল চ্যালেঞ্জিং, যা স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করেছিল এবং অপারেশনগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আরপিএফ ৫,০১১ শিশুকে উদ্ধার করতে পেরেছে।

উত্তর-পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশন থেকে মেট্রো এবং অন্যান্য বড় শহরগুলিতে ৫৫ জোড়া ট্রেনে কোচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে

গোরখপুর, ১৭ জুলাই ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন উত্তর-পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশন থেকে মেট্রো এবং অন্যান্য বড় শহরগুলিতে ৫৫ জোড়া ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ১৭০টি কোচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশ, যা নিম্নরূপ। ১২৫৮৯১২৫৯০ গোরখপুর-সেকেন্দ্রাবাদ-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১২৫৯১১২৫৯২ গোরখপুর-যশবন্তপুর-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১৫০২৩১৫০২৪ গোরখপুর-যশবন্তপুর- উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাচ্ছে (সেকেঃদ্রাভান, রামচু দাবাদ, রামচুদাবাদ, রামচূদাবাদ)। গোরখপুর এক্সপ্রেস, ২২৫৩৩২২৫৩৪ গোরখপুর-যশবন্তপুর-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১২৫১১১২৫১২ গোরখপুর-কচুভেলি-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ২২৫৩৬২২৫৩৫ বানারস-রামেশ্বরম-বেনারস এক্সপ্রেস এবং ১৭৩২৪ শ্রী সিদ্ধারুদা স্বামীজী সহ এক্সপ্রেস সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ২২টি কোচ বিভিন্ন তারিখ থেকে ০৭ জোড়া ট্রেনে বাড়ানো হবে। এই রেলপথ থেকে, ১৫০১৮১৫০১৭ গোরখপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ২২৫৩৭২২৫৩৮ গোরখপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১২৫৩৩১২৫৩৪ লক্ষ্ণৌ জং.-ছত্রমণি মহারাষ্ট্র-মহারাজ-মহারাজের (মহারাজ্য-মহারাজের) দিকে যাচ্ছে। জন. এক্সপ্রেস, ১৫০২৯১৫০৩০ গোরখপুর-পুনে-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১১০৭১১১০৭২ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-বালিয়া-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস, ১১০৫৯১১০৬০ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-ছাপড়া-লোকমান ১৫৫ লোকমান্য এক্সপ্রেস টার্মিনাস-গোরখপুর-লোকমান্য । ইউএস এক্সপ্রেস, ১২১৬৫১২১৬৬ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গোরখপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস, ২০১০৩২০১০৪ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গোরখপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস, ১২১০৭১২১০৮ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-সীতাপুর-লোকমান্য এক্সপ্রেস, ২০১১ .-পুনে এক্সপ্রেস, ১১৪০৭১১৪০৮ পুনে-লখনউ খঢ-পুনে এক্সপ্রেস, ২০৯৪১২০৯৪২ বান্দ্রা টার্মিনাস-গাজিপুর সিটি-বান্দ্রা টার্মিনাস এক্সপ্রেস এবং ২০৯২১২০৯২২ বান্দ্রা টার্মিনাস-লখনউ জং-বান্দ্রা এক্সপ্রেস সহ ১৭ জোড়া ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর। ৪৪টি কোচ বাড়ানো হবে। একইভাবে, এই রেলপথ থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রীমুখী ট্রেনগুলি হল ১২৫৫৫১২৫৫৬ গোরখপুর-বাথিন্ডা-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১২৫৫৯১২৫৬০ বানারস-নতুন দিল্লি-বানারস এক্সপ্রেস, ১২৫৮১১২৫৮২ বানারস-নিউ দিল্লি-বেনারস এক্সপ্রেস, ১৫১৮ বানরাস-১৫১৮১৫১৮ বিভিন্ন তারিখ থেকে নতুন দিল্লি-বেনারস এক্সপ্রেস, ২২৫৮২২২৫৮১ নিউ দিল্লি-বালিয়া-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস এবং ১২০৩৫১২০৩৬ টানাকপুর-দিল্লি-টনকপুর এক্সপ্রেস সহ ০৬ জোড়া ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ বাড়ানো হবে। এই রেলপথ থেকে, ১২৫৮৭১২৫৮৮ গোরখপুর-জম্মুথাভি-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১৫০৯৭১৫০৯৮ ভাগলপুর-জম্মুথাভি-ভাগলপুর এক্সপ্রেস, ১৪৬১২১৪৬১১ শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা-গাজিপুর সিটি-শ্রী জাম দেবী কাত্রা এক্সপ্রেস চণ্ডীগড়ের দিকে যাচ্ছে। , ১৫০১১১৫০১২ লখনউ জং.-চণ্ডীগড়-লখনউ জং. বিভিন্ন তারিখ থেকে এক্সপ্রেস, ১৫০১৬১৫০১৫ লালকুয়ান-অমৃতসর-লালকুযান এক্সপ্রেস এবং ১৪৬১৫১৪৬১৬ লালকুয়ান-অমৃতসর-লালকুয়ান এক্সপ্রেস সহ ০৬ জোড়া ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ২০টি কোচ বাড়ানো হবে। ১৫০৪৮১৫০৪৭ গোরখপুর-কলকাতা-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১৫০৫০১৫০৪৯ গোরখপুর-কলকাতা-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১৫০৫২১৫০৫১ গোরখপুর-কলকাতা-গোরখপুর এক্সপ্রেস, ১৫০২২১৫০২১ গোরখপুর পূর্ব ভারত থেকে শামপুরের পূর্ব দিকে যাচ্ছে রেলওয়ে। শালিমার-গোরখপুর এক্সপ্রেস এবং ১৫০২৮১৫০২৭ গোরখপুর-সম্বলপুর-গোরখপুর এক্সপ্রেস সহ ০৫ জোড়া ট্রেনে বিভিন্ন তারিখ থেকে ১৬ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ বাড়ানো হবে।

জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ বিশ্বের অন্যান্য বড় শহরের মতো, কলকাতায় বর্তমানে শহরের বিমানবন্দর সংলগ্ন কোনো মেট্রো স্টেশন নেই। খুব শিগগিরই এই অভাব দূর হবে। ইয়েলো লাইনের জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশন এই করিডোরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হতে চলেছে। ভারত ও বিদেশের যাত্রীরা বিমানবন্দর থেকে বের হলেই মেট্রো পরিষেবা নিতে পারবেন এবং সহজেই 'সিটি অফ জয়'-এর যেকোনো কোণায় যেতে পারবেন। এটি তাদের সময়, অর্থ সাশ্রয় করবে এবং তাদের ভ্রমণকে স্মরণীয় করার পাশাপাশি আরামদায়ক করে তুলবে। এই সুন্দর এবং আধুনিক মেট্রো স্টেশনটি শহরের প্রবেশদ্বার হবে। ন্যূনতম খরচে বিমানবন্দর থেকে দ্রুত শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছানোর কলকাতাবাসীর দীর্ঘ লালিত স্বপ্নকে

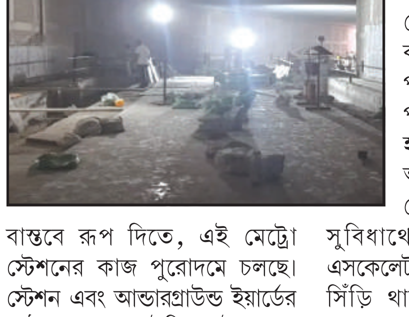

বাস্তবে রূপ দিতে, এই মেট্রো স্টেশনের কাজ পুরোদমে চলছে। স্টেশন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ইয়ার্ডের কাঠামোগত কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং সমাপ্তির কাজ যেমন কনকোর্স ও প্ল্যাটফর্মের গ্রানাইট মেঝে, ফায়ার সেফটি ওয়ার্কস, লিফ্‌ট, এসকেলেটর এবং সিঁড়ি স্থাপন ইত্যাদি কাজ চলছে। জয় হিন্দ থেকে মাইকেল নগর স্টেশন পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্প্রতি একটি বড় গতি পেয়েছে কারণ ১৮ মিটার কাজের উচ্চতার অনুমতি পাওয়া গেছে। ফলে পাইলিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। এই স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দেওয়া হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এই স্টেশনে ৬টি এসকেলেটর, ৬টি লিফট এবং ৬টি সিঁড়ি থাকবে। এগুলো ছাড়াও এখানে দুটি সাব-ওয়ে থাকবে। একটি সাব-ওয়ে জয় হিন্দ স্টেশনকে ব্যস্ত যশোর রোডের সাথে সংযুক্ত করবে। ৩টি পাবলিক সিঁড়ি ছাড়াও, ৪টি প্রবেশপ্রস্থান পয়েন্ট সহ এই সাব-ওয়েতে ৩টি জরুরি সিঁড়িও থাকবে। এছাড়াও এই সাব-ওয়েতে থাকবে ৪টি এসকেলেটর ও ২টি লিফট। আরেকটি সাব-ওয়ে থাকবে যা জয় হিন্দ স্টেশনকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাথে সংযুক্ত করবে। এই সাব-ওয়েতে যাত্রীদের সহজে চলাচলের সুবিধা হবে। কলকাতা মেট্রোতে এই ধরনের ভ্রমণকারী প্রথম হবে। যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে এই স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক AFC-PC গেট বসানো হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামও স্থাপন করা হবে এবং ৩টি নিবেদিত ফায়ারম্যানের সিঁড়ি।

কুলতলির সুড়ঙ্গ রহস্য ও অপরাধী এখনও অধরা

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৭ জুলাই ঃ কুলতলির সুড়ঙ্গ রহস্য ও অপরাধী এখনো অধরা। পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া নকল সোনার কারবারি সাদ্দাম সর্দার ও তাঁর ভাইকে ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ধরতে পারল না পুলিশ। এখনো রহস্য সমাধান হলো না সাদ্দামের ঘরেতে উদ্ধার হওয়া সুড়ঙ্গেরও।দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলির জালাবেড়িয়া-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়তারহাট গ্রামের বাসিন্দা নকল সোনার মূর্তি বিক্রিচক্রের মূল পাণ্ডা সাদ্দাম সর্দারের বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে সোমবার আক্রান্ত হয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেখানে পুলিশকে লক্ষ্য করে শূন্যে গুলি ও চালায় সাদ্দামের ভাই সাইরুল। বাড়ির মহিলারাই পুলিশের হাত থেকে সাদ্দামকে ছিনিয়ে নেয়।আর তার পর থেকেই এখনো অধরা সাদ্দাম ও তার ভাই। মঙ্গলবার দুই ভাইয়ের স্ত্রী রাবেয়া সর্দার ও মাসুদা সর্দারকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'জনকেই ৭দিনের পুলিশিহেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশি ধরপাকড়ের ভয়ে এখন পুরুষ শূন্য পয়তারহাট গ্রাম। সোমবার সন্ধ্যার আগে সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ঘরের মধ্যে উদ্ধার হয়েছে একটি গোপন সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ প্রায় ৪০ ফুট দূরে বাড়ি লাগোয়া একটি খালের সঙ্গে সংযুক্ত। পুলিশের অনুমান,এই সুড়ঙ্গ বেশ কয়েক বছর আগেই তৈরি করা হয়েছে। তবে কোন কাজে ওই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করা হতো তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। সোমবার রাতে ওই গোপন সু।ঙ্গের মধ্যে তল্লাশি চালানোর সময় ভারী কোনও বস্তু পায়ে ঠেকে তদন্ত কারীদের। বাড়িটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাদ্দাম এর আগে একবার ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়ে ছিল।বিরোধীদের অভিযোগ, নকল সোনা ও মূর্তি দেওয়ার নাম করে বাইরে থেকে আসা লোকজনকে খুন পর্যন্ত করতো সাদ্দাম বাহিনী। আর সেই দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে খালের জলে। কুলতলির বিজেপি নেতা উত্তম হালদার বলেন, পুলিশের একাংশের মদতেই সাদ্দামের এই রমরমা ব্যবসা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২রা শ্রাবণ, ১৪৩১

পাকিস্তানের লক্ষ্য ভারত জমি

সম্প্রতি বাংলাদেশের জনৈক ইতিহাসবিদ একটি প্রতিবেদন পোস্ট করেছেন যার শিরোনাম, 'হায়দ্রাবাদের পথে বাংলাদেশ' ওদেশের অসংখ্য মানুষ সেটা শেয়ার করেছেন কারণ এর ছত্রে ছত্রে রয়েছে ভারত বিরোধিতা। সম্ভবত ট্রেন চলাচল নিয়ে ভারত বাংলাদেশ চুক্তিই এই লেখাটির প্রেরণা, আর তাতেই একশ্রেণীর বাংলাদেশী (সবাই নয়) আতঙ্কিত। হায়দ্রাবাদের মতো এই ফাঁকে তাদের দেশটাকেও বুঝি ভারত গিলে নেবে। বেশ এই সুযোগে আমরা বরং একবার ইতিহাসের পাতায় দেখে নেই পঁচাত্তর বছর আগে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভারত ভুক্তির প্রেক্ষাপট। সন ১৯৪৭, বৃটিশ মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ভারতীয় উপমহাদেশে বিভক্ত করে গঠিত হবে দুটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র, ভারত ও পাকিস্তান। কিন্তু যে ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্য ছিলো তাদের কি হবে? অখণ্ড ভারতের মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৪৮ ভাগ জমি ছিল এই রাজ্যগুলির অন্তর্গত এবং জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ বাস করতো সেখানে। আইনত এই প্রিন্সলি বা নেটিভ স্টেটগুলো বৃটিশ শাসিত ভারতের অংশ না হলেও বাস্তবে তারা কিন্তু পুরোপুরি ভাবে ছিল মহারানীর প্রজা। যাইহোক বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে তাদের তিনটি অপশন দেয়া হলো। হয় তারা ভারত অথবা পাকিস্তানে মিশে যাবে নয়তো স্বাধীন থাকবে। তেরটি রাজ্য পাকিস্তানে মিশে যায়। বাকি গুলো ভারতের উদরে ঢুকে গেলেও, তিনটি রাজ্য স্বাধীন থাকতে চেয়েছিল। এরা হলো উত্তরে জম্মু-কাশ্মীর, দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ এবং পশ্চিমে জুনাগড়। জম্মু কাশ্মীর নিয়ে আগেই বিস্তারিত লিখেছি তিনটি পর্বে, স্বর্গ হতে বিদায়। শিরোনাম, উৎসাহী পাঠকেরা দেখে নিতে পারেন। যাইহোক কাশ্মীরের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান ছিল জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদের। দুই রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজারা হিন্দু হলেও শাসকেরা ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী। চারদিকে ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে বেষ্টিত সৌরাষ্ট্রের সেই জুনাগড় হঠাৎ করে একদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বসলো। এতে সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করে আন্দোলনে নামে। চুক্তি বাতিল করার জন্য আবেদন জানায় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারত সরকারের কাছে। ভারত সরকারের তরফে স্বরাষ্ট্র সচিব ভিপি মেনন চিঠি পাঠান জুনাগড়ের দিওয়ান শাহনেওয়াজ খান ভুট্টোর কাছে কিন্তু কোন ফল হয় না। বাধ্য হয়ে ভারতীয় সেনা সে রাজ্যের স্থল ও আকাশ সীমা অবরোধ করে। দিওয়ানের অনুরোধে সৌরাষ্ট্রের ইংরেজ রিজিওনাল কমিশনার বুচ হস্তক্ষেপ করলে পরিবার সহ শেষমেশ রাজ্য ছেড়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে পারেন নবাব। গণভোটের মাধ্যমে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় জুনাগড়। এই দিওয়ানের পুত্র এবং পৌত্রী একসময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন যদিও সেজন্য তাদের দুজনকেই জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হয়! ১৭১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হায়দ্রাবাদ ১৯৪৭ সালেও ছিল একটি বিরাট রাজ্য। বর্তমান পুরো তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ নিয়ে।

বাংলার ইলিশ বিখ্যাত

ইলিশ নয় শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের মন জিতেছিল তিতল মাছের পেটি। শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ জায়া মৃণালিনীর কাছে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু শাকের নানারকম তরকারি খেতে চেয়েছিলেন। মনের আনন্দে শাক ভাজা, শাকের ঘন্ট, শাকচচ্চড়ি, সহ প্রায় বিশ রকমের শাকের তরকারি বাটিতে ভরে কবি পত্নী সাজিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানাচার্যের ভাতের থালার চারপাশে বলা বাহুল্য খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র খেতে ভালবাসতেন পদ্মার চরের কচ্ছপের ডিম, সেই ব্যবস্থা করতে ভুল হয় নি রবীন্দ্রনাথ জায়ার। রান্নাবান্না নিয়ে যেমন রবি কবির যেমন উৎসাহ ছিল ঠিক একই রকম উৎসাহ তাঁর ছিল বন্ধুদের খাওয়ানোর ব্যাপারে। স্বামীর ওই আগ্রহ কে কবি পত্নী মৃণালিনী সর্বদা প্রশ্রয় দিয়েছেন। শিলাইদহে গৃহস্থ্য রবীন্দ্রনাথের অনেক অতিথি আসতেন। লোকেন্দ্র পালিত,জগদীশচন্দ্র বসু,যতীন বসু প্রায়ই আসতেন। অতিথি সৎকারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বড় উদার,কোনও নিয়মকানুন মানতেন না। একবার হল কি এক মাছ বিক্রেতা তাঁর কাছে প্রকাণ্ড বড় রুই মাছ রেখে যাচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথ তাকে পাঁচ টাকা নেবার অনুরোধ করলেও তিনি রাজি হলেন না। কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কবির কাছে আর্জি জানাতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন 'তোমাকে মাছ খেয়ে যেতে হবে,না খেয়ে গেলে তোমার হুকুম নাকচ করে দেবো'঻অগত্যা তাকে রাজি হতে হল঻যখন সে খেতে বসেছে এমন সময়ে রবি কবি তাঁর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'মাছ কেমন রান্না হয়েছে,রান্নাবান্না কেমন হয়েছে'? ভাল লাগছে তো'? লোকটি খুব খুশি হয়ে বললেন 'হুজুর রাজ ভোগ...রাজভোগ'। রবীন্দ্রনাথ জানতেন গ্রামের লোকেরা সন্দেশ খেতে পায় না। তিনি লোকটিকে অনেকটা সন্দেশও খাইয়ে দিলেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেন কে দুপুরে তাঁর সঙ্গে খাবার অনুরোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু মৃণালিনীকে সেকথা বলতে ভুলে গিয়েছেন। প্রিয়নাথ যথাসময়ে এসে হাজির,ওদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন।এবার তাহলে কি ভাবে রক্ষা হবে মানসম্মান! শরনাপন্ন হতে হল সহধর্মিণীর, মৃণালিনী সব পরিস্থিতি সামলে নিয়ে কবিকে কার্যত লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন। বলা বাহুল্য স্ত্রী'র এই তৎপরতায় তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। শিলাইদহে যখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর এক অনুগামিনী কবির আমন্ত্রনে সেখানে যান। কবি জানতে পারলেন ভগিনীরা গ্রামের খাবারের খুব ভক্ত হয়ে পড়েছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

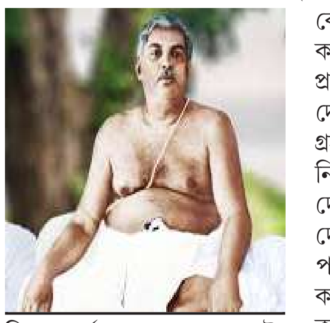

বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো।

কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশ সেবক তৈরি হতে হবে। দেশের সেবক তৈরি হতে না পারলে কিন্তু দেশ উন্নতি লাভ করতে পারবে না। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আবিস্কার করার নেশা তৈরি করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো।

গণতন্ত্রের পুজারি কবি শঙ্খ ঘোষ বারবার যখন গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়েছে গর্জে উঠেছে তাঁর কলম এবং ধারালো লেখনী

রবীন্দ্র কুমার শীল

গণতন্ত্রের পুজারি ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। সারা জীবন ধরে তিনি গণতন্ত্রের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। এই গণতান্ত্রিক চেতনা লাভ করেছিলেন কবিগুরুর লেখা থেকে। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সেরা শিষ্য ছিলেন বলা যেতে পারে। সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথকে সমানে রেখে তিনি নিজের জীবনটাকে পরিচালনা করে গিয়েছেন। সেই কারণে তিনি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রেমী হতে পেরেছিলেন। যখনই তিনি কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কবিগুরু স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। গণতন্ত্রের ব্যাপারে সঙ্গে তিনি কোনও রকমভাবে আপোষ করেননি। যখন দেশের বা রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে তিনি তখন কলম ধরেছেন। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। শিক্ষাবিদ অম্লান দত্তের গণতান্ত্রিক মঞ্চে সভায় তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। তখন বাম আমল। বাম আমলের শেষ দিকে যখন বাংলার গণতন্ত্র বিপন্ন তখন তিনি গণতান্ত্রিক প্রেমিকদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পদযাত্রা করেছিলেন। নন্দীগ্রামের কাণ্ডের কবি শঙ্খ ঘোষ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। অর্পনা সেন, জয় গোস্বামী, কৌশিক সেন, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, শাঁওলি মিত্রের সেই মিছিলে হেঁটে ছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন নন্দীগ্রামে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে। কৃষকদের জমি রক্ষার পক্ষে তার কবি মন সায় দিয়েছিল বলেই তিনি প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন অতি তীব্র ভাষায়। কবি শঙ্খ ঘোষ হেঁটেছিলেন নিজের শর্তে। সেই মিছিলে হাঁটার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিরোধী দলের নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিলে হাঁটার কথা শুনে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা মিছিলে অংশ গ্রহণ করলে তিনি হাঁটবেন না। ফলে রাজনৈতিক নেতা বর্জিত মিছিলে হেঁটে ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। সেই মিছিল শুরু হওয়ার আগে কবির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ছুটে গিয়েছিলেন কবির বাড়িতে। কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচর্যের সঙ্গে দেখা করেননি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দরজা কাছ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। সাম্যবাদী লাল ঝাণ্ডাই ছিল কবির প্রেরণা। কিন্তু নন্দীগ্রামের ঘটনার সময় থেকে ধীরে ধীরে লাল ঝাণ্ডা ফিকে এবং বিবর্ণ হতে শুরু করে। অনেক দিন ধরে লাল ঝাণ্ডা ক্ষমতায় থাকার ফলে লাল রংটা ধূসর হতে থাকে। বিপ্লবী পতাকা ন্যারেটিভ হতে শুরু করে। তখন থেকেই কবি শঙ্খ ঘোষ কোনও পতাকার প্রতি আর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। একেবারে ঝাণ্ডাহীন প্রতিবাদী মুখ হিসাবে তিনি নিজেকে সবার কাছে পরিচিত করে তোলেন। তারপরে থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালির আইকন। নিজেকে স্বতন্ত্র হিসাবে পথিক হিসাবে গড়ে

তোলার স্বপ্নকে স্বার্থক করে তুলতে শুরু করলেন। ২০১১ সালে বহু পদাতিকরা শাসক দলে অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষ এদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। প্রকৃত কবিরা কোনও সময়ে একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য বা সমর্থক হতে পারে না। দেশ যখনই বিপন্ন হতে থাকে তখনই কবিরা কমল ধরে প্রতিবাদ করে। শাসক দলের শাসনে যদি গলদ থাকে তাহলেও কবিদের এর প্রতিবাদ করে কলম ধরতে হয়। সেটাই করে দেখালেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তিনি শাসক দলের উন্নয়ন নিয়ে একটি কবিতা লিখে রাজরোষে পড়ে গেলেন। সেই কবিতা নিয়ে শাসক দলের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। কবি শঙ্ঘ ঘোষের কবিতাটির নাম ছিল-'' মুক্ত গণতন্ত্র''। লাইনগুলো ছিল-''সবাই শুধু মিথ্যে রটায়। /পথগুলি সব দেদার খোলা-/যার খুশি আয় বিরুদ্ধতায়। /যথার্থ এই বীরভূম- /উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে এসে / পেয়েছি শেষ তীরভূমি। /দেখ খুলে তোর তিন নয়ন /রাস্তা জুড়ে খড়গ হাতে / দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন। /সবাই আমায় কর তোয়াজ-/ছড়িয়ে যাবে দিগবিদিকে / মুক্ত গণতন্ত্র আজ।'' এই কবিতাটি লিখে শাসক দলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল কবি শঙ্খ ঘোষকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। তাতে কবি আহত হয়ে থাকলেও তিনি একটি কথাও বলেননি। কারণ তিনি কবি। রাজনীতি করাটা তাঁর কাজ নয়। তাঁর কবিতার প্রতিবাদ করার সবার অধিকার রয়েছে। সবার অধিকার রয়েছে তাঁর কবিতার সমালোচনা করার। জ্ঞানপীঠ প্রাপ্ত কবি শঙ্খ ঘোষকে সেই সময়ে শাসক দলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল যেভাবে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন বাংলার কবি সমাজ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আজকে সেই কবি শঙ্ঘ ঘোষ যখন আর নেই তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি শোক জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু তিনি সেই সময়ে বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডলকে ডেকে কবি শঙ্খ ঘোষকে অপমান করার কোনও আপনার অধিকার নেই বলে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। তাহলে কী ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কবি শঙ্ঘ ঘোষ শাসক দলের প্রিয় কবি ছিলেন না? কবির বহু বন্ধুরা শাসক দলের সমর্থক ছিলেন। সে ব্যাপারে কবি কোনও সময়ে আক্ষেপ করেননি। তিনি কাউকে কোনও ব্যাপারে বাধা দেননি। শাসক দলের সঙ্গে থাকাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে তিনি মনে করতেন। তবে তিনি কোনও রকমভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেননি। আজীবন তিনি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রেমি কবি ছিলেন। কবির গণতান্ত্রিক প্রেমের শিক্ষাগুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পথ ধরেই কবি শঙ্খ ঘোষ আজীবন চলেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিগুরু ছিলেন তাঁর প্রধান ধর্মগুরু।

সেই কবি আজকে যখন সবাইকে ত্যাগ করে পরলোকে যাত্রা করলেন তখন প্রশাসন থেকে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল না রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবির শেষকৃত্য পালন করার। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন চলছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের অধিকার নেই কবির ব্যাপারে কোনও অনুষ্ঠান করার। কিন্তু প্রশাসন থেকে কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য করার অধিকার নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে করা যেতে পারতো। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন সেই ব্যবস্থার আয়োজন করতে পারতেন। কিন্তু সেটা হল না। এটাই বাংলার কবি সমাজ বিশেষ করে বাঙালার মানুষের কাছে আক্ষেপ থেকে গেল। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শঙ্খ ঘোষকে একেবারে অতি সাধারণভাবে সকলের কাছ থেকে সারা জীবনের জন্য বিদায় নিলেন। প্রশাসনের উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষের শেষকৃত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় দেওয়ার। সেটা হল না বলে বাঙালির আক্ষেপ।

কবির আদি নিবাস ছিল বরিশালের বানারিপাড়ায়। তখন তাঁর নাম ছিল চিত্তপ্রিয় ঘোষ। সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেই তিনি কবি শঙ্খ ঘোষ নামে পরিচিতি লাভ করেন। মায়ের নাম ছিল আমলাবালা। আর পিতা শিক্ষক মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। কবি শঙ্ঘ ঘোষ পিতার মতোই সারা জীবন শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সাল। বারবার তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রতিবাদ সব সময়ে তীব্র আকারণ ধারন করেছে। 'যমুনাবতী' কবিতায় তিনি লিখছেন-'' যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে/ যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুক দিয়ে।'' প্রতিবাদী কবি বলেই তিনি শাসক দলের কাছে নিন্দিত ছিলেন। সেই কারণে তাঁর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা আসা যাওয়া করতেন খুবই কম। তিনিও অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে বেশি ভালোবাসতেন। লেখাই ছিল তাঁর নেশা। আর কলম ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অস্ত্র। তলোয়ারের চেয়ে কলম যে শক্তিশালী সেটা যেমন কবিগুরু প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই রকম কবি শঙ্ঘ ঘোষও প্রমাণ করে দেন। সাহিত্য আকাদেমি, নরসিংহ দাস পুরস্কার, শিরোমণি, রবীন্দ্র পুরস্কার, কবীর সম্মান, সরস্বতী সম্মান, দেশিকোত্তম, পদ্মভূষণ এংব জ্ঞানপীঠ পরিস্কার লাভ করেন। কথা সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরী এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও তাদের রবীন্দ্র ভাবনা নিয়ে যেসব ভুল ছিল তা তিনি খণ্ডন করেছেন। নীরদ সি চৌধুরীর লেখা ''আত্মঘাতী বাঙালি'' রচনায় বহু স্থানে ভুল রয়েছে তা তিনি বলেছিলেন। এই নিয়ে নীরদ সি চৌধুরীর সঙ্গে কম বিবাদ হয়নি। ১৯৭৬ সালে তিনি 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। জরুরী অবস্থার প্রতিবাদই ছিল এই কবিতার বিষয়বস্তু। প্রতিবাদের ভাষাটা কবি শঙ্ঘ ঘোষের বরাবরই জোরালো ছিল বলেই রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁকে এড়িয়ে চললেন। তিনি অন্যায় দেখতে পেলে কলম ধরে তাঁর প্রতিবাদ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। সরকারের হয়ে কোনও কথা বলতে তাঁকে শোনা যায়নি। সরকারি অনুষ্ঠানকে তিনি যতটা সম্ভব বর্জন করে চলতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে তোষণ করে বক্তব্য রাখতে হতো বলে। তোষণ করে বক্তব্য রাখা তাঁর ধাতে ছিল না। সেই কারণে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের কোনও সভা হলে তিনি আগ্রহ সহকারে সেখানে যোগদান করতেন। কবি শঙ্খ ঘোষ চলে যাওয়াতেও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি গভীর শোক প্রকাশ করেছে। ১৯৫১ সালর ২১ এপ্রিল। কোচবিহার। ঘর খাবার নেই। ভুখা মিছিল করেছিল মানুষ খাদ্যের দাবিতে। সেই মিছিলকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি চালায়। কবিতা বসু, বন্দনা তালুকদার, বাদল বিশ্বাস, সতীশ দেবনাথ এবং সাত বছরের শিশু বকুল তালুকদার গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখনইকবি লেখেন 'যমুনাবতী'। সেই কবিতাকে লিখলেন -'' নিভন্ত এই চুল্লিতে মা /একটু আগুন দে / আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি / বাঁচার আনন্দে।'' সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকারকে তিনি তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুললেন। শাসক দলের হৃদকম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল এই কবিতাটি। চারদিকে এই কবিতা তখন মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কবিতার প্রতিবাদ যে এত তীব্র আকার ধারন করতে সেটা শাসক দল উপলব্ধি করতে পারেনি। রাজরোষের তোয়াক্ক করতেন না। বহুবার রাজরোষে পড়ার মতো অবস্থা তাঁর হয়েছিল। কিন্তু সাহস করে কবি শঙ্খ ঘোষকে কেউই বেশি ঘটাতে চায়নি। শাসক দল অন্যায় করলে তিনি তাদের রেয়াক করেননি। পুরস্কার পাওয়ার লোভে তিনি কবিতা লেখেন না সেটা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। কবিতা লেখেন পাঠকদের জন্য। কবি শঙ্খ গোষ বরবারই গণতান্ত্রিক প্রেমী কবি ছিলেন। তিনি বারবার গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে কলম ধরেছিলেন। তিনি একনায়কতন্ত্রকে দেখতে পারতেন না। একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদ করেছেন বহুবার। তিনি কবি। এক সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে তিনি রাস্তায় নেমেছেন। মিছিল করেছেন। পদযাত্রা করেছেন। বহুবার তাঁকে এর জন্য অপমানিত হতে হয়েছে। বহু নেতারা বলেছেন তিনি আবার কবি নাকি। তিনি তো কবিতা লেখেন ধনীদের জন্য। গরিবদের জন্য তিনি কোনও কবিতা লেখেননি। তিনি কবিতা লেখেন নিজের পয়সা রোজগার করার জন্য। কোনও কবিতা তো বিনা পয়সা কোথাও ছাপাতে দেওয়ার জন্য তিনি তো দেননি। উপরন্তু গলা কেটে টাকা আদায় করেছেন। এই রকম ভাবে বারবার এই কবিকে অপমানিত করা হয়েছে। তবুও তিনি কলম ছাড়েননি। তিনি কলমকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুলের ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন চেতা কবি। নিজের মনের মতো করে কবিতা রচনা করতেন। কারোর কথা অনুসারে কোনও কবিতা তিনি লিখতেন না। তাঁর কবিতা সবাই পাঠ করতো। তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম সেরা কবি। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবি সুবোধ সরকার, কবি নবনীতা দেবসেন এমনকী মহাশ্বেতা দেবী তাকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। স্বাধীন কবি। সবাই তাঁকে কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি কারোর পক্ষ নিয়ে কোনও সময়ে কলম ধরতেন না। সামনে যে সব অন্যায় দেখতেন তা নিয়েইতিনি কবিতা রচনা করতেন

বারাণসী কড়চা ঃ বর্ষার মৌসুমে কাশীর ব্যারাম

জয়দেব দাস, কাশী

ভক্তিপরায়ণ নারী ছিলেন। পিতা-মাতার সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল বেশি। ছয় বৎসর বয়সে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। দারিদ্রের কারণে তাই প্রথাগত শিক্ষায় বেশি দূর এগোতে পারেন নি। তবে পিতার আদর্শ সম্বল করে মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবন সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, জনগণের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। নিঃসম্বল অবস্থায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্বল্প মূল্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান এম ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোম্পানি গড়ে তোলেন। পরে কুমিল্লা ও ঢাকাতে এর শাখা খোলেন এবং বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হন। কিন্তু নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটিয়ে মহেশচন্দ্র

জনহিতকর কাজে লিপ্ত ছিলেন। বৈষয়িক উন্নতির চেয়ে জ্ঞানচর্চার উন্নতিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে নিজের আয়ের বড় অংশ নিয়মিত ব্যয় করে গেছেন প্রজন্মের শিক্ষা বিস্তারের পেছনে।

পিতার স্মৃতিতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে গরিব ছাত্রের জন্য কুমিল্লা শহরে প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বর পাঠশালা। ১৯১২ এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা শহরের শাকতলায় মায়ের নামে স্থাপন করেন রামমালা গ্রন্থাগার ও রামমালা হস্টেল। অবিভক্ত ভারতে এই গ্রন্থাগার অজানা ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শনের সাক্ষী হয়ে আছে। নারী শিক্ষার জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তার

আনুকূল্যে কুমিল্লায় স্থাপিত হয় নিবেদিতা গার্লস স্কুল ও নিবেদিতা ছাত্রী নিবাস। নিজ গ্রামে শুরু করেন শিক্ষা সংসদ। ভারতের বারাণসীর কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বর পাঠশালা টোল। পানীয় জলের অভাব দূর করতে সেসময় নিজ গ্রামে বহু পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন। যখন তীর্থভ্রমণে বৈদ্যনাথধাম গেলেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতিদিন চারশত-পাঁচশত মানুষের আহার্য্যের ব্যবস্থা করেন। শীতকালে গরীব মানুষের জন্য শীত বস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। ভ্রমণেচ্ছুক যাত্রীদের চার-পাঁচ দিন থাকার জন্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কালীঘাট হস্টেলের ব্যবস্থা করেন। বারাণসীতে স্ত্রী হরসুন্দরীর নামে এক ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বটকৃষ্ণ পাল প্রমুখ বাংলার পুণ্যলোক ব্যক্তিত্বের মত মহেশচন্দ্র তার ব্যবসায় অর্জিত অর্থের বড় অংশ গরিবদের চিকিৎসায়, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণে এবং অন্যান্য সামগ্রী প্রদানে নিঃস্বার্থভাবে দান করতেন।

রাণী ভবানী স্টেট বাঙালি টোলার মাঝেই অবস্থিত। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে, রাণী ভবানী ব্রিটিশ ভারতের অর্ধবঙ্গেশ্বরীদ। নাটোরের জমিদার রামকান্ত একদিন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দেখেন, একটি ফুটফুটে মেয়ে গাছ থেকে ফুল তুলছে। জমিদারের মনে ধরে গেল তাঁকে। জেদ ধরলেন, ওই মেয়েকেই তিনি বিয়ে করবেন। নাটোরের কুলবধূ হিসেবে এলেন অবিভক্ত পূর্ব বাংলার বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার ছাতিয়ান এলাকার জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ভবানী।১১৫৩ বঙ্গাব্দে অকালে মারা গেলেন স্বামী রামকান্ত। বিশাল জমিদারীর ভার এসে পড়লো রাণী ভবানীর ওপর। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাশীধাম বারাণসীতে প্রতিষ্ঠা করেন ভবানীশ্বর শিব ও দুর্গাবাড়ি। তৈরি করেন দুর্গাকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্রতলা জলাশয়। এছাড়া হাওড়া থেকে কাশীধাম পর্যন্ত তৈরি করে দেন পাকা রাস্তা, যা রাণী ভবানী রোড বা বেনারস রোড নামে পরিচিত হয়। এটি এখন বোম্বে রোডের অংশ হিসেবে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি টোলা অঞ্চলে রাণী ভবানী স্টেট এর তারা বাড়ি প্রাঙ্গণে হোমিপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ বিকেল বেলায় উপস্থিত থাকেন। তাঁর সঙ্গেও নিজের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন।

পান্ডে হাভেলী স্থিত ভোলা গিরি আশ্রমের হোমিপ্যাথিক দাতব্য চিকৎসালয় বিকেল ছটায় খোলা হয়। বাঙালি টোলা স্কুলের পাশেই ঘাটের দিকে রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাবেন ভোলা গিরি আশ্রম।

কেদার ঘাটের কাছেই পেয়ে যাবেন হোমিপ্যাথি বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ ভট্টাচর্য্য মহাশয়কে । তাঁর বাড়িতেই চেম্বার। স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞেস করলেই, আপনাকে তাঁর বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

এক সময় কাশীতে লোকনাথ মৈত্র মহাশয়য়ের এক হোমিপ্যাথি চিকিৎসক রূপে খুব খ্যাতি ছিল। এখন সম্মদার মহাশয়য়ের নাম ডাক। তাঁর সন্তানেরাও সেই নাম দিয়ে কাশীর অনেক অঞ্চলেই হোমিপ্যাথি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। পাতালেশ্বর মহাদেব মন্দিরের কাছেই হোমিপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ বিকেল বেলায় উপস্থিত থাকেন। তাঁর সঙ্গেও নিজের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন।

কাশী তে যদি এই সময় কোন ব্যারাম ঘটে নিসচিন্ত থাকতে পারেন।

সম্পাদক সমীপেষু

নোবেল পুরস্কার প্রাপক পাবলো নেরুদা

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কালজয়ী কবি পাবলো নেরুদা। তাকে বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী কবি বলা হয়ে থাকে। তিনি রোমান্টিক, বিদ্রোহ ও প্রেমের কবি হিসেবে সমাদৃত ছিলেন।

তিনি ছিলেন চিলিয়ান কবি ও রাজনীতিবিদ। তাকে চিলির জাতীয় কবিও বলা হয়। কৈশোরে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। ছদ্মনাম গ্রহণের পশ্চাতে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, ছদ্মনাম গ্রহণ ছিল সে যুগের জনপ্রিয় রীতি; দ্বিতীয়ত, এই নামের আড়ালে তিনি তাঁর কবিতাগুলি নিজের পিতার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন। তাঁর পিতা ছিলেন কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তিনি চাইতেন তাঁর পুত্র কোনো ব্যবহারিক পেশা গ্রহণ করুক। নেরুদা নামটির উৎস চেক লেখক জান নেরুদা এবং পাবলো নামটির সম্ভাব্য উৎস হলেন পল ভারলেইন। তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে একাধিক ভাষায়। তার বিখ্যাত কবিতা -''আজ রাতে আমি লিখে ফেলতে পারি সেই বিষণ্ণ পঙক্তিমালা যেমন ধরো, লিখতে পারি, 'অজস্র নক্ষত্র সমন্বিত এ রাত-আর এই নীলাভ তারাগুলো বহুদূরে কাঁপছিল মিটমিট করে! রাতের বাতাসটা পাক দিচ্ছে আকাশে আর গাইছে গান। আজ রাত্রে আমি লিখতে পারি, বিষণ্ণতম পঙক্তিদের। আমি ভালবাসতাম তাকে আর সেও আমাকে, হয়ত কখনো। অগুনতি নক্ষত্রের এরকম এক রাতে, বেঁধেছি বাধনে তাকে

আর অগণন চুম্বনস্পর্শ দিয়েছি তাকে, সীমানাহীন আকাশের নীচে। সে আমায় ভালবেসেছিল আর আমিও কখনো কখনো। তার সমুদ্রগভীর চোখের চাউনি'র প্রেমে কে না পরে থাকতে পারে ? আজ রাতেই আমি লিখতে চাই বিষাদের সব পঙক্তিগুলো ভাবলেই, সে পাশে নেই আর মনে পড়ে, হারিয়ে ফেলেছি তাকে। দীর্ঘ এ রাতের নিস্তব্ধতা তাকে ছাড়া আরও প্রগাঢ় মনে হয়। আর চরণগুলো ঝরে পড়ে তার হৃদয়ে, যেমন শিশির ঝরে ঘাসের জমিনে। তবু কি এসে যায় তাতে, যখন আমার ভালবাসা পারেনা রাখতে তাকে অগুনতি নক্ষত্রের এই রাত আর সে নেই আমার পাশে। এইত শেষকথা। দূর থেকে ভেসে আসছে কারও আওয়াজ। বহুদূর থেকে আমার হৃদয় ভুলতে পারে না, তাকে হারানোর বেদনা। এ চোখ দুটো খোঁজে শুধু তাকে, যেন কাছে পেতে চায় আর এ হৃদয় তার আশা করে, যদিও সে নেই কাছেপিঠে। সেই দীর্ঘ রাত, আর শাদা হতে থাকা একই গাছগুলো তখন ছিলাম দুজনে দুজনার, আজ আর নেই কেউ কারো। আর ভালবাসি না তাকে, এ সত্য; তবুও ভালবেসেছি কি গভীর আবেগে। আমার কণ্ঠস্বর এখন বাতাস খুঁজে মরছে ওর কানে চুমু লিখে দিতে। অন্য কারও। সে হবে আর কারও। যেমন ছিল আমাদের চুম্বনের আগে। কোমল আওয়াজ, তার তনু দেহ। তার সমুদ্র গভীর চোখ আমি আর ভালবাসি না তাকে, এ দিব্য সত্য, কিন্তু তবুও ভালবাসি হয়ত। প্রেম কত ক্ষুদ্র, সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিস্মৃতি দীর্ঘ, প্রগাঢ়। হয়ত এ কারণেই যে, এরকম এক দীর্ঘ রাতে, তাকে বেধেছি বাঁধনে শুধু আফসোস জেগে ওঠে হৃদয়ে, হারিয়েছি বলে ওকে। হয়ত এই শেষ বেদনার ঝাঁপি যা আমায় দিল তার প্রেম আর শেষ কাব্যগাঁথা এই, আমি লিখে যাচ্ছি তার স্মৃতিতে। ''

কবি পাবলো নেরুদা ১৯০৪ সালে চিলির সান্তিয়াগোর ৩৫০ কিমি দক্ষিণের লিনারেস প্রদেশের পাররাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হোসে দেল কারমেন রেইয়েস মোরেলস একজন রেলওয়ের কর্মকর্তা এবং মাতা রোসা নেফতালি বাসোয়ালতো ওপাজো বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা

মমতার বন্ধন চাই চুবকা ও মনিদহ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ জুলাই ঃ কংসাবতীতে সেতু চাই জঙ্গলমহল। রাজনৈতিক কুটকাচালির মাঝে সেতুর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলো দুই গ্রাম। কংসাবতীর একপাড়ে ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুবকা গ্রাম পঞ্চায়েতের চুবকা গ্রাম নদীর অপর পাড়ে মেদিনীপুর সদর ব্লকের মনিদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মনিদহ গ্রাম দুই গ্রামের বাসিন্দারা চাইছেন, স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। পাশাপাশি ফেরিঘাটের রাস্তাও তৈরি করে দেওয়া হোক। বাজার, হাসপাতাল যেতে গেলে চুবকা গ্রামের বাসিন্দাদের নদীতে নৌকা কিংবা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। স্থায়ী কোনও ফেরিঘাট নেই। তাই অস্থায়ী ফেরিঘাট দিয়েই যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। বর্ষায় ফেরিঘাটের রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। জলকাদা ভেঙে যাতায়াত করতে গিয়ে রীতিমতো দুর্ভোগ পোহাতে হয় দুই গ্রামের বাসিন্দাদের। এই সাঁকোর দুই প্রান্ত শুধু দুটো গ্রামের মিলন ঘটায় নি ঘটিয়েছে দুটো গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটো ব্লকের দুটো বিধানসভার দুটো লোকসভার দুটো থানার দুটো মহকুমার এমনকি দুটো জেলারও মিলন। দুই গ্রাম যেন প্রশাসনিকভাবে দুই আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত। প্রতিদিন চুবকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে কর্মসূত্রে নদী পার হয়ে আসতে হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার, স্কুল, কলেজ থেকে প্রশাসনিক যেকোনও কাজেই চুবকা গ্রামের বাসিন্দারা মেদিনীপুরে ছুটে আসেন। অপরদিকে সমস্ত প্রশাসনিক কাজে ছুটে যান ঝাড়গ্রামে। তবে স্থায়ী ফেরিঘাট না থাকায় মাটির রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। বর্ষা এলে দুর্গম হয়ে ওঠে ফেরিঘাট। সাইকেল ভ্যান নিয়েও যাওয়া যায় না। দুই গ্রামেরই বাসিন্দারা কৃষিকাজ উপরেই নির্ভরশীল। তাই অনেকেই সবজি নিয়ে প্রতিদিন নদী পেরিয়ে যাতায়াত করেন। সবজি ভর্তি সাইকেল, ভ্যান নিয়ে ঐ রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যায় বাসিন্দাদের। তারা চাইছেন স্থায়ী পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হোক। নাম হোক মমতার বন্ধন। স্থানীয় এক বাসিন্দা শ্যামসুন্দর মন্ডল বলেন, বৃদ্ধ থেকে বৃদ্ধা ছাত্র-ছাত্রী থেকে অসুস্থ প্রসূতি বর্ষাকালে জল বাড়লে নদী পেরিয়ে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হয় সকলের। বর্ষা এলে নদীর জল স্তর বাড়তে থাকে নদীর বর্ষায় জলে ভরা যৌবন দেখার মত হয়ে ওঠে। তখন বন্ধ হয়ে ওঠে বাঁশের সাঁকো ভরসা জোগায় নৌকো। এছাড়াও নদী বাঁধ ভাঙনের কারণেও ঘাট দিনদিন এক জায়গায় স্থায়ী থাকে না। আরেক বাসিন্দা মঞ্জু মন্ডল বলেন, ফেরিঘাট পর্যন্ত আসার রাস্তা একেবারে ভয়াবহ। টোটো, ভ্যান তো দূরের কথা। সাইকেল, বাইক নিয়েও ভয়ে ভয়ে ঘাটে আসতে হয় আমাদের। চুবকার আরেক বাসিন্দা নিমাই ঘোষ বলেন, রাতে কারও কিছু সমস্যা হলেও আমাদের ওই রাস্তার উপরেই নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া শহরে যাবার বিকল্প রাস্তায় ১৮ কিলোমিটার বেশি ঘুরতে হয়। তাই সকলে এটি দিয়ে যাতায়াত করে। এছাড়া নদীর ধারে ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা থাকে। আলো নেই। আমরা চাই দ্রুত মমতার বন্ধন সেতুটি নির্মাণ শুরু হোক। অপরদিকে বিজেপির তরফে বক্তব্য লক্ষীর ভান্ডার বিলি করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ভাঁড়ে মা ভবানী। শাসক দলের পক্ষে সেতু নির্মাণ অসম্ভব। কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত অর্থ পরিকল্পনা কোনটাই রাজ্যে ফলপ্রসু করতে দিচ্ছে না বর্তমান রাজ্যের শাসক দল। তাই এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা স্বপ্নমাত্র। রাজ্যে পরিবর্তন হলে এই সেতু নির্মাণ হবে। শাসকদলের তরফে জানানো হয়েছে। ঝাড়গ্রাম এবং মেদিনীপুর দুই লোকসভাতেই ২০১৯ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর বিজেপির সাংসদ ছিল। তারা কোনরকম এই ধরনের পরিকল্পনা নামা প্রশাসনের কাছে জমা দেয়নি। বিজেপি চাইলেই সে তো হতে পারতো। এই সাথে নির্মাণ করতে পারে একমাত্র শাসক দল। এই সেতু নির্মাণের পক্ষে সওয়াল বাম ও কংগ্রেসেরও। তাদের পক্ষে জানানো হয়েছে রাজনৈতিক কুট-কাচালিতে না গিয়ে আমরা চাই দ্রুত সেতু নির্মাণ হোক। সেতু চাই সাধারণ দুই গ্রামের মানুষও। নির্বাচনের আবহে প্রতিশ্রুতি পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল সব দলই মিটেছে লোকসভা নির্বাচন দুই বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচন। জঙ্গলমহলের এরকম এক প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের মমতার বন্ধন সেতুর দাবি কতটা ফলপ্রসু হয় আগামী দিনে। কতটা দূরত্ব বুঝবে দুই জেলার দুই সদর ব্লকের মধ্যে সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ছেলে ধরা সন্দেহে মহিলাকে গাছে বেঁধে মার, ভারসাম্যহীনকে উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ জুলাই ঃ নদীয়ার শান্তিপুর গোবিন্দপুর এলাকায় ছেলে ধরা সন্দেহে এক মহিলাকে গাছের সাথে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সূত্রের খবর, বুধবার সকালে শান্তিপুর গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া এলাকায় এক মহিলা ঘোরাঘুরি করছিলেন। এলাকাবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা তাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে মারধর শুরু করে। মহিলার কাছে একটি ব্যাংকের টাকার বই, খাতা, কলম ইত্যাদি জিনিস পাওয়া গেলে সন্দেহ আরও বেড়ে যায় এবং তার ওপর নির্যাতন শুরু হয়। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন এবং কিছুদিন আগে শান্তিপুর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান এবং এরপর শান্তিপুরের গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। পুলিশ মহিলাকে তার পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। জানা গেছে, তার বাড়ি শান্তিপুর থানার হরিপুর সাহেবডাঙ্গা এলাকায়। পুনরায় এমন ঘটনা না ঘটে, সেই জন্য প্রশাসনিক স্তরে এলাকায় প্রচার চালানো হচ্ছে।

Tender Notice

The Prodhan Laxmipur Gram Panchayat invites Sealed Tender from the bonafied and experienced contractors for NIeT No. 05/Lax/2024-25, Memo No. 264/ Lax/2024-25, Dated: 11/07/2024. Application for Tender Paper should be submitted on any working day from 11.07.2024 to 22.07.2024 (from 11.00 AM to 2.00 PM). Last date of dropping of sealed Tender Form on or before 24/07/2024(upto 2.00PM) All others details are available on Notice Board of the office of the undersigned. Sd/-
Prodhan Laxmipur G.P.
Suti -II Block, Murshidabad

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: (1) NIT No. 1115/E-NIT/15 th FC (Untied)/ KGP/ 2024-25. Last date of uploading of asking documents as per NIT (online) on or before 23.07.2024 up to 6 PM. Date of Opening of Tender (online)for Technical on 26.07.2024 at 11 A.M. & Financial at 2 P.M. For details please visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL: Mankiary, PO.:Thakursima, DIST.: PURULIA (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
TENDER NOTICE
NIT No.: MGP/NIT-01/2024-2025 dt. 18/07/2024

Sealed tender in prescribed tender form of Mankiary GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for similar type of works. The schedule of the tender process is as follows. 1. Date and Time of Tender Form Issue:18/07/2024 to 25/07/2024 upto 1:30pm. 2. Date and Time of Dropping Tender Form: 18/07/2024 to 25/07/2024 upto 2pm. 3. Date and time of opening of the tender: 29/07/2024at12 NOON. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

সুলভ মূল্যে আলু বিক্রয় কেন্দ্র চালু হলো জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর করা নির্দেশ। দশদিন সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। এরপরেই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। পুলিশকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন বাজারে বাজারে চলে অভিযান জেলা প্রশাসনের। এরপরই বুধবার, জলপাইগুড়ি আলু ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে সুলভ মূল্যে আলু বিক্রয় কেন্দ্র চালু হলো জলপাইগুড়িতে। এই স্টলে আলু ২৮ টাকা কিলো দরে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে আলুর দাম বাজারে উর্ধ্বমুখী। জেলা প্রশাসনের অনুরোধে জলপাইগুড়ি আলু ব্যবসায়ীরা সুলভ মূল্যে আলু বিক্রয় কেন্দ্র জলপাইগুড়ি বিভিন্ন এলাকায় ১০ টি আলুর স্টল খুলে দিলো। জেলা প্রশাসনের অনুরোধে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক আলু ব্যবসায়ীরা বেলাকোবা, রাজগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে এই সুলভ মূল্যে আলু বিক্রয় কেন্দ্র খুলে দিলো।

Office of the Namkhana Panchayat Samiti
PO+PS- Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743357
Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 18 nos. various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2024_ZPHD_710865_1 to 2024_ZPHD_710865_12 and 2024_ZPHD_710873_1 to 2024_ZPHD_710873_6. Last Date and time 24-07-2024, 6:00 PM. Ref. NIT06 & 07/24-25.
Sd/-Executive Officer
Namkhana Panchayat Samiti
District South 24 Parganas

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/১১২ অব ২০২৪, তারিখঃ ১২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি. ডিইএন/।/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে গুয়াহাটি-লামডিং এবং চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং. (এসএল) ও সেনচোয়া জং.-হয়বরগাঁও (এসএল)-টিএফআর (২৫.৮০ কিমি) সেকশনে পানিখাইতি (এল-১ ও ৪), ঠাকুরকুচি (এল-১ ও ৪), পানবাড়ি (এল-১ ও ৪), ডিগারু (এল-১), তেতেলিয়া (এল-১), কামরূপ ক্ষেত্রী (এল-৪), বরাহু (এল-৪ ও ৫), জাগীরোড (এল-৫), আউজারি (এল-৪), ঠেকেরাগুড়ি (এল-১ ও ৪), চাপরমুখ জংশন (এল-৪), কামপুর (এল-৪), লামসাখাং ইয়ার্ড (এল-১), লামডিং ইয়ার্ড (এল-১, ৫, ৬ স্যালুন সাইডিং ও গুডস সাইডিং), বর লংফার এস ইয়ার্ড (এল-১ও ৩), হাবাইপুর ইয়ার্ড (এল-১), ধলপুখুরি ইয়ার্ড (এল-১) এবং যমুনামুখ ইয়ার্ড (এল-৪) (মোট = ২৪.৯০১ কিমি)-এ ৫২কেজি (এস/এইচ) (৯০ ইউটিএস) রেলের দ্বারা বিদ্যমান ৫২কেজি রেলের বিজি টিআরআর (এস)। টেন্ডার মূল্যঃ ২,০১,৯৭,৫৮৯ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৫১,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ০৭-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এলএমজি/ইএনজিজি/১০৪ অফ ২০২৪, তারিখ: ১২-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/।/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে হয়বরগাঁও-মাইরাবাড়ী (এসএল)- সেস উন্নয়ন কাজ (মোট = ৪৪.০৬ কিমি) এবং চাপরমুখ জং.-শিলঘাট টাউন (এসএল)- সেস উন্নয়ন কাজ (মোট=৮১.১৯৬ কিমি)। টেন্ডার মূল্য: ১৩,২০,০১,৬৬৪.৭৭ টাকা; বায়না মূল্য: ৮,১০,০০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৬-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ০৭-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জঙ্গল ঘেরা ডুয়ার্সে পালিত হলো বন মহোৎসব

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের চালসাতে রাজ্যে সরকারের বন বিভাগ, কাঠ ব্যাবসায়ী এবং পরিবেশ সংগঠন গুলোর যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপন করে পালিত হলো বনমহোৎসব। এই

উপলক্ষ্যে এদিন গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন টিয়া বনের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুধারে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এর পাশাপশি স্বেচ্ছা সেবি সংগঠন স্নেহের পক্ষ থেকে ই-রিক্সাতে পরিবেশ বাঁচাতে গাছ লাগানোর বার্তা প্রচাররের আয়োজন করা হয়। বুধবারের এই অনুষ্ঠানে বন বিভাগের রেঞ্জার, কর্মী সহ চালসা কাঠ ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পরার মতো। এই প্রসঙ্গে পরিবেশ কর্মী সুমন চৌধুরী জানান, আজ একটি বিশেষ দিন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ঘনত্ব, এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে আজ বিধ্বস্ত বিশ্বের পরিবেশ, এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র গাছ, আজ বন বিভাগ, কাঠ ব্যবসায়ী এবং পরিবেশ কর্মীদের পক্ষ থেকে সেই বৃক্ষরোপন করে পরিবেশ রক্ষার শপথ নিলাম আমার।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর ফের বিয়ে, পরকীয়া ভেবে দম্পতির উপর চলল 'নারকীয়' নির্যাতন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুলাই ঃ দম্পতিকে মারধর, চুল কেটে নেওয়া, গলায় ঘুঁটে ও জুতার মালা পরিয়ে গ্রাম ঘোরানো! মালদার কালিয়াচকের ঘটনার ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড়। এই ঘটনায় গ্রেফতার ১১। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার কালিয়াচক থানার বামনগ্রাম মোসিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় যুবক ও যুবতীকে উদ্ধার করে পুলিস। ১৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় কালিয়াচক থানার। পুলিস তার মধ্যে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ৮ জন পলাতক রয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। মালদার আদালতের সরকারী আইনজীবী দেবজ্যোতি পাল জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে চলতি মাসের ১২ তারিখে। যুবক ও যুবতী দুইজনই সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। তারা একবছর আগে বিবাহ করেছেন। তবে যুবক ও যুবতী ২ জনেরই আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। যুবক ফেরিওয়ালার কাজ করেন ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে। আর যুবতী কালিয়াচকে থাকেন। কয়েক মাস পর পর কালিয়াচকে স্ত্রীর কাছে আসেন এই যুবক। ১২ তারিখ তিনি কালিয়াচকে আসেন। সেইদিন-ই পরকীয়া সংঃদহে এলাকার মাতব্বররা সালিশি করেন। একবার নয়, তিন-তিনবার সালিশি হয়। সালিশি সভাতেই ওই যুবক ও যুবতীর উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি শারীরিক অসুস্থতার পরেও চিকিৎসা করানো হয়নি। আরও অভিযোগ, এরপর এলাকার মাতব্বররা ওই যুবক ও যুবতীকে ন্যাড়া করে, গলায় জুতো ও ঘুঁটের মালা পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরায়। এমন অবস্থায় কালিয়াচক থানার পুলিস খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামের মাতব্বরদের হাত থেকে ওই যুবক, যুবতীকে উদ্ধার করে। তারপর যুগলকে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কালিয়াচক থানার পুলিস এই ঘটনার জন্য ১৯ জনকে অভিযুক্ত করে। তাদের মধ্যে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন করার চেষ্টা, ষ।যন্ত্র সহ একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের মালদা আদালতে তোলা হলে, তাদের ৭ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। ২০ তারিখ আবার শুনানি।

প্রতিবেশীকে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর নির্দেশ দিল ঘাটাল মহকুমা আদালত

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৭ জুলাই ঃ প্রতিবেশীকে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর নির্দেশ দিল ঘাটাল মহকুমা আদালত।দীর্ঘ ১০ বছর পর কেস চলার পরে এই রায়। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত বেউড়গ্রাম অঞ্চলে খুন করা হয় সুনীল লাগা নামে এক ব্যক্তিকে। ওইদিন সন্ধ্যেবেলা বেউড়গ্রাম মোড় থেকে বাজার করে ফেরার সময় সুনীল লাগাকে ডেকে নিয়ে যায় আল্পনা ভুইঁঞা ওরফে কালী এবং তার বাবা রবীন্দ্রনাথ ভুইঁঞা ও মা সন্ধ্যাদেবী । ওইদিন সুনীল লাগা বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। পরদিন সকালবেলা ভুইঁঞা পরিবারের বাড়ির থেকে ১৫ মিটার দূরে বারিক পুকুরের ধারে সুনীল লাগা এর মৃতদেহ উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। সুনীল লাগার ছেলে তাপস লাগা মৃতদেহ শনাক্ত করেন এবং ওইদিনই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ওইদিনই পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। আল্পনা পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করে। খুনে ব্যবহৃত নাইলন দড়ি আল্পনার শোওয়ার ঘর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার নব্বই দিনের মধ্যে আদালতে তদন্তের চার্জশিট পেশ করে চন্দ্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত তদন্ত অধিকারিক। দীর্ঘ ১০ বছর যাবত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তদন্তের ভিত্তিতে গতকাল আল্পনা ভুইঁঞাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। ১৬ জুলাই শাস্তি ঘোষনা করে ঘাটাল মহামান্য আদালত। ৩০২ ধারার অন্তর্গত এই মামলায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০,০০০ টাকার জরিমানার শাস্তি ঘোষণা করেন বিচারক। তদন্ত চলাকালীন মৃত্যু হয় অভিযুক্তের বাবা রবীন্দ্রনাথ ভুইঁঞার। তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা ভুইঁঞাকে খালাশ করে আদালত। তদন্তের বিচার পাওয়ার পর মৃত সুনীল লাগার স্ত্রী জানিয়েছেন যে আদালতের এই ন্যায়বিচার পেয়ে সন্তুষ্ট।

সীমান্ত পারের চেষ্টা, আটক এক

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের ১৩৭ তম ব্যাটেলিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) চক গোপাল এক ভারতীয় নাগরিককে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় আটক করেছে। ধৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম মোহাম্মদ রুস্তম (৩২)। বুধবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, মোহাম্মদ রুস্তম অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে তার আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় আইবি-র হাতে ধরা পড়ে। তল্লাশি করে তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, ভারতীয় পাসপোর্ট, আধার কার্ড এবং ভোটার আইডি উদ্ধার করা হয়। পরে আটক ভারতীয় নাগরিককে বাজেয়াপ্ত সামগ্রীসহ হিলি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-Janai PO-Janai Dist- Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block / janai , Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **Sl. no 1 :- 1 st CALL NIT no-271/JGP dt 15.07.2024 Tenderid-2024_ZPHD_ 715039_ 1 Publish Date- 16.07.2024 10.00 AM ; Name of The Work- CC Road from HO Arun Mukherjee to HO Sandip Chakraborty via HO Bubun Banerjee SN VI ; Fund — 15th FC UNTIED ; Estimated Amount- Rs. 125289.00 , Sl no 2 :- 1 st CALL NIT no-271/JGP dt 15.07.2024 Tenderid-2024_ZPHD_715039_ 2 Publish Date- 16.07.2024 10.00 AM ; Name of The Work- CC Road from HO Sikha Das to HO Gangaram Das SN XIII ; Fund — 15th FC UNTIED ; Estimated Amount- Rs. 116618.00 Sl no 3 :- 1 st CALL NIT no- 271/JGP dt 15.07.2024 Tenderid- 2024_ ZPHD_ 715039 _3 Publish Date- 16.07.2024 10.00 AM ; Name of The Work - CC Road From HO Najju to HO Rejul Mastar SN XII; Fund — 15th FC UNTIED ; Estimated Amount- Rs. 114140.00 . Completion Time-7 days. Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-23.07.2024, 11.00 AM , DATE of opening technical & Financial BID 25.07.2024 11.30 AM For details visit website https://wbtenders.gov.in**

মালদার গাজোলে বাস স্ট্যান্ডের নির্মাণের পরিদর্শনে জেলা শাসক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মালদার গাজোলে আবারো নতুন বাস স্ট্যান্ডের জন্য জায়গা পরিদর্শন করলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । সাথে উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস , গাজোল থানার আই সি চন্দ্রশেখর ঘোষাল গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন সহ অন্যান্যর, আধিকারিকেরা। তারা গাজোলের ধর্মতলা মোড় ৮১ নং জাতীয় সড়কের সংলগ্ন কচুয়া টোলা তিস্তা প্রকল্পের যে

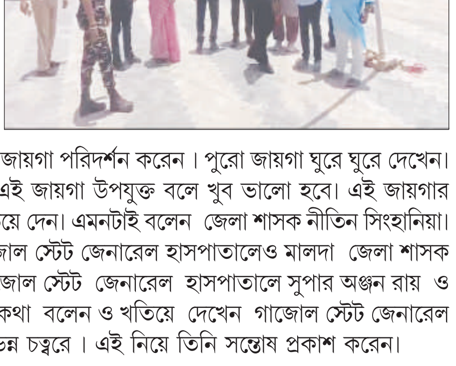

জায়গা রয়েছে সেই জায়গা পরিদর্শন করেন । পুরো জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখেন। বাসস্ট্যান্ডের জন্য এই জায়গা উপযুক্ত বলে খুব ভালো হবে। এই জায়গার রিপোর্ট নবান্নে পাঠিয়ে দেন। এমনটাই বলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। এর পাশাপাশি গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও মালদা জেলা শাসক পরিদর্শনে যান। গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সুপার অঞ্জন রায় ও রোগীদের সাথেও কথা বলেন ও খতিয়ে দেখেন গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বিভিন্ন চত্বরে । এই নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মগরায় রথ দেখতে বেরিয়ে রহস্য মৃত্যু স্কুল ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ জুলাই ঃ ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে চাঞ্চল্য রথ দেখতে বেরিয়ে রহস্য মৃত্যু স্কুল ছাত্রের। পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগরায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে পাণ্ডুয়ার খন্যান পণ্ডিত পাড়ার বাসিন্দা নবম শ্রেণির ছাত্র অর্পণ পণ্ডিত বন্ধুদের সঙ্গে উল্টোরথ দেখতে হোয়েরায় যায়। কিন্তু রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেনি অর্পণ। ছেলেকে খুঁজতে খন্যান চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অর্পণের বাবা ধনঞ্জয় পণ্ডিত। সেই সময় দেখেন অর্পণের তিন বন্ধু অটো করে বাড়ি ফিরছে। অর্পণের বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করেন ধনঞ্জয়। কিন্তু অর্পণের বন্ধুরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বলে দাবি তাঁর। এরপর ছেলের বন্ধুদের নিয়েই মগরা থানায় যান অর্পণের বাবা। থানায় গিয়ে জানতে পারেন এক কিশোরকে পুলিশ আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মগরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এরপর হাসপাতালে গিয়ে আহত অবস্থায় নিজের ছেলেকেই দেখতে পান তিনি। অবস্থার অবনতি হওয়ায় মগরা থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় অর্পণকে। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনায় মৃত ছাত্রের বাবা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অভিযোগ, অর্পণকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে এবং এই ঘটনার জন্য তাঁর ছেলের বন্ধুরাই দায়ী। ঘটনায় অর্পণের মা পম্মা পণ্ডিত জানান, তাঁর ছেলে রথ দেখতে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে আর ছেলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি। অর্পণের শরীরে বেশকিছু আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে বলেও দাবি করেন তার মা। ঘটনার অর্পণের মায়ের অভিযোগ, ছেলের ৩ বন্ধু মিলেই খুন করেছে তাকে। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে যে তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদের মধ্যে একজনের মা আল্পনা ধারা বলেন, 'ওই ছেলেটা (অর্পণ) আমার ছেলের থেকে গাড়ির চাবি চায়। তারপর গাড়িটা নিয়ে যায়। কিন্তু তারপর থেকেই আর ওই ছেলেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' এদিকে এই ঘটনায় হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার বলেন, 'পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।' একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'পরিবার যা অভিযোগ করবে, সেটিও খতিয়ে যাবে।' ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৭ জুলাই ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে সবজি বিক্রেতার গলাকাটা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে প্রবল শোরগোল এলাকায় । বুধবার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতার নাম আরতি জানা। তাঁর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের কাটাপুকুরিয়ায়। পেশায় সবজি বিক্রেতা তিনি । জানা গেছে, বুধবার সকালে বাসিন্দারাই রাস্তার উপর মহিলার রক্তাক্ত গলাকাটা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মঙ্গলবার রাতে কাজ সেরে ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের কবলে পড়েছিলেন আরতি দেবী। মনে করা হচ্ছে, টাকা পয়সা ও গয়না হাতিয়ে নেয় তাঁরা। তদন্তে পুলিশ।

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA PRODHAN-216/2024-25

For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for 06(Six) Nos. Different works. Document download/sell starting(online) from 16.07.2024 up to 24.07.2024 at 14.00 Hrs. Last date of submission of Bid (online) 24.07.2024 14.00 Hrs. Bid Opening date for Technical Proposals(Online): 25.07.2024 at 15.00 Hours. For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-02/2024-25 542/Shy-II
Dated- 16.07.2024

On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders .gov.in**. The last date of tender submission- **02.08.2024 at 10.00 AM.**
SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

অনুপম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও কৃতীদের সম্বর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ জুলাই ঃ এক বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে রামপুরহাটের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা গান্ধর্বী শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করল কাজী নজরুল ইসলাম এর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে । আসিবে তুমি জানি প্রিয়, ওকে ঢলিছে বনে পথে একা একের পর এক মনোগ্রাহী সঙ্গীতের মূর্ছনায় সবাই মুগ্ধ হন। কাজী নজরুল সম্পর্কে আলোচনা, কবিতা, বিভিন্ন অঙ্গের অল্পশ্রুত

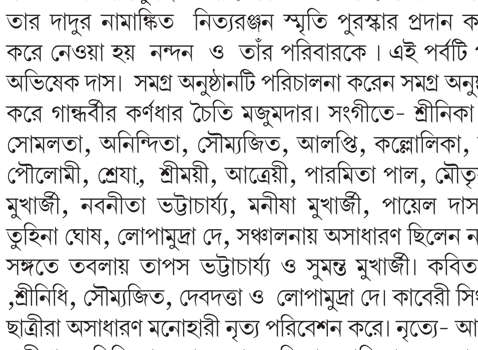

গান, নৃত্য -সব মিলিয়ে অসাধারণ ও অনবদ্য একটি অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ নন্দন কুমার মন্ডল রামপুরহাটের তথা ভারতবর্ষের গর্ব। বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী এই বিজ্ঞানী গান্ধর্বীর মঞ্চ থেকে রামপুরহাটে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারীদের তার দাদুর নামাঙ্কিত নিত্যরঞ্জন স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করেন। মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হয় নন্দন ও তাঁর পরিবারকে । এই পর্বটি পরিচালনা করেন অভিষেক দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে গান্ধর্বীর কর্ণধার চৈতি মজুমদার। সংগীতে- শ্রীনিকা শ্রীনিধি,অদ্রিতা, সোমলতা, অনিন্দিতা, সৌম্যজিত, আলপ্তি, কল্লোলিকা, অগ্নিভ শ্রীবিদ্যা, পৌলোমী, শ্রেয়া, শ্রীময়ী, আত্রেয়ী, পারমিতা পাল, মৌতৃষা দাস , প্রিয়াঙ্কা মুখার্জী, নবনীতা ভট্টাচার্য্য, মনীষা মুখার্জী, পায়েল দাস, তপতী রায়, তুহিনা ঘোষ, লোপামুদ্রা দে, সঞ্চালনায় অসাধারণ ছিলেন নবনীতা ভট্টাচার্য্য। সঙ্গতে তবলায় তাপস ভট্টাচার্য্য ও সুমন্ত মুখার্জী। কবিতা পাঠে- শ্রীনিকা ,শ্রীনিধি, সৌম্যজিত, দেবদত্তা ও লোপামুদ্রা দে। কাবেরী সিং এর পরিচালনায় ছাত্রীরা অসাধারণ মনোহারী নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্যে- আনন্দিতা, ইশিকা, পৃথ্বীশা, অনিন্দিতা, সোমলতা, অদ্রিতা, আদ্রিকা দেবদত্তা অভিশা আদ্রিতা, বিপাশা, রাজেশ্বরী, মধুবনী, বর্ণিতা, সমুদিতা সমাদৃতা সুকন্যা ও কাবেরী সিং। সমগ্র নৃত্য পরিচালনা কাবেরী সিং। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মলয় মজুমদারের পরিচালনায় তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না কো কভু সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে । সমবেত সংগীতে দর্শকও গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন।

বেসরকারি বাসে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ জুলাই ঃ গত ১ জুলাই ঘোকসাডাঙ্গা জাতীয় সড়কে বেসরকারি বাসে ডাকাতি কাণ্ডের ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অবশেষে উন্মোচন হল ডাকাতি কাণ্ডের রহস্য। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় রানাঘাট থেকে কোচবিহারে উদ্দেশ্যে আসা বেসরকারি বাসটিতে আনা হচ্ছিল ৫ কেজি রুপোর গহনা। আর সেই রুপোর গহনা লুট করতেই দুষ্কৃতীরা বাসে ওঠে । গত ১ জুলাই ঘোকসাডাঙ্গা রাইস মিল এলাকায় একটি বেসরকারি বাসে কয়েকজন দুষ্কৃতি ওঠে এবং বাসের ড্রাইভার এর কেবিনে থাকা কয়েকটি ব্যাগ তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। দুষ্কৃতীদের হাতে ছিল ধারালো আগ্নেয়াস্ত্র। বাসে যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু না নিলেও ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। রহস্য তৈরি হয় সেই ব্যাগ নিয়ে। অবশেষে মঙ্গলবার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান সেই ব্যাগে ছিল ৫ কেজি রুপোর গহনা। ইতিমধ্যেই পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে আটক করা হয়েছে সেই ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহৃত একটি বোলেরও গাড়ি। পুলিশ সুপার জানান, ১ কেজি ৮০০ গ্রাম রুপোর গহনা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় আরো বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। বাকি গহনার তদন্তও করছে পুলিশ।

বালিহাঁসের বাচ্ছা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ দুই জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি বালিহাঁসের ছানা উদ্ধার। জলপাইগুড়ি থেকে ফের উদ্ধার বালিহাঁসের ছানা। বালিহাঁসের বেশ কয়েকটি ছানা উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিল জলপাইগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। এদিন জলপাইগুড়ি শহরের চার নম্বর ঘুমটি ও বিডিও অফিস চত্বরে বেশ কয়েকটি বালিহাঁসের ছানাদের দেখা গিয়েছিল। তাই তাদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি বনদপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

জনবিজ্ঞপ্তি
যার জন্য এটা উদ্বিগ্ন হতে পারে

এটি সাধারণ জনগণকে অবহিত করার জন্য যে (কোম্পানির নাম) BATA INDIA LIMITED এর ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রীট, ১ম তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৬-এ তার নিবন্ধিত অফিস থাকার নিম্নলিখিত শেয়ার সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত হয়েছে তাদের দ্বারা হারিয়ে গেছে।

ক্রম নং	শেয়ারহোল্ডারদের নাম	ফোলিও নং.	সার্টিফিকেট নং.	স্বতন্ত্র সংখ্যা	শেয়ার সংখ্যা
১	প্রয়াত রাজীব ভাটিয়া (সব্যতা ভাটিয়া)-ক্লাইমেন্ট)	০০১৯৭৯৭	৭২০৯৬৩	১২৬৭২৮৪৬৩ টু ১২৬৭২৯৭৮২	FV এর ১৩২০ টাকা ৫ /-

জনসাধারণকে এতদ্বারা উপরে উল্লেখিত শেয়ার সার্টিফিকেটের সাথে কোন প্রকার ক্রয় বা লেনদেনের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হচ্ছে।
উল্লিখিত শেয়ার / শংসাপত্রগুলি সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি রয়েছে তার উচিত কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট লিঙ্ক Intime India Private Limited 247 Park, C-101, 1st Floor, L. B. S. Marg, Vikroli (W) মুম্বাই-৪০০০৮৩ টেলিফোনঃ ০২২ ৪৯১৮৬২৭০ এর কাছে এই ধরনের দাবি করা উচিত। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যার পরে কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ইস্যু করতে এগিয়ে যাবে।

স্থানঃ দিল্লি
তারিখঃ ১৭.০৭.২০২৪
স্বা / - সব্যতা ভাটিয়া
আইনি দাবিদারের নাম

রেলওয়ে অধিসূচনা

অধিসূচনাঃ এইচ/এইচভিএস/২০২৪ তারিখ: ১৫-০৭-২০২৪

মণ্ডল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, কাটিহারের জন্যে সাম্মানিক পরিদর্শন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, (এইচভিএস) পদের জন্যে আবেদন পত্র আমন্ত্রণ অধিসূচনা

সাম্মানিক পরিদর্শন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, কাটিহার প্রসুতি এবং স্ত্রী রোগ চিকিৎসা, জেনারেল ফিজিশিয়ান এবং নেত্ররোগ বিশেষজ্ঞের প্রত্যেকটিতে একজন বিশেষজ্ঞের জন্যে সাম্মানিক পরিদর্শন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের (এইচভিএস) তালিকাভুক্তির জন্যে আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করছে।

শর্তাবলিঃ

১) শিক্ষাগত অর্হতা এবং অভিজ্ঞতাঃ

(ক) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত পেশাদারি কাজে নিম্নতম ০৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(২) বয়েসের পরিলেখঃ প্রথম নিযুক্তির সময়, অগ্রাধিকার বয়েস ৩০ বৎসর থেকে ৬৪ বৎসরের মধ্যে হইতে হবে, নিযুক্তির ক্রমাগত বয়সের উচ্চতম সীমা ৬৫ বৎসর।

(৩) প্রদান করার জন্যে বিদ্যমান সাম্মানিক দরঃ

ঘন্টা	বিশেষজ্ঞ
৬ দিন/সপ্তাহের জন্যে ১ দিনে ৪ ঘন্টা	৭৮,০০০/- টাকা প্রতিমাস
৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে ১ দিনে ৪ ঘন্টা	৪৮,০০০/- টাকা প্রতিমাস
২ দিন/সপ্তাহের জন্যে ১ দিনে ৪ ঘন্টা	২৪,০০০/- টাকা প্রতিমাস
অথবা	
ঘন্টা	বিশেষজ্ঞ
৬ দিন/সপ্তাহের জন্যে ১ দিনে ২ ঘন্টা	৫২,০০০/- টাকা প্রতিমাস
৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে ১ দিনে ২ ঘন্টা	৩২,০০০/- টাকা প্রতিমাস
২ দিন/সপ্তাহের জন্যে ১ দিনে ২ ঘন্টা	১৬,০০০/- টাকা প্রতিমাস

আবেদন প্রাপ্ত করার অন্তিম তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং প্রাপ্ত আবেদনপত্র খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত। বিস্তৃত প্রপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টলি-বলি

এবার নিজের পুরোনো সিনেমা নিয়ে ফিরছেন ববি

হিন্দি সিনেমায় সিকুয়েলের ধারা নতুন নয়। অনেক ছবিরই নতুন কিস্তি হয়েছে, হচ্ছে, হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ২০-২৫ বছর আগের ছবির সিকুয়েল তৈরিতে বলিউড নেমেছে। 'গদার ২'এর সাফল্যকে যেন ধ্রুবতারা মানছেন বলিউডের নির্মাতারা। এসেছে একাধিক সিনেমার সিকুয়েলের ঘোষণা। সানি দেওলের পর এবার নিজের পুরোনো সিনেমা নিয়ে ফিরছেন ববি। ১৯৯৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'সোলজার' সিনেমার সিকুয়েলে দেখা যেতে পারে ববি দেওলকে। নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় ও ব্যবসাসফল সিনেমা 'সোলজার'। চলচ্চিত্র নির্মাতা জুটি আব্বাসমস্তান পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৮ সালে। ববি দেওল-প্রীতি জিনতা অভিনীত সিনেমাটি এখনো দর্শকদের পছন্দের তালিকায়। সিনেমাটিতে রাজ মালহোত্রার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ববি। ২৬ বছর পর এবার এ সিনেমার সিকুয়েলের ঘোষণা দিলেন প্রযোজক রমেশ তুরানি। সিনেমার চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। আগামী বছরই শুরু হবে শুটিং। তবে 'সোলজার ২'তে আবারও ববি-প্রীতিকে দেখা যাবে কি না, সে বিষয়ে এখনো কিছু নিশ্চিত করেননি তিনি। সংবাদমাধ্যমটিকে প্রযোজক রমেশ তুরানি বলেন, 'আমরা এখনো কলাকুশলী নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু ভাবিনি। আসলে গল্প সাজানোর ওপর নির্ভর করছে, ববি আর প্রীতি এই নতুন ছবিতে কাজ করবেন কি না। তবে আপাতত বলতে পারি, আগামী বছরই শুটিং শুরু হচ্ছে।' তবে এর আগে এক সাক্ষাৎকারে 'সোলজার ২' সিনেমায় অভিনয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ববি দেওল। তিনি বলেছিলেন, 'অনেক দিন হয়ে গেল! হয়তো ''অ্যানিমেল সিনেমার পর টিপসের কর্ণধার রমেশ জি আমার সঙ্গে ''সোলজার ২ করার কথা ভাববেন।' ১৯৯৮ সালে সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছিল 'সোলজার'। রমেশ ও কুমার তুরানির প্রযোজনায় সেই ছবির পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছিলেন আব্বাস-মস্তান। রাজ মালহোত্রা ওরফে ভিকি সিনহার চরিত্রে ববির অ্যাকশন প্যাকড চরিত্র দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়েছিল। সিনেমাটিতে তাঁর বিপরীতে প্রশংসা কুড়ান প্রীতি জিনতা। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে

অভিনয় করেন রাখি গুলজার, ফরিদা জালাল, জনি লিভার, সুরেশ ওবেরয়, দলিপ তাহিল, শরৎ সাক্সেনা ও আশিস বিদ্যার্থী।

বাড়িতে ফিরেছিলেন ঋতাভরী

ঋতাভরী চক্রবর্তী অস্ত্রোপচারের পর বাড়িতে ফিরেছিলেন সম্প্রতি। দুদিন কাটতে না কাটতেই শুরু করেছিলেন মিনিয়েচার বানানো। বিশ্রাম হয়নি। তার জেরে শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আবার অসুস্থ এই অভিনেত্রী।'মিনিয়েচার বানাতে বেশ তোড়জোড় লাগে। হাসপাতালে যাওয়ার আগে কিছুটা বানানো শুরু করেছিলাম। বাড়িতে ফিরেই ওটা নিয়ে বসে গিয়েছিলাম। টানা দুদিনের ধকল গেছে শরীরের ওপর। জানা গেছে, অভিনেত্রীর দাদিরও পিত্তথলিতে পাথর হয়েছিল। তখন বিশেষ আমল দেননি তিনি, চিকিৎসাও করানো হয়নি। গাফিলতির কারণে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। তাই ঋতাভরীর ক্ষেত্রে বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বসহকারে দেখেছেন পরিবারের সদস্যরা। অস্ত্রোপচারের কয়েক দিন আগে মুম্বাইয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অভিনেত্রী। কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন। তারপরই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে কলকাতায় ফিরে অস্ত্রোপচার করাবেন। ঋতাভরীর কথায়, 'চার বছরে তিনটি অস্ত্রোপচার। এত ভুগছি কী বলব!' তবে কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে দেননি অভিনেত্রী। তিনি বলেন, 'এমন নয় যে কাজকর্ম থামিয়ে বসে ছিলাম। এখন তো মনে হচ্ছে যে এটাই অভ্যাস করে ফেলতে হবে। বারবার শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই শুটিং করতে হবে।'

চিকিৎসক অনুমতি দেন না নিশ্চয়ই? 'ঠিকই বলেছেন, চিকিৎসক তো নিষেধ করেনই। কিন্তু যতটুকু পারি, কাজ করি।' 'বহুরূপী' ছবির ডাবিং শুরু হবে খুব তাড়াতাড়ি। ঋতাভরীর শারীরিক অসুস্থতার কথা মাথায় রেখেই তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ডাবিং সেরে আগামী ১২ আগস্ট ঋতাভরী পাড়ি দেবেন পাপুয়া নিউগিনি, নতুন ছবির শুটিংয়ে।

রাজকুমারীর বিবাহ বিচ্ছেদ

দুবাই,১৭ জুলাইঃ দুবাইয়ের রাজকুমারী শেইখা মাহরা বিনতে মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম ইনস্টাগ্রামে বিস্ফোরক এক পোস্ট দিয়েছেন। এতে তিনি তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী শেখ মানা বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ বিন মানা আল মাকতুমকে তালাক দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। শেইখা মাহরা দুবাইয়ের শাসক মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের মেয়ে। গত বছরের মে মাসে শেখ মানার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের সন্তানের বয়স এখনো দুই মাস হয়নি। গত মঙ্গলবার এক পোস্টে শেইখা লেখেন, 'প্রিয় স্বামী, আপনি অন্য সঙ্গীদের নিয়ে আছেন। তাই আমি আপনাকে তালাক দিলাম। তালাক, তালাক, তালাক। ভালো থাকবেন। আপনার প্রাক্তন স্ত্রী।' শেইখা ইনস্টাগ্রামে তাঁর স্বামীর সঙ্গে যেসব ছবি পোস্ট করা ছিল, সব মুছে দিয়েছেন। এ বছরের মে মাসে শেইখা মাহরা হাসপাতাল থেকে তাঁর ছবি পোস্ট করেছিলেন। তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় খুশি হয়ে চিকিৎসক ও হাসপাতালের কর্মীদের ধন্যবাদ দিয়ে পোস্ট দিয়েছিলেন। ওই ছবিতে পাশে তাঁর স্বামীও ছিলেন। ওই ছবিটিও মুছে দেওয়া হয়েছে। দুবাইয়ের রাজকুমারীর বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক শোরগোল তুলেছে। দুজনই পরস্পরের ছবি তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে মুছে দিয়েছেন। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েছেন। রাজকুমারীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন নেটিজেনদের অধিকাংশ। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলছেন, নারী হয়ে কি এভাবে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করতে পারেন? তবে সাহসী রাজকুমারীর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন কেউ কেউ। তাঁদের অনুসারীদের কেউ কেউ ভেবেছেন, তাঁদের ওই অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেছে। শেইখা মাহরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

সঞ্চালক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন অনিল কাপুর

অভিনয়ে চার দশক পার করেছেন অনিল কাপুর। এখনো তরুণদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন। যেকোনো চ্যালেঞ্জ সাদরে গ্রহণ করছেন। সব সময় নতুন নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। এবার সঞ্চালক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন তিনি। জিও সিনেমার বিগ বস ওটিটি থ্রি সঞ্চালনা করছেন অনিল কাপুর। এক সাক্ষাৎকারে নতুন দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন অনিল কাপুর। তিনি বলেন, 'আমাকে সব সময় নতুন জিনিস আকৃষ্ট করে। এখন নতুন কিছু করার নেশা আরও পেয়ে বসেছে। তাই নিজের পুরোনো ইমেজ ভেঙে নতুন রূপে দর্শকের সামনে আসি।'এবারই প্রথমবারের মতো সঞ্চালক হিসেবে হাজির হচ্ছেন তিনি। বিগ বস মানেই সালমান খান বিগ বস ওটিটি'ও সঞ্চালনা করেছিলেন তিনি। সালমানের বদলে অনিল কাপুরকে নেওয়ায় শুরুতে ফিসফাস শোনা গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনিল কাপুর বলেন, 'দেখুন, কেউ কারও জায়গা নিতে পারে না। সালমানের জায়গা যেমন কেউ নিতে পারবেন না। তেমনই আমাকে কেউ ''রিপ্লেস করতে পারবেন না। তবে ভালোবেসে করলে যে কেউ এই দায়িত্ব সামলাতে পারবেন। আর তাঁকে যে ছায়াছবির জগতের ব্যক্তি হতে হবে, এমন কথাও নয়।' অনিল নিজে কি কখনো প্রতিযোগী হিসেবে বিগ বসে আসতে চান, জবাবে অভিনেতা মুচকি হেসে বলেন, 'আমার যখন ৩০ বছর বয়স ছিল, তখন আমি স্বচ্ছন্দে এখানে প্রতিযোগী হিসেবে আসতে চাইতাম। এখন এই হাউসের বাসিন্দা হলে আমি কপিল শর্মা, সালমান আর করণ জোহরকে আমার সঙ্গে চাইব। তখন বিগ বস সঞ্চালনা করবেন অমিত জি (বচ্চন)।'অনিল কাপুরের কাছে মাধ্যম কোনো গুরুত্ব পায় কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি সব সময় যেকোনো মাধ্যমকে খোলামনে স্বাগত জানিয়েছি। সিনেমায় অভিনয় করেছি। নন-ফিকশন ছবি স্লামডগ মিলিয়নিয়ার-এ অভিনয় করেছি। এই ছবি বিশ্বজুড়ে সফলতা পেয়েছিল। ছোট পর্দাতেও আমি কাজ করেছি। টেলিভিশনে ২৪ ধারাবাহিকে যখন কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তখন আমাকে অনেকে তা করতে নিষেধ করেছিলেন। অনেকেই বলেছিলেন যে বড় পর্দার অভিনেতা হয়ে ছোট পর্দায় অভিনয় না করা উচিত। ওটিটি-র অভিজ্ঞতাও আমি নিয়েছি। আমাকে বড় পর্দায় ভালো মানুষের চরিত্রে দেখা যায়। ওটিটি-তে আমি মন্দ লোকের ভূমিকায় এসে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলাম। এবার ওটিটি-তে সঞ্চালনাও করে ফেললাম।'অনিল জানান যে জীবনে কখনো ঝুঁকি নিতে পিছপা হননি তিনি। তাঁর কথায়, 'অসফলতার ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে চলবে না। আমি কখনো নিজেকে নিরাপদ রাখিনি। জীবনের যেকোনো পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। জীবনে ঝুঁকি নিতে ভয় পেলে চার দশকের বেশি সময় এখানে টিকে থাকতে পারতাম না।' অভিনেতা হিসেবে জীবনের সব স্বপ্ন প্রায় পূরণ হয়েছে তাঁর। আর জীবনে কোনো অনুশোচনা নেই তাঁর। তবে এখনো মঞ্চে অভিনয় করার ইচ্ছা পূরণ হয়নি বলে জানান অনিল। তবে জীবনে যা কিছু পেয়েছেন, তার জন্য শুধুই হাতজোড় করে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান অভিনেতা। আড্ডার শেষে উঠে আসে কাপুর পরিবারের আসল 'বিগ বস'-এর কথা, আলতো হেসে তিনি বলেন, 'আমি সবার কাছে নিজেকে ''বিগ বস হিসেবে দেখাই। আমার হাবভাব দেখে মনে হতে পারে, আমিই বিগ বস। কিন্তু আমার স্ত্রীর কথাতেই আমাদের পরিবার চলে।'

আমি দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবছি না ঃ শ্রীলেখা

টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। নিজের অভিনয়গুণে ভক্তদের মুগ্ধ করে চলেছেন অবিরত। তিনি স্পষ্টভাষী। নিজের মতো করে বাঁচতেই পছন্দ করেন শ্রীলেখা। সম্প্রতি পরিচালনায়ও নাম লিখিয়েছেন। সম্প্রতি দ্বিতীয় বিয়ের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সেই পথে যেতে চান না তিনি। সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, 'না, আমি দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবছি না। এখনো দূরপর্যন্ত এমন কাউকে দেখতে পাইনি যাঁকে দেখে মনে হতে পারে যে হ্যাঁ, এই তো সে, যার জন্য অপেক্ষা করছি। নিজে নিজে বস হয়ে যাওয়ার পর আর এসব ভালো লাগে না।' শ্রীলেখা আরও বলেন, 'টিভি রিমোট নিয়ে কাড়াকাড়ি, পাশে শুয়ে কেউ নাক ডাকছে এটা এখন আর সহ্য করতে পারব না। আমি কুকুরদের নিয়ে ভালো আছি। ওদের সঙ্গে শুয়ে থাকি রাজার মতো। পাশে আরেকজনকে নিয়ে শুতে পারব না।' যদিও স্বামী শিলাদিত্য সান্যালের সঙ্গে বিচ্ছেদের বহুদিন পার হলেও প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে শ্রীলেখার।

তাঁদের সঙ্গে এখনো সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন তিনি। অভিনেত্রী বলেন, 'আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। গত ১০ বছরে আমরা আমাদের মতো করে নিজেদের আবিষ্কার করেছি। হয়তো ওটুকুই ছিল আমাদের জন্য বরাদ্দ। একে অন্যকে সম্মান দিয়ে ভালোভাবে সিভিল জীবনযাপন করছি, মেয়ে বড় হচ্ছে, এটাই তো যথেষ্ট।'দ্রুতই শুরু হবে শ্রীলেখার ছবি 'মীরজাফর'-এর শুটিং। তাঁর পরিচালিত ছবি 'এবং ছাদ' প্রশংসিত হয়েছে। যদিও আগামী ছবির বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চান না অভিনেত্রী। এরপর শুটিং শুরু হলেই বিস্তারিত জানাবেন তিনি।

ডেমোক্র্যাটদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে

ওয়াশিংটন, ১৭ জুলাইঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম বিতর্কে ব্যর্থ হওয়ার পর জো বাইডেনকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর দাবি ক্রমে জোরালো হচ্ছে। প্রথমে সেই দাবি তুলেছিলেন ডেমোক্রেটিক ভাষ্যকারেরা, তারপর কোনো কোনো বড় চাঁদাদাতা ও ডেমোক্রেটিক সমর্থক কলাম লেখকেরা। এখন দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও আওয়াজ তোলা শুরু করেছেন। বাইডেনের বয়স নিয়ে যে উদ্বেগ আগে থেকে ছিল, এখন তা যেন সুনামির আকার নিচ্ছে।

সমস্যা হলো আওয়াজ যত জোরালো হোক না কেন, বাইডেন নিজে সরে না দাঁড়ালে তাঁকে টেনে বা ধাক্কা দিয়ে সরানোর কোনো উপায় নেই। মার্কিন নির্বাচনব্যবস্থায় প্রার্থীর পদ নির্ধারিত হয় প্রাইমারি বা বাছাইপর্বের নির্বাচনের মাধ্যমে। ডেমোক্রেটিক পার্টির বাছাইপর্বের নির্বাচন শেষে বাইডেন ইতিমধ্যেই তাঁর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডেলিগেটের সমর্থন অর্জন করেছেন। আগামী আগস্ট মাসে শিকাগোয় দলের নির্বাচনী কনভেনশনে এই ডেলিগেটরা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করবেন। এখন একমাত্র বাইডেনই পারেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে এবং নিজের সংগৃহীত ডেলিগেট তাঁর পছন্দের কোনো প্রার্থীর জন্য অনুমোদন করতে। বিকল্প হিসেবে বাইডেন এসব ডেলিগেটকে 'মুক্ত' করে দিতে পারেন, যাতে তাঁরা 'উন্মুক্ত কনভেনশনে' নিজেদের পছন্দমতো কাউকে বেছে নিতে পারেন। পূর্বনির্ধারিত না হওয়ায় সে ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সত্যি যদি এমন কিছু হয়, তাহলে মহা গন্ডগোল বাধতে পারে। ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট জনসন স্বেচ্ছায় প্রার্থী পদ ছেড়ে দিলে সেই শিকাগোতেই উন্মুক্ত কনভেনশনে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। আবারও সেই একই কাণ্ড ঘটানোর আশঙ্কা রয়েছে। ১৯৬৮ সালের সেই বিভক্ত কনভেনশনের ফল ছিল জনসনের মনোনীত প্রার্থী হিউবার্ট হামফ্রের ভরাডুবি ও রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সনের সহজ জয়। সেই বিপদ ঠেকাতে বাইডেনের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে একাধিক প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। এর অধিকাংশই কোনো না কোনো অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্রেটিক গভর্নর। যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার গেভিন ন্যুসাম ও মিশিগানের গ্রেচেন হুইটমার এমনকি মিশেল ওবামার নামও শোনা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে যাঁর নাম সবার আগে আসার কথা, তিনি হলেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। কোনো কোনো মহলে তাঁর ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও এখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে বাইডেন সরে যেতে সম্মত হলে কমলাকেই দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করতে হবে। একদিকে তিনি নারী, তারপর কৃষ্ণকায়। আগামী নির্বাচনে জিততে হলে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে তাদের এই দুই প্রধান সমর্থক গ্রুপের ওপর ভর করতে হবে। তাঁকে এড়িয়ে অন্য কাউকে মনোনীত করলে দলকে এই দুই গ্রুপের রোষের শিকার হতে হবে। এরই মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফ্রিস ও বর্ষীয়ান কংগ্রেস সদস্য জিম ক্লাইবার্ন বলেছেন, বাইডেন সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁরা কমলাকেই দলের প্রার্থী হিসেবে সমর্থন করবেন। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের এক নতুন জনমত জরিপেও কমলার ব্যাপারে সমর্থনের আভাস পাওয়া গেছে। এই জরিপ অনুসারে, এই মুহূর্তে ট্রাম্প বাইডেনের তুলনায় ৬ পয়েন্টে এগিয়ে (৪৯ঃ৪৩)। অন্যদিকে ট্রাম্প ও কমলার মুখোমুখি লড়াইতে তাঁদের ব্যবধান মাত্র ২ শতাংশ (ট্রাম্প ৪৭, কমলা ৪৫)। ট্রাম্প যে কত বড় হুমকি, সে কথা ডেমোক্র্যাটদের বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, নির্বাচিত হলে এক দিনের জন্য হলেও তিনি 'ডিক্টেটর' হবেন। নিজের প্রতেক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। বাইডেন এই তালিকার বাইরে নন। রক্ষণশীল থিঙ্কট্যাংক হেরিটেজ ফাউন্ডেশন যে তথাকথিত 'প্রজেক্ট ২০২৫' তাঁর পক্ষে প্রস্তাব করেছে, তা বাস্তবায়িত হলে সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হবেন তিনি। দেশের সর্বোচ্চ আদালত ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে বলে যে রায় দিয়েছেন, তা বস্তুত দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্পকে যা খুশি করার আগাম 'সবুজসংকেত'। বিচারপতি সোনিয়া সোতোমায়োর সেই রায়ের ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেন, ট্রাম্প (বা পরবর্তী কোনো প্রেসিডেন্ট) চাইলে তাঁর প্রতিপক্ষ রাজনীতিককে হত্যা বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সামরিক অভ্যুত্থান করলেও আইনের চোখে তিনি নির্দোষ। অতএব আমেরিকার গণতন্ত্রের স্বার্থে ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা নির্বাচন ঠেকাতে হবে কিন্তু কীভাবে? জনমত জরিপে তিনি এগিয়ে। ব্যাটলগ্রাউন্ড হিসেবে পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ সাতটি অঙ্গরাজ্যের পাঁচটিতেই তিনি বাইডেনের তুলনায় ৫ থেকে ১২ পয়েন্ট এগিয়ে। অন্যদিকে প্রথম বিতর্কের আগে থেকেই নিজের সমর্থকদের মধ্যে বাইডেনের অবস্থান নড়বড়ে ছিল। এখন তা দুঃস্বপ্নের আকার নিচ্ছে। সে কারণে তাঁকে সরিয়ে অন্য কাউকে বাছাইয়ের জন্য চাপ বাড়ছে কিন্তু সেসব অলস জল্পনাকল্পনা। কারণ সরে দাঁড়ানোর কোনো ইঙ্গিত দেখাননি বাইডেন বরং তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে চাপ দিচ্ছেন। যেসব রাজনৈতিক কর্মকর্তা বাইডেনকে ঘিরে নিজেদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করে নিয়েছেন, তাঁরাও স্বাভাবিক কারণে চান না বাইডেন সরে দাঁড়ান। তাঁরা বলছেন, এক বিতর্কের ভিত্তিতে বাইডেনকে বিচার করা অন্যায়। বারাক ওবামাও তো মিট রমনির সঙ্গে প্রথম বিতর্কে প্রায় ৪০ পয়েন্টে হেরে ছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় বিতর্কে তিনি সামলে ওঠেন। বাইডেনও ঠিকই পারবেন। সেই যুক্তিতে কোনো কোনো ডেমোক্রেটিক নির্বাচনবিশেষজ্ঞ বাইডেনের খুঁত না ধরে তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যুক্তি খাড়া করছেন। তাঁদের বক্তব্যএই শেষ মুহূর্তে বাইডেনকে বাদ দিয়ে যাঁকেই নেওয়া হবে, তাঁর পক্ষে ট্রাম্পকে টপকে যাওয়া শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও। আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নে দল আগে থেকেই বিভক্ত। বাইডেনকে বাদ দিয়ে যাঁকেই নেওয়া হবে, তাতে এই বিভক্তি বাড়বে বৈ কমবে না। এ দেশে নির্বাচনে জয়ের জন্য বড় শর্তঅর্থ ও মাঠপর্যায়ে সংগঠন। একমাত্র বাইডেনের পক্ষেই সম্ভব এই দুই ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে সমানে সমানে টক্কর দেওয়া। প্রমাণ হিসেবে বাইডেন শিবির থেকে বলা হয়েছে, প্রথম বিতর্কের পর দলীয় সমর্থকদের কাছ থেকে তিনি এক দিনে ৩৮ মিলিয়ন ডলার চাঁদা তুলেছেন। এ সবই সত্য কিন্তু এ কথাও সত্যপ্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে তাঁর প্রতি দেশের মানুষের অনাস্থা বাড়ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের জনমত জরিপে এ কথার সত্যাসত্য আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তবে এই মুহূর্তে প্যানিকগ্রস্ত (হতবিহ্বল) ডেমোক্রেটিক সমর্থকেরা বাইডেনকে সরে দাঁড়ানোর জন্য রীতিমতো অনুনয়বিনয় শুরু করেছে। তাদের একটি হলো নিউইয়র্ক টাইমস। নিজের 'ইগো'কে প্রাধান্য না দিয়ে বাইডেন দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ বিবেচনায় রেখে সরে দাঁড়াবেনএমন একটি আশাবাদ ব্যক্ত করে পত্রিকাটি লিখেছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন সবার প্রশংসার দাবিদার। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে, দেশের দীর্ঘমেয়াদি নানা সমস্যা নিয়ে কাজও শুরু হয়েছে তাঁর সময়ে। ট্রাম্পের কারণে মার্কিন সমাজে যে রক্তক্ষরণের সূত্রপাত হয়েছিল, বাইডেনের নেতৃত্বে তার উপশম হওয়া শুরু হয়েছে। এসবই খুব প্রশংসনীয় কিন্তু দেশের স্বার্থে এখন যে কাজ প্রেসিডেন্ট বাইডেন করতে পারেন, তা হলো আগামী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানো। একই কথা বলেছেন ওয়াশিংটন পোস্টএর প্রভাবশালী কলামিস্ট ডেভিড ইগনেশাস। নির্বাচনী প্রচারণার সময় বাইডেন নিজেকে একজন 'অন্তর্বর্তীকালীন' প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যে চার বছর দায়িত্ব পালন করবেন, সেটি হবে পরবর্তী নবীনতর প্রজন্মের জন্য প্রস্তুতি পর্ব। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে ইগনেশাস লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল ২০২০ সালে ট্রাম্পকে ঠেকানো।

Name Change

I, RAMASHANKAR SHAW S/O JAMUNA SHAW residing at R.N. Bose Garden Road, P.O.-Hazinagar, PS-Halisahar, Dist.-North 24 Pgs, Pin-743135.W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RAMASHANKAR SHAW instead of RAMASHANKAR JAISWAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore on 24/06/2024. RAMASHANKAR SHAW and RAMASHANKAR JAISWAL both are same and one identical person.

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রীদের সাথে জেনারেল ম্যানেজারের বার্তালাপ যাত্রীদের মূল্যবান প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ গ্রহণ

মালিগাঁও, ১৭ জুলাইঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তব আজ (১৭ জুলাই, ২০২৪) গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের এক পুঙ্খানুপুঙ্খ অনবোর্ড পরিদর্শন করেন। গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে অনবোর্ড ভ্রমণের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার যাত্রীদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য পরিষেবা সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেন। পাশাপাশি উপলব্ধ পরিষেবাগুলির আরও উন্নতির জন্য তিনি যাত্রীদের পরামর্শ নথিভুক্ত করেন। ট্রেন যাত্রার সময় সাধারণত সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যাত্রীদের সাথে জেনারেল ম্যানেজার আলোচনা করেন এবং কোচ, টয়লেটের ভেতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেষা প্রদানকারীদের ব্যবহার সম্পর্কে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেন। একাধিক যাত্রী উল্লেখ করেন যে গত কয়েক বছরে ট্রেনে যাত্রা করার অভিজ্ঞতার দৃশ্যত পরিবর্তন ঘটেছে। ট্রেন, শৌচালয়ের ভেতর, এসি ইত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। যাত্রার সময় প্রত্যেক যাত্রীর যেন এক ভালো অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শ্রীবাস্তব চান বলে উল্লেখ করেন। জেনারেল ম্যানেজার বিশেষত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের অন বোর্ড ক্যাটারিং পরিষেবার গুণ সম্পর্কে যাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যাত্রীরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা উন্নত পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রার সময় এই সেমি-হাই স্পিড ট্রেনের চালকদের সতর্কতা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি চালকদের দ্বারা পালন করা নিরাপত্তা সম্পর্কিত সমস্ত সাবধানতা নথিভুক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি যাত্রার সময় তাঁদের আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তিনি প্রত্যেকটি কোচের টয়লেট পরিদর্শন করেন, কুলিং সিস্টেম পরীক্ষা করেন এবং কোচের ভেতরে উপযুক্ত কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেও তিনি কর্মীদের নির্দেশ দেন।

বন্যায় মৃত্যু অন্তত ১০টি গন্ডার

আসাম, ১৭ জুলাইঃ ব্রহ্মপুত্র নদে জল বৃদ্ধির কারণে আসাম রাজ্যে বিপর্যস্ত লাখো মানুষের জীবন। কিন্তু ২০১৭ সালের মতো এবার বন্যায় সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতের অন্যতম বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং সাফারি পার্ক কাজিরাঙা। সেখানকার সবচেয়ে দর্শনীয় প্রাণী এক শিংয়ের গন্ডার। এবারের বন্যায় অন্তত ১০টি গন্ডার এ পর্যন্ত মারা গেছে। সরকারি হিসাবে মারা গেছে আরও অন্তত ২০০ পশুপাখি। আসামের বন দপ্তর এই তথ্য জানিয়ে বলেছে, কাজিরাঙার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বন দপ্তরের হিসাবমতে, এ পর্যন্ত ১০টি গন্ডার, ১৭৯টি বিলুপ্তপ্রায় ইন্ডিয়ান হগ (হরিণ), বারশিঙ্গা (সোয়াম্প) হরিণ, একটি বহুমূল্য ম্যাকাও, দুটি অন্য পাখি, একটি প্যাঁচা এবং দুটি সম্বর হরিণ প্রাণ হারিয়েছে। গত কয়েক দিনে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও বিলুপ্তপ্রায় এক শিংয়ের গন্ডারের জন্য বিশ্বখ্যাত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান ও ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের ৪৬টি নজরদারি শিবিরসহ বড় অংশ এখনো পুরোপুরি জলের তলায়। কত বাঘ মারা গেছে, তা বন দপ্তর নিশ্চিত করে জানাতে পারেনি।

ডিউটি শেষে ফেরা হল না বাড়ি, রাস্তাতেই চরম পরিণতি দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১৭ জুলাই ঃ ডিউটি সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। আর ফেরা হল না বাড়ি। প্রাণ গেল দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের। তবে দু'টি পৃথক ঘটনায়। তবে দু'টিই ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরে। নাইট ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার মধুমিতা রানা ভৌমিক। শ্বশুরবাড়ি হাওড়ার নাওপালায়। কাজ করতেন কোলাঘাট থানায়। ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে পড়লেন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, একটি পিক আপ ভ্যান আচমকা রাস্তার পাশে নেমে যায়। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন মধুমিতা। মুহূর্তেই তাঁকে পিষে দেয় পিক আপ ভ্যানটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহিলার। ইতিমধ্যেই কোলাঘাট থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘাতক গাড়িটিকেও আটক করেছে। ধরা পড়েছে গাড়ির চালক। অন্যদিকে মধুমিতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক হাসপাতালে পাঠিয়েছে। শোকের ছায়া পরিবারে। অন্যদিকে কোলাঘাটেই আবার আরও একটি ঘটনায় একই প্রতিচ্ছবি দেখা গিয়েছে। এদিন ভোরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে সাইকেলে যাচ্ছিলেন সুব্রত বর্মণ। তিনিও পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। বাড়ি কোলাঘাটের পরিদ গ্রামে। প্রত্যদর্শীরা জানাচ্ছেন রাস্তাতেই সবুত্রকে পিষে দেয় একটি লরি। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও ঘাতক লরিটিকে এখনও আটক করা যায়নি বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। আটক করা যায়নি চালককেও।

দোকানের শাটার ভেঙে রেশন দোকানে দুঃসাহসিক চুরি দক্ষিন বারাসতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ জুলাই ঃ জয়নগরে রেশন দোকানের শাটার ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি সরকারী ৪০০ লিটার কেরোসিন তেল ও ৭০ বস্তা চাল। চুরির তদন্তে পুলিশ। এক নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে এবার শাটার ভেঙে চুরি ও লুট করা হলো সরকারি রেশন দোকানে মজুত থাকা ৪০০ লিটার কেরোসিন তেল ও ৭০ বস্তা চাল। বুধবার সকালে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরুল্লাপুর গ্রামের মাস্টিকারী মোড়েতে স্থানীয় মানুষজন দেখতে পায় যে রেশন ডিলার

ইয়াকুব সরদারের সরকারি কেরোসিন তেলের বিলি বন্টন দোকান ও চালের গোডাউনের দু'টি শাটার ভেঙে ফেলা হয়েছে। আর ওই গোডাউনে মজুত থাকা ৭০ বস্তা চাল যেমন একদিকে লুট করা হয়েছে অপরদিকে ৪০০ লিটার সরকারি কেরোসিন তেল ও লুট করা হয়েছে।এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আবুল হোসেন ঘরামী বলেন, রাস্তার পাশে থাকা গোডাউন থেকে শাটার কেটে ও ভেঙে রাতের অন্ধকারে চাল ও কেরোসিন তেল চুরি হয়ে গেল। ভাবা যায় কি সাহস। আমাদের কাছেই পদ্মেরহাটে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আরও একটু সচেষ্ট হলে ও নজরদারি বাড়ানো থাকলে এই চুরি হয়তো হতো না। তবে পুলিশের ভূমিকায় খুশি নয় এলাকার মানুষ। তবুও আমরা চাইবো উপযুক্ত তদন্ত করে অবিলম্বে দোষীদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। রেশন ডিলার ও চান দ্রুত অপরাধীদের সনাক্ত করে গ্রেফতার করা হোক। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

রেলমন্ত্রীর কাছে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রেলপথ নির্মানের আর্জি সৌমিত্রর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ জুলাই ঃ বাঁকুড়া - মশাগ্রাম রেলপথ তৈরীর কাজ প্রায় শেষের মুখে। তৃতীয়বার সাংসদ হয়ে এবার বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রেলপথ তৈরীতে উদ্যোগী হলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। মঙ্গলবারই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে সাক্ষাৎ করে আবেদন করেন তিনি। সাংসদের এই উদ্যোগে খুশী বাঁকুড়াবাসী। লালমাটির দেশ বাঁকুড়া। রাঢ়বঙ্গের এই জেলায় নানান শিল্প-সংস্কৃতির বৈচিত্রে ভরা। ইতিহাস বিজড়িত প্রাচীন মন্দিরে ঘেরা। তারওপর প্রকৃতির অপূর্ব পরিবেশ পর্যটকদের মনমুগ্ধ করে তোলে। একটা সময় বাঁকুড়া- দামোদর রিভার (বিডিআর) রেল যোগাযোগ ইতিহাস বহন করেছিল। পরবর্তীকালে ওই রেলপথ আরও উন্নতি করা হয়। ইদানীং বিষ্ণুপরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ওই রেলপথ মশাগ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন। এবং যার কাজ চলছে জোরকদমে। প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ন হয়েছে। এই রেলপথের ফলে বাঁকুড়া কলকাতা রেল যোগাযোগ আরও সহজ করে তুলবে। তৃতীয়বার সাংসদ হয়ে এবার বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থেকে দুর্গাপুর রেলপথ নির্মানের উদ্যোগ নেন। প্রায় ২৫ কিলোমিটার এই রেলপথ তৈরী হলে বাঁকুড়া- দুর্গাপুর যোগাযোগ ব্যাবস্থা আরও সহজ হবে। দামোদর নদের দক্ষিণপ্রান্তে রাঢ়বঙ্গের জঙ্গলমহল জেলাগুলি। যেখানে গ্রামীন কৃষি ও হস্তশিল্পের প্রসিদ্ধস্থানের পাশাপাশি রয়েছে বড়জোড়া শিল্পতালুক ও খনি অঞ্চল। আর অপরদিকে উত্তরপ্রান্তে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল। এছাড়াও দুর্গাপুরে রয়েছে একাধিক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাঁকুড়া- দুর্গাপুর সড়কপথ থাকলেও সিঙ্গেল লেন হওয়ায় দুর্ঘটনাপ্রবন যেমন তেমনই যানবাহনের চাপ রয়েছে। তারওপর বড়জোড়ায় নিত্য 'যানজট' সাধারন মানুষের যাতায়াতে নাকাল করে তোলে। যার ফলে সময়ে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে স্কুল কলেজ পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অফিসকর্মীদের। প্রায় হাজার দশেক লোকের নিত্য যাতায়াত রয়েছে ওই সড়কপথে। তাছাড়াও বাঁকুড়া থেকে কৃষিজ পণ্যে দুর্গাপুর আসানসোলে সদর বাজার রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় হাজার দুয়েক ঠিকাশ্রমিক বাঁকু।া থেকে দুর্গাপুরে নিত্য যাতায়াত করে। আর তাই বাঁকুড়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী বাঁকুড়া- দুর্গাপুর রেলপথ। রেল যোগাযোগ তৈরী হলে রাঢ়বঙ্গের জেলাগুলির উন্নতি আর একধাপ এগিয়ে যাবে। শুধু বাঁকুড়া- দুর্গাপুর নয়, বাঁকুড়া থেকে খাতড়া- ঝাড়গ্রাম রেলপথের দাবীও দীর্ঘদিনের। যদিও ওই উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। তবে বেলিয়াতোড় ষ্টেশন থেকে দুর্গাপুর প্রায় ২৫ কিলোমিটার রেলপথ নির্মান হলে বাঁকুড়াবাসীর দাবী অনেকটাই মিটবে। এই দুই ষ্টেশনের মাঝে বিস্তির্ন জঙ্গলমহল হাতিদের আবাসস্থল। স্বাভাবিকভাবে রেলপথ নির্মান হলে এলিফেন্ট করিডরের বিষয়টিও সামনে আসবে। একই সঙ্গে দামোদর নদের ওপর দ্বিতীয় সেতু করার বিষয়টি আবশ্যিক রয়েছে। বর্তমান সেতুর ওপর যানবাহনের চাপ প্রচুর রয়েছে। ফলে প্রায়ই সেতু বেহাল হয়ে পড়ে। একইসঙ্গে যানজট সৃষ্টি হয়। তবে, বিশেষজ্ঞ মতে, রানিগঞ্জ থেকে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত পণ্যপরিবহনের রেলপথ রয়েছে। যদিও সেটি সিঙ্গেল লেন। প্রায় ১০ কিলোমিটার ওই রেলপথ বেলিয়াতো। পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হলে তাতে যেমন ব্যায় কম হবে তেমনই আসানসোল- বেলিয়াতোড়- বাঁকড়া রেল যোগাযোগ আরও সহজ হবে। এছাড়াও দামোদরের ওপর নতুন করে আপাতত রেলসেতু নির্মানের দরকার পড়বে না। এদিন সৌমিত্র খাঁ বলেন, বাঁকুড়া- মশাগ্রাম রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হতে আর কিছু অংশই বাকি। সেটা দ্রুত সম্পন্ন করার আবেদন করেছি। দুর্গাপুজোর আগেই আশা রাখছি ট্রেন চলাচল শুরু হবে। বেলিয়াতোড় -দুর্গাপুর রুটে নতুন রেলপথ স্থাপনের আর্জি নিয়ে রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জির সাথে সাক্ষাৎ করেছি। মন্ত্রী আমার উভয় দাবিই মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং বাঁকুড়া-মশাগ্রাম রেলপথের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে সাথে সাথে যোগাযোগ করে বাকি অংশ দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিলেন। এবং বেলিয়াতোড়- দুর্গাপুর বিষয়ে আমাকে আশ্বস্ত করে এই রুটে আধিকারিক স্তরে সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিও প্রদান করেছেন। তিনি বলেন কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নমুখী একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমেই বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর এগিয়ে যাবে এই বিশ্বাস আমি রাখি। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ'য়ের এই উদ্যোগে খুশী রাঢ়বঙ্গবাসী।

ভোটের পর প্রথম বৈঠকেই 'বেসুরো' সৌমিত্র-অর্জুন

দুরন্ত বার্তা, ১৭ জুলাই ঃ বঙ্গ বিজেপির বৈঠকে 'বেসুরো' বাজলেন সৌমিত্র খাঁ। একই পথে হাঁটলেন অর্জুন সিংও। লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর আজ প্রথম রাজ্য কমিটির বর্ধিত বৈঠকে বসেছে বঙ্গ বিজেপি। অথচ এদিনও বিতর্কিত মন্তব্য বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের। সৌমিত্র বলেন, নেতারা বলবে, আমি নীচে বসে শুনব। ওদিকে আজকের বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ করেছেন অর্জুন সিংও। অর্জুন সিং বলেন, ঢাক কেন বাজছে জানি না। এটা ঢাক বাজার, সেলফি তোলার মিটিং নয়। ডেডিকেশনের অভাব আছে। প্রসঙ্গত, আজকের বৈঠকে সব জেলা সভাপতিরা ছাড়াও প্রভারি, ইনচার্জ, কো- ইনচার্জরা উপস্থিত রয়েছেন। ভোটের ফল নিয়ে রাজ্যের সব স্তরের নেতাদের মতামত শুনবেন কেন্দ্রের নেতারা। দেশ জুড়েই এমন বৈঠক হচ্ছে। তবে বাংলার বৈঠক যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, বাংলার গেরুয়া শিবির কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া তো দূরে থাক, তার ধরে কাছেও পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্টে এবার সাংসদ সংখ্যা ১৮ থেকে কমে হয়েছে ১২। 'বিকশিত ভারত' সহ পদ্ম শিবিরের কোনও কৌশল-ই এবার ভোটে কাজে লাগেনি। তাই আজকের বৈঠকের পর বঙ্গ বিজেপি কী স্ট্র্যাটেজি নেয়, সেদিকে তাকিয়ে সব মহল। উল্লেখ্য, এদিন বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমরা পরিশ্রম করেছি। ১২টা পেয়েছি। সংখ্যা তত্ত্বে পিছিয়ে গেছে, এটা স্বীকার করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু বিজেপি হেরে গেলেও, হারিয়ে যায়নি। পরাজয় থেকে শিক্ষা নেব। অনেক কর্যকর্তা পরিশ্রম করেছেন। অনেক নেতা এমন আছেন, যারা হেরে গিয়েছেন, কিন্তু খারাপ সময়েও পিছপা হননি। প্রাক্তন সকল সভাপতিদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিভ্রান্ত হবেন না। বিজেপি নতুন-পুরোনো মিলিয়ে একই স্রোত। গঙ্গার মতো বিজেপি। এই লোকসভা ভোট স্টপেজ হতে পারে, কিন্তু এটা লক্ষ্য নয়। নবান্নে আমাদের যেতে হবে। সুকান্ত আরও বলেন, ২৬-এর বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। রক্তক্ষরণ হয়ত কিছু হয়েছে, তাও এগিয়ে যেতে হবে। ৬৯ টি পুরসভাতে এগিয়ে আছে বিজেপি। উত্তর কলকাতায় ২৪ টা ওয়ার্ডে এগিয়ে। আমাদের ঘরে বসে থাকলে হবে না, রাস্তায় নামতে হবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিছু মানুষ হয়ত ১০০০ টাকার মোহতে ভোট দেয়নি! লক্ষ্মীর ভান্ডার হয়তো প্রভাব ফেলেছে! কিন্তু মানুষকে বোঝাতেই হবে যে, মা হয়ত ১০০০ টাকা পাচ্ছেন, কিন্তু বিদ্যুৎ বিল কিংবা ছেলের চাকরি হচ্ছে না। ঘুরিয়ে অনেক টাকা নিয়ে নিচ্ছে। এদিন সুকান্ত মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সিপিআইএম-এর আদর্শ ছাত্রী' বলেও কটাক্ষ করেন। এদিকে একদিকে যখন, কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে সায়েন্সসিটি অডিটোরিয়ামে প্রথম রাজ্য কমিটির বর্ধিত বৈঠকে বসেছে বঙ্গ বিজেপি, তখনই অন্যদিকে বিজেপি বাঁচাও মঞ্চ-এর নামে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপির-ই একটা অংশ। মুরলীধর লেনে, যেখানে বঙ্গ বিজেপির সদর কার্যালয়, সেখানেই তাদের এই কর্মসূচি হওয়ার কথা।

রাজ আমলের সম্প্রীতির রেওয়াজ আজও অটুট চাঁচলে, মহরমের তাজিয়ায় পুজো দিলেন বিধায়ক নিহার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুলাই ঃ রাজা নেই। নেই রাজ্যপাট। এমনকি রাজ বাড়িটারও একাংশে আদালত আরেক অংশে কলেজ। রয়ে গেছে শুধু রাজার ঠাকুর বাড়ি। কিন্তু সম্প্রীতির মাটি চাঁচলে রাজ আমলে চালু হওয়া বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সম্প্রীতির রেওয়াজ আজও বজায় থেকেছে। তা ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুর চন্ডীমন্ডপের দুর্গা বিসর্জন হোক বা নবমীর রাতে খেলেনপুরের মহরমের শোভাযাত্রায়। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সময় চাঁচল যেন আজও প্রমাণ করছে বিবিধের মাঝে মিলন মহানের বাণী। এক সময়ে চাঁচলের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং পরবর্তীতে শরৎচন্দ্র পীরের মাটির মাহাত্ত্বের গুণমুগ্ধ হয়ে খেলেনপুর জামে মসজিদের পাশে পীরের দরগাতে অনেক কিছুই দান করেছেন। মহরমের সময় সেখানকার শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে তাজিয়া তৈরীর খরচ, পীরের চাদর দেওয়া হতো রাজাদের পক্ষ থেকে। বদলে প্রজারা মহরমের নবমীর রাতে খেলেনপুর থেকে তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা করে আসতেন রাজবাড়ীতে। রাজা এবং রাজ পরিবারের লোকেরা তাজিয়াতে সিন্নি এবং ধুপ ধুনো দিয়ে পূজা দিতেন। রাজ পরিবারের মনোরঞ্জনের জন্য চলতো লাঠি খেলা। তবে বর্তমানে রাজা বা রাজ পরিবারের কেউ না থাকলেও এই রীতি বজায় থেকেছে রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় মানুষদের সৌজন্যে। এবার মহরমে সম্প্রীতির এই রীতি পালনে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় বিধায়কও। মঙ্গলবার রাতে খেলেনপুর থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক লোকের শোভাযাত্রা চাঁচল রাজবাড়ির সামনে আসে। সেখানে বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ তাজিয়াতে আতপ চাল সিন্নি এবং ধুপ দিয়ে পুজো দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেন। বিধায়ক ছাড়াও চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা এবং ধর্ম নির্বিশেষে এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন সম্প্রীতির এই রেওয়াজের সাক্ষী থাকতে। বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ বলেন, ধর্ম হোক যার যার উৎসব সবার এই কথা তো আমরা বলি। আর চাঁচলের রাজা আমাদের সবার আবেগ। তাই ওনার আমলে চালু হওয়া রেওয়াজ আমরা বজায় রাখছি। চাঁচলের রাজার মাটিতে ধর্মীয় ভেদাভেদের কোন জায়গা নেই। খেলেনপুরের বাসিন্দা আব্দুর সাত্তার বলেন, এর সঙ্গে অনেক ইতিহাস এবং আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। মহরম আমাদের শোকের উৎসব। রাজা এবং তার পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী হিন্দু ভাইয়েরা যেভাবে এই শোকের উৎসবে আমাদের পাশে থাকে। সম্প্রীতের রেওয়াজ বজায় রাখে। তা সত্যি প্রশংসনীয়। চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক অমিতেশ পাণ্ডের বক্তব্য, আমাদের রাজা যে সম্প্রীতির পাঠ আমাদের দিয়ে গেছেন তা বজায় রাখছি।

তিস্তার স্রোতে তলিয়ে যাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন সদর সাউথ এসআই রতন বর্মন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহিরচরে কানাইনগর পাড়া তিস্তা নদীর স্রোতে তলিয়ে যাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন সদর সাউথ এসআই রতন বর্মন। এদিন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হরিপদ রায়, অমর বিদ্যালয় পরিদর্শক রতন বর্মন এবং সদর বিডিও অফিসের কর্মী কালাচাঁদ দাসরা লাইফ জ্যাকেট পড়ে নৌকাযোগে কানাইনগর পাড়া এসে পৌঁছান। অমর বিদ্যালয় পরিদর্শক রতন বর্মন বলেন, বিদ্যালয় যেখানে ছিল সেখানে বর্তমানে নদী । তাই দেখছি কি করা যায় এবং বিষয়টি হাই অথরিটিকে জানাবো । বর্তমানে ওই স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছাকাছি কোন স্কুলে শিফট করানো হবে। এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান জিতেন চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, আমি বারবার চেষ্টা করছি চরকে বাঁচাতে একটি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য । তিনি আরো বলেন এই এলাকায় শিক্ষার আলো বিস্তারে পুনরায় চড়ে বিদ্যালয় নির্মাণ করা প্রয়োজন। এলাকার ছেলেমেয়েদের

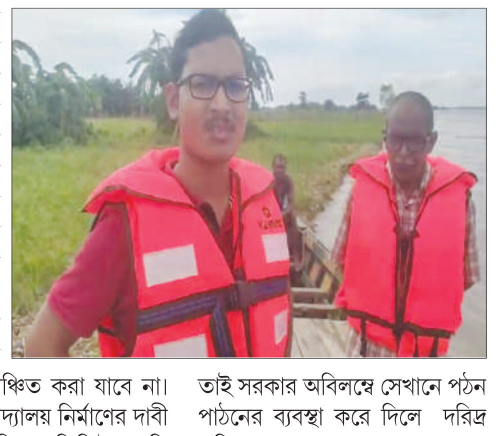

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাই পুনরায় বিদ্যালয় নির্মাণের দাবী রাখছেন তিনি। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক বিকাশ সরকার বলেন, তিস্তা নদীর চর এলাকায় দরিদ্র শ্রমজীবি এবং মেহনতী মানুষরা বসবাস করে থাকেন মূলত । তাদের শিক্ষা দীক্ষার একমাত্র অবলম্বন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । কিন্তু সেটিও নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে । তাই সরকার অবিলম্বে সেখানে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করে দিলে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা পুনরায় শিক্ষার আলোতে বহাল থাকতে পারবে। তিনি আরো বলেন, ওখানে পুনরায় বিদ্যালয় স্থাপন করা হলে ওই এলাকার পড়ুয়ারা আগামী দিনে তাদের ভবিষ্যত জীবনে অনেকটাই স্বাবলম্বিন হবে বলে আমি মনে করি।

তারকেশ্বরে অভিযোগ সেচ ও পূর্ত দফতরের জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ জুলাই ঃ সরকারি জমি বেদখল নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই এবার মারাত্মক অভিযোগ তারকেশ্বর থেকে। অভিযোগ উঠেছিল সেচ ও পূর্ত দফতরের জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। খবর পেতেই ভেঙে দিল পুলিশ। ঘটনা তারকেশ্বরের বালিগড়ি পঞ্চায়েতের জোশম্ভু এলাকার। বালিগড়ি পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য অনিল বাগ। তাঁর বিরুদ্ধেই উঠেছে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। অভিযোগ, তারকেশ্বরের জোশম্ভু এলাকায় সেচ ও পূর্ত দফতরের জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণ করেছিলেন। সম্প্রতি সরকারি জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণের খবর যায় তারকেশ্বর থানায়। খবর পেয়েই অ্যাকশনে নামে পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। ভেঙে দেওয়া হয় অবৈধ নির্মাণ। এদিকে এই ঘটনাকে শুরু করে এলাকার রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। সুযোগ বুঝে তৃণমূলকে ছেড়ে কথা বলছে পদ্ম শিবির। তীব্র কটাক্ষ করেছেন এলাকার বিজেপি নেতা গণেশ চক্রবর্তী। তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেও পুলিশের ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, তৃণমূল নেতারা কোনও আইন মানে না। তৃণমূল করলেই এদের স্পর্ধা বেড়ে যায়। অন্যদিকে তৃণমূলের তারকেশ্বর ব্লক সভাপতি প্রদীপ সিংহরায় বলছেন, সরকারের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, সরকারি নির্দেশ সকলকে মানতে হবে। সে যেই হোক না কেন। যে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ উঠেছে সেই অনিল বাগের সাফাই, কারও সমস্যা করে তিনি কোনও নির্মাণ করেননি। এখন পুলিশ যা নির্দেশ দেবে তা তিনি মেনে চলবেন।

এবার অযোধ্যা পাহাড় বেড়াতে যেতে পারবেন বিমানেই

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৭ জুলাই ঃ অবশেষে স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে রাজ্যের প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়ার? স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে পুরুলিয়াবাসীর? কেন এ কথা? কারণ, পরিবহণের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে চলেছে এই জেলায়। পুরুলিয়া শহর থেকে মাত্র ১০ কিমি দূরে ছররাতে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক এক বিমান বন্দর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরি পরিস্থিতিতে বিমান ওঠানামার জন্য পুরুলিয়া মফফসল থানার ছররাতে এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া সেই রানওয়ে অর্থাৎ, এয়ারস্ট্রিপকে অত্যাধুনিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেই মর্মে বুধবার রাজ্য সরকারের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার, রাইটস ডিপার্টমেন্ট এবং ভূমি দফতরের আধিকারিকরা রানওয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন। খতিয়ে দেখলেন ম্যাপ। জমি পরিদর্শনের পাশাপাশি সয়েল টেস্টও করলেন আধিকারিকেরা। এবার বিমান বন্দরের ডিপিআর তৈরি করে সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে রাজ্য সরকারের কাছে। পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর তৈরি হলে পুরুলিয়ার সঙ্গে রাজ্যের বা দেশের বাকি অংশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি ঘটবে বলে মনে করছেন জেলাবাসী। সূত্রের খবর, বিমানবন্দরটি ১৭২২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩৫০ মিটার প্রস্থযুক্ত হবে। এখানে বিমানবন্দর তৈরি হলে প্রান্তিক পুরুলিয়া জেলার সঙ্গে অন্যান্য জায়গার যাতায়াতের সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও উন্নতি হতে পারে বলে মত বিভিন্ন মহলের। পুরুলিয়া এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ জেলা। রাজ্যের মধ্যে ঘুরে আসার ক্ষেত্রে অনেকের কাছেই পুরুলিয়া অন্যতম পছন্দ।

সরকারি গণপরিবহণ পরিষেবায় স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু হতে চলেছে

কালকাতা, ১৭ জুলাই ঃ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের স্বার্থে রাজ্য সরকারি গণপরিবহণ পরিষেবায় স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু হতে চলেছে। এনবিএসটিসি, এসবিএসটিসি এবং ডব্লিইবিটিসি তিন সরকারি পরিবহণ নিগমের ক্ষেত্রে এই স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু করা হবে। বাস, ট্রাম, ফেরি সমস্ত ক্ষেত্রেই যাত্রীরা এই কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে আলাদা করে টিকিটের প্রয়োজন পড়বে না। খুচরোর সমস্যা মিটবে। কলকাতায় প্রাথমিকভাবে চালু হলেও এবার রাজ্যজুড়ে এই পরিষেবা চালু মিলবে বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, অর্থ দফতর ইতিমধ্যেই পরিবহণ দফতরের এই উদ্যোগে সম্মতি দিয়েছে। ফলে এই পরিষেবা চালু করার পথে আর কোনও বাধা নেই। খুব শীঘ্রই রাজ্য জুড়ে এই স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু করা হবে।

বন্ধ বেসরকারি নার্সিংহোম, কর্মহীন প্রায় শতাধিক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ অধিকাংশই রয়েছে দরিদ্র পরিবার থেকে। প্রায় অনেকেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনের উপায়। হঠাৎ করে কর্মহীন হয়ে বিপাকে পড়েছে ওই সমস্ত কর্মহীন চাকুরীজীবীরা। ভেবে পাচ্ছে না কি করবে, কিভাবেই বা পরিবারের ভরণ পোষণ চালাবে। কর্মহীন হয়ে অনেকেই মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করছে। এমনই বুধবার থেকে কর্মজীবী কর্মহীন হয়ে পড়লেন শিলিগুড়ি এস এফ রোডের একটি নার্সিংহোম থেকে। কেউবা ১০ বছর,কারোর বা ১৫, কেউ হয়তো ২০ বছর ছুই ছুই। সকলেরই চাকরি একসাথে চলে গেল। তবে কেন কি কারনে তাদের ছাঁটাই করা হলো তা কিন্তু জানালেন না কর্তৃপক্ষ। এস এফ রোডে রয়েছে একটি নামিদাম নিউরোসার্জেন্টের নার্সিংহোম। সেখানেই কর্মরত ছিল এই কর্মীরা। তবে নার্সিংহোমটি অন্য নামে ফুলবাড়িতে নতুন করে চালু করা হলেও সেখানে জায়গা মেলেনি এই পুরনোদের। সকলকেই প্রায় ছাঁটাই করে নতুন কর্মী নিয়োগের উদ্যোগী হয়েছে কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার মদ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ মহরমের দিন মদের ঠেকে পুলিশের হানা। উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার মদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ শিলিগুড়ি পৌরনিগমের এক নম্বর ওয়ার্ডের কুলি পাড়া এলাকায় হানা দেয়। পুলিশের কাছে খবর আসে একটি বাড়িতে মজুদ করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার মদ। ওই খবর পাওয়া মাত্রই হানা দেয় পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয় প্রচুর বেশি বিদেশি ব্র্যান্ডের মদ। তবে পুলিশের অভিযান বুঝতে পেরেই ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অভিযুক্তরা। পুলিশ ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়ার সমস্ত মদ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

শ্রাবণ মাস উত্তর থেকে শিব পুণ্যার্থীদের যাত্রা শুরু

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৭ জুলাই ঃ দেওঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো বোম ফোর্টিন এক্সপ্রেস। আজ পয়লা শ্রাবণ। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও পয়লা শ্রাবণে বাবাধাম এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো বোম ফোর্টিন

এক্সপ্রেস । বুধবার সকাল বেলা মালবাজার শহরের বাজার রোডে অবস্থিত ভবানী মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং থানা মরে অবস্থিত মা দুর্গার মন্দিরে পুজো দিয়ে সুলতানগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে বোম ফোর্টিন এক্সপ্রেস। পরবর্তীতে সুলতানগঞ্জ গঙ্গায় পুণ্য স্নান সেরে গঙ্গাজল নিয়ে দেওঘরে বাবার মন্দিরের উদ্দেশ্যে পালকি নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দেবেন। দীর্ঘ ১০৮ কিলোমিটার দুর্গম পথ পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাবেন দেবভূমি বৈদ্যনাথ ধামে। সেখানে গিয়েই বাবার মাথায় জল ঢালবেন সকলে। । বোম ফোর্টিন এক্সপ্রেস এর সদস্যরা জানান তারা প্রতিবছর পয়লা শ্রাবণ মালবাজার শহর থেকে বাবা ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন । এই বছরও তার ব্যতিক্রম কিছু নেই। এদিন সন্ধ্যায় আমরা সুলতানগঞ্জে পৌঁছে বৃক্ষরোপণ করে গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে ১০৮ কিলোমিটার পথ বাবার পালকি নিয়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছানো। তিন দিন সময় লাগবে বাবাধাম পৌঁছাতে বলেও জানান বোম ফর্টিন এক্সপ্রেস এর সদস্যদের। এবছর তাদের সদস্য সংখ্যা ১৪ থেকে বেড়ে ২৬ জন হয়েছে। ধীরে ধীরে তাদের সদস্য সংখ্যাও বাড়ছে ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলেও আশাবাদী।

ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ জুলাই ঃ একাধিক ভুয়ো পরিচয় পত্র দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন উজ্জ্বল মৈত্র নামের এক ব্যক্তি। অভিযুক্তের বাড়ি শান্তিপুর ফুলিয়ার পরেশনাথপুরে। শান্তিপুরের একাধিক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন যে উজ্জ্বল মৈত্র বিভিন্নভাবে তাদের কাছ থেকে তাঁতের শাড়ি নিয়ে টাকা পরিশোধ করেননি। এই প্রতারণার ঘটনায় গতকাল শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ উজ্জ্বল মৈত্রকে আটক করে। পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর, উজ্জ্বল মৈত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তার মানিব্যাগ থেকে একাধিক ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় পুলিশ সন্দেহজনক হয়ে ওঠে এবং ধৃতকে মঙ্গলবার রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে তোলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে আদালতে। এই ঘটনার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আরও কঠোর হয়েছে। এই ধরনের প্রতারণা রোধে ব্যবসায়ীদের আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তির তথ্য পুলিশের সঙ্গে শেয়ার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুর পরে এলাকায় গন্ডগোলের অভিযোগে গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ জুলাই ঃ জয়নগর থানা এলাকার বেলপুকুর গ্রামে সপ্তম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুর পরে এলাকায় মৃতদেহ আটকে রেখে অশান্তি, গন্ডগোল বাঁধানোর অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে বেলপুকুর এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতদের বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে ছিলো জয়নগর। ঘটনার সূত্রপাত্র মঙ্গলবার বিকালে জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের বেলপুকুর মাঠ এলাকায়।এদিন স্থানীয় অরুণনগর হাইস্কুলের ক্লাস সেভেনের এক ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে সে। আর তার পরেই উত্তেজিত জনতা মোটর সাইকেল টি পুড়িয়ে দেয় এবং মৃতদেহ রাস্তায় আটকে রেখে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় । জয়নগর ও বারুইপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় গিয়ে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এদিকে এই ঘটনার পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। আর এদিন এলাকায় অশান্তি, গন্ডগোল, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট বৃষ্টি সহ একাধিক অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত দুজন হল সাত্যকী নস্কর (৫৪) ও সুজন সাফুই (৩৫), ধৃত দুজনেরই বাড়ি জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের চাতরা গ্রামে। ধৃত দুজনকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আর বুধবার ও ওই এলাকায় পুলিশ পিকেট আছে। তবে এলাকার মেয়ের এই ভাবে মৃত্যু কেউ মেনে নিতে পারছে না। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিচারিকাকে 'চোর' অপবাদ দিয়ে পরিবারের সদস্যদের চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জুলাই ঃ বাড়ির পরিচারিকাকে 'চোর' অপবাদ দিয়ে পরিবারের সদস্যদের চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ, উত্তেজনা ডোমজুড়ে। এ যেন ঠিক মধ্যযুগীয় বর্বরতা ! পরিচারিকার বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে তার গোটা পরিবারের চুল কেটে দিয়ে 'শাস্তি' দিল এক ব্যবসায়ী পরিবার। পাশাপাশি ওই পরিবারকে গ্রাম ছাড়ার নিদান দেওয়া হয়। আতঙ্কে ওই পরিবার আশ্রয় নেন লিলুয়া জগদীশপুরের মাকালতলায় একটি 'ভাড়া' বাড়িতে। গত ৭ তারিখ ওই ঘটনা ঘটে। এলাকা ছাড়া পরিবারটিকে শেষমেশ পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করেছে। চুরির অপবাদ দিয়ে পরিবারের সদস্যদের চুল কাটার ভিডিও সমাজ মাধ্যমে

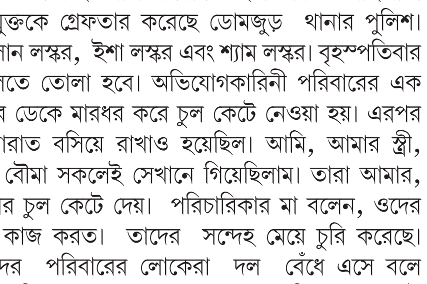

ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিও এর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছে গোটা পরিবার। এই ঘটনায় এফআইআরে নাম থাকা তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। ধৃতেরা হলো আবুল হাসান লস্কর, ইশা লস্কর এবং শ্যাম লস্কর। বৃহস্পতিবার ধৃতদের হাওড়া আদালতে তোলা হবে। অভিযোগকারিনী পরিবারের এক সদস্য বলেন, আমাদের ডেকে মারধর করে চুল কেটে নেওয়া হয়। এরপর ওদের কারখানায় সারারাত বসিয়ে রাখাও হয়েছিল। আমি, আমার স্ত্রী, ছোটছেলে, বড়ছেলে, বৌমা সকলেই সেখানে গিয়েছিলাম। তারা আমার, আমার স্ত্রী ও বড়ছেলের চুল কেটে দেয়। পরিচারিকার মা বলেন, ওদের বাড়িতে আমার মেয়ে কাজ করত। তাদের সন্দেহ মেয়ে চুরি করেছে। আমাদের বাড়িতে ওদের পরিবারের লোকেরা দল বেঁধে এসে বলে মেয়েকে তাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে। নাহলে যা ক্ষতি করেছে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। না হলে আমাদের ঘরছাড়া হতে হবে। এই বলে চলে যায় তারা। আধঘন্টা পর তারা আবারও বাড়িতে এসে ঘর সার্চ করে। ঘর থেকে কিছু না পেয়ে ছেলেকে মারধর করে। চুল কেটে দেয়। এরপর রাতে আমাকে কারখানায় নিয়ে যায়। সকালে আমাদের ছেড়ে দেয় এবং ঘর ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর ঘরেই মারতে শুরু করে। বাড়িতে এসে আমার এবং আমার স্বামীর মাথার চুল কেটে দেয়।

রিঙ্কু টেস্ট খেলার জন্য প্রস্তুত, বিশ্বাস কোচের

মুম্বই, ১৭ জুলাইঃ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ দু'বার, টি-টোয়েন্টিও। এ বার ভারতের লক্ষ্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। এখনও অবধি দুবার এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। চলছে তৃতীয় সংস্করণ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী সংস্করণে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারে। ফলে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি গত সংস্করণেও। টানা দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে বাড়তি নজর ভারতীয় দলের। তার আগে টিমে এন্ট্রি হতে পারে রিঙ্কু সিংয়ের? অসম্ভব নয়। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে কার্যত জায়গা পাকা করে ফেলেছেন রিঙ্কু সিং। সদ্য জিম্বাবোয়ে সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে জিতেছে ভারত। এক ম্যাচেই ব্যাটিংয়ের দুর্দান্ত সুযোগ পেয়ে সেটি কাজেও লাগান। তাঁর প্লাস পয়েন্ট ফিল্ডিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফিল্ডিং করে যেতে পারেন। ক্লান্তি যেন তাঁকে ছুঁতে পারে না। বর্তমান টি-টোয়েন্টি দলে রিঙ্কু সিংই সেরা ফিল্ডার। জিম্বাবোয়েতে ভারতীয় দলের সেরা ফিল্ডারের মেডেলও জিতেছেন রিঙ্কু সিং। লালবলের ক্রিকেট বলতে ঘরোয়া ক্রিকেটেই খেলেছেন। প্রথম শ্রেনি অর্থাৎ লাল বলের ক্রিকেটে রিঙ্কু খেলেছেন ৪৭টি ম্যাচ। তাঁর ব্যাটিং গড় প্রায় ৫৫! যা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোই। সাতটি সেঞ্চুরি রয়েছে। সর্বাধিক স্কোর অপরাজিত ১৬৩। সদ্য প্রাক্তন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। রবি শাস্ত্রীর সময় ব্যাটিং কোচ ছিলেন, দ্রাবিড়ের কোচিং টিমেও ছিলেন। দীর্ঘ সময় রিঙ্কু সিংকে সামনে থেকে দেখেছেন। বিক্রম রাঠোর মনে করছেন, টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্য প্রস্তুত রিঙ্কু সিং। সামনেই শ্রীলঙ্কা সফর। সেখানে সাদা বলের সিরিজ খেলবে ভারত। এরপর ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটো টেস্ট রয়েছে। তবে আসল লড়াই নভেম্বর থেকে। অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সিরিজে রয়েছে পাঁচটি টেস্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রিঙ্কুকে সুযোগ দিয়ে দেখে নেওয়া হতেই পারে। বিক্রম রাঠোর বলছেন, ''ওকে যখন নেটে ব্যাট করতে দেখি, এমন কোনও টেকনিক্যাল খুঁত খুঁজে পাইনি, যাতে মনে হতে পারে, ও টেস্টে সাফল্য পাবে না। এটা বুঝি, ও নিজেকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফিনিশার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে ওর প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ব্যাটিং গড় ৫০-র উপর! ওর সঙ্গে একটা যেন আশীর্বাদ রয়েছে। ও খুবই ঠান্ডা মাথার। সব দিক বিবেচনা করেই বলছি, ওকে যদি টেস্টেও সুযোগ দেওয়া হয়, নিজেকে মেলে ধরতে পারবে।'' ভারতীয় দলে বিক্রম রাঠোরের পরামর্শেই শুভমন গিল ও যশস্বী জয়সওয়ালের মতো দুই তরুণ ক্রিকেটারকে টেস্টে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সাফল্য পেয়েছেন। রিঙ্কুর মধ্যেও সমস্ত রসদ মজুদ রয়েছে বলেই বিশ্বাস বিক্রম রাঠোরের। ভারতীয় দলের নতুন হেড কোচ গৌতম গম্ভীরও বিশ্বাস করেন, তিন ফরম্যাটেই খেলা উচিত। রিঙ্কু দেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি, দুটি ওয়ান ডে ম্যাচও খেলেছেন। হতেই পারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টেও সুযোগ পেলেন! প্রথম শ্রেনির ক্রিকেট বলতে শুধু যে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন তা নয়। ভারত এ দলের হয়েও খেলেছেন রিঙ্কু সিং। দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজের সময় রিঙ্কুকে টেস্ট টিমের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তাঁকে পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবেও দেখা যায়। এ বার কি সাদা জার্সিতেও দেখা যাবে রিঙ্কু সিংকে?

অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যাবে?

শ্রীলঙ্কা সফরে যাবেন রোহিত, অভিমানে যাচ্ছেন না হার্দিক?

মুম্বই, ১৭ জুলাইঃ ক্যালেন্ডার বলছে আজ ১৭ জুলাই। ভারতের শ্রীলঙ্কা সফর শুরু হচ্ছে এ মাসের শেষে। আগামী ২৭ জুলাই ভারত ও শ্রীলঙ্কার সীমিত ওভারের সিরিজ শুরু। এই সফরের জন্য ভারতের দল ঘোষণা এখনও হয়নি। কেমন হতে পারে লঙ্কা সফরে ভারতের দুই (ওডিআই ও টি-২০) টিম? অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শোনা গিয়েছে, রোহিত শর্মা শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের ওডিআই টিমকে নেতৃত্ব দেবেন। একদিকে রোহিতের শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার খবর যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনই শোনা যাচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়া নেই এই সফরে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, রোহিত শর্মা শ্রীলঙ্কার সফরে যেতে তৈরি আছেন। অন্যদিকে এও শোনা যাচ্ছে বিরাট কোহলি ও জসপ্রীত বুমরা এখন ছুটিতে রয়েছেন। তাঁরা শ্রীলঙ্কা সফরে যাবেন না। টি-২০ বিশ্বকাপের পর বোর্ডের কাছে ছুটি চেয়েছিলেন তাঁরা। এবং তা মঞ্জুরও হয়েছে। একদিকে যখন আগে থেকে বোর্ডের কাছে ছুটি চেয়েছেন বিরাট-বুমরারা, তখন হার্দিককে নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বোর্ডের এক সিনিয়র কর্তা জানিয়েছেন, হার্দিক পান্ডিয়া শ্রীলঙ্কা সফরের ওডিআই সিরিজে নেই। তাঁর অনুপস্থিতির কারণ অবশ্য ফিটনেস নয়। তিনি ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। হার্দিকের এই খবর পাওয়ার পর ক্রিকেট মহলে ফের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, ভারতের টি-২০ টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে হার্দিকের থেকে দৌড়ে এগিয়ে পড়েছেন সূর্যকুমার যাদব। যা জানার পর ক্রিকেট মহলে অনেকের প্রশ্ন জেগেছে মনে যে, তাই কি তিনি অভিমানে শ্রীলঙ্কায় যাবেন না হার্দিক পান্ডিয়া? পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হবে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভারতের দল ঘোষণা হলেই।

অলিম্পিকের চূড়ান্ত তালিকা থেকে হঠাৎই বাদ বাংলার আভা খাটুয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ হাতে আর বেশি সময় নেই। এ মাসের শেষে শুরু হবে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ। আর ঠিক ৮ দিন পর শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক। এ বার ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার পক্ষ থেকে প্যারিস অলিম্পিকের জন্য অ্যাথলিটদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করা হল। ১১৭ জন অ্যাথলিটের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা যাবেন প্যারিস। এই তালিকা থেকে হঠাৎই বাদ পড়েছেন বাংলার মেয়ে আভা খাটুয়া। কারণ কী? জানতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের কৃষক পরিবারের মেয়ে আভা খাটুয়া। তিনি ভুবনেশ্বরে জাতীয় ফেডারেশন কাপে শটপাটে রেকর্ড গড়ে প্যারিসের টিকিট কনফার্ম করেন। ভারত থেকে মোট ২৮ জন প্রতিযোগী ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে নীরজ চোপড়ার নেতৃত্বে প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিচ্ছেন। তার মধ্যে আগে শটপাট থেকে আভার নাম ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আইওএ-র তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন আভা। বাংলার অ্যাথলিট কেন বাদ পড়লেন, তা নিয়ে অবশ্য ব্যাখ্যা নেই। ১১৭ জন ভারতীয় অ্যাথলিটের পাশাপাশি ১৪০ জন সাপোর্ট স্টাফ অলিম্পিকের জন্য প্যারিস যাবেন। বাংলার মেয়ে আভা খাটুয়া কেন প্যারিস অলিম্পিকে যেতে পারছেন না? তা নিয়ে সওয়াল শুরু করেছেন অনেকেই। আইওএর পক্ষ থেকে কোনও ব্যাখ্যা না দেওয়ার ফলে বিষয়টি নিয়ে জটিলতা বেড়ে চলেছে। প্যারিস অলিম্পিকে ভারত টোকিও রেজাল্ট ছাপিয়ে যেতে চাইছে। টোকিও অলিম্পিক থেকে ৭টি পদক দেশকে এনে দিয়েছিলেন ভারতের অ্যাথলিটরা। অবশ্য টোকিও অলিম্পিকে ভারত থেকে ১২৪ জন অ্যাথলিট গিয়েছিলেন। প্যারিসে তাঁর থেকে কম অ্যাথলিটরা যাচ্ছেন।

স্ত্রী-সন্তানদের চোখের সামনে গুলি করে হত্যা শ্রীলঙ্কার ক্যাপ্টেনকে

কলম্বো, ১৭ জুলাইঃ ক্রিকেট জগতে শোকের ছায়া। প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান ক্যাপ্টেনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেখানকার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ্ব-১৯ টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক দামিকা নিরোশানকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সামনেই গুলি করে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছেন, নিরোশানকে তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের চোখের সামনে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি গুলি করেন। এখনও হত্যাকারীকে পুলিশ ধরতে পারেনি। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারকে কেন হত্যা করা হল, সেই কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছনোর পর চারিদিক পরীক্ষা করে, প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান ক্যাপ্টেনের বডি অটোপসির জন্য পাঠিয়েছেন। দামিকা ছিলেন একজন ডানহাতি জোরে বোলার এবং ডানহাতি ব্যাটার। ২০০০ সালে তাঁর শ্রীলঙ্কান অনূর্ধ্ব-১৯ দলে অভিষেক হয়েছিল। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তিনি বেশ কিছু বছর খেলেছিলেন। সেই সময় তরুণদের মধ্যে শ্রীলঙ্কার অন্যতম অলরাউন্ডার ছিলেন তিনি। তাঁর অধীনে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথেউস, উপুল থারাঙ্গা, দীনেশ চান্ডিমলও শ্রীলঙ্কান জার্সিতে খেলেছেন। তবে ২০ বছর বয়সে তিনি ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দেন। তিনি ১২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। তাতে করেছেন ২৬৯ রান। এবং নিয়েছেন ১৯টি উইকেট। আর ৮টি লিস্ট এ ম্যাচ খেলেছেন। তাতে করেন ৪৮ রান। নেন ৫টি উইকেট।

আইসিসি ক্রমতালিকায় সূর্যর পরই যশস্বী

দুবাই, ১৭ জুলাইঃ ভারতের জার্সিতে টি-২০ ক্রিকেটের নতুন রো-কো জুটি বলা শুরু হয়েছে তাঁদের। কথায় নয়, পারফরম্যান্সে তাঁরা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। জানেন কাদের নিয়ে কথা হচ্ছে? লাইমলাইটে এখন শুভমন গিল ও যশস্বী জয়সওয়াল। সদ্য শুভমনের নেতৃত্বে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের দুই তরুণ তুর্কি এই সিরিজে ভালো পারফর্ম করেছেন। এ বার তার ফলও পেয়েছেন তাঁরা। আইসিসি সদ্য টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে যশস্বী ৪ ধাপ এগিয়েছেন। আর শুভমন তো লম্বা লাফ দিয়েছেন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে সর্বাধিক রান এসেছিল ভারত অধিনায়ক শুভমন গিলের ব্যাটে। তিনি সিকান্দার রাজাদের বিরুদ্ধে ১৭০ রান করেছিলেন।

সেই সুবাদে আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ১০ বা ২০ ধাপ নয়, একেবারে ২৬ ধাপ এগিয়েছেন শুভমন গিল। ৫৩৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে গিল পৌঁছে গিয়েছেন আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকার ৩৭ নম্বরে। ভারতের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন। ভারতের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য যশস্বী জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৫টি টি-২০ ম্যাচে খেলেননি। কারণ, ওই সিরিজ যখন শুরু হয় সেই সময় যশস্বী বার্বাডোজ থেকে বিরাট-রোহিতদের সঙ্গে দেশে ফেরেন। তিনি রাজাদের বিরুদ্ধে ৩টি ম্যাচ খেলেন। তাতে করেন যথাক্রমে ৩৬, ৯৩ ও ১২ রান। যদি সিরিজের ৫টি ম্যাচেই তিনি খেলতেন, তা হলে গিলকেও ছাপিয়ে যেতে পারতেন (এই সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান করার নিরিখে)। আইসিসি ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সূর্যকুমার যাদব রয়েছেন দু'নম্বরে। প্রথম ১০-এ তাঁর পর রয়েছেন যশস্বী। ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিরিখে স্কাইয়ের পরই রয়েছেন ভারতীয় ওপেনার। জিম্বাবোয়ে সিরিজে ভালো খেলে আপাতত ৬ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

হার্দিক নন সূর্যকুমারকে ক্যাপ্টেন বানিয়ে আগামী টি-২০ বিশ্বকাপের ভাবনা বোর্ডের!

মুম্বই, ১৭ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের সব নজর এখন আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে। এখনও এই বিদেশ সফরের জন্য ভারতের টিম ঘোষণা হয়নি। রাহুল দ্রাবিড়ের পর ভারতীয় টিমের কোচ কে হবেন? এতদিন তা নিয়ে আলোচনা চলত। সপ্তাহ খানেক আগে অবশ্য গৌতম গম্ভীর ভারতের হেড কোচ হয়েছেন। এখন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, টি-২০ ফর্ম্যাটে ভারতের ক্যাপ্টেন হবেন কে? টিম ইন্ডিয়ার টি-২০ ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে কখনও হার্দিক পান্ডিয়ার নাম শোনা যাচ্ছে। কখনও আবার সূর্যকুমার যাদব এগিয়ে যাচ্ছেন হার্দিকের থেকে। ক্রিকেট মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, সুদুরপ্রসারী ভাবা হচ্ছে। তাই স্কাইকে হয়তো এ বার ভারতের টি-২০ ফর্ম্যাটে নতুন ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা যাবে। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে হার্দিক পান্ডিয়া ধারাবাহিক ভারতীয় টিমের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবং দল জিতেছেও। ফলে এক প্রকার কমবেশি সকলেই ধরে নিয়েছিলেন রোহিতের মসনদে টি-২০ ক্রিকেটে হার্দিকই বসতে চলেছেন। কিন্তু এখন ছবি যেন বদলে গিয়েছে। সূর্যকুমার যাদব হঠাৎ করেই হার্দিককে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ২৭ জুলাই থেকে পাল্লেকেলে ভারত-শ্রীলঙ্কা টি-২০ সিরিজ শুরু হবে। দুই দলের তিনটি টি-২০ ম্যাচের পর রয়েছে ৩টি ওডিআই ম্যাচও। এই সিরিজে এবং তারপর থেকে সূর্যকুমার যাদবকেই টি-২০ ফর্ম্যাটে ভারতের নেতা হিসেবে দেখা যেতে পারে বলেই শোনা যাচ্ছে। সূর্যকুমার মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি নামে জনপ্রিয়। অসাধারণ অনেক শট দেখা যায় তাঁর ব্যাটে। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপ অবধি স্কাইকেই ভারতের নেতা হিসেবে ভাবা হচ্ছে। লাস্ট ল্যাপে হার্দিককে টেক্কা দিয়ে সূর্য ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব কেড়ে নিতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

অনুশীলন শুরু শামির, অপেক্ষা দেশের জার্সিতে নামার

বেঙ্গালুরু, ১৭ জুলাইঃ এক দিনের বিশ্বকাপের পর থেকে চোটের কারণে মাঠের বাইরে মহম্মদ শামি। খেলতে পারেননি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও। গোড়ালির চোট সারিয়ে এ বার মাঠে ফেরার প্রস্তুতি শুরু শামির। নেটে অনুশীলন করলেন বাংলার পেসার। ভিডিয়ো পোস্ট করে জানালেন তাঁর তৈরি হওয়ার খবর। শামির গোড়ালিতে অস্ত্রোপচার করানো হয়েছিল। এখন তিনি সুস্থ। বোলিং শুরু করেছেন। তাঁর পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, এক জন কোচের কড়া নজরদারিতে নেটে বল করছেন শামি। তবে স্বাভাবিক ভাবে দৌড়তে দেখা যাচ্ছে না তাঁকে। কোমর পুরো ভাঙছেন না। ম্যাচে বল করার সময় তিনি যতটা ঝুঁকে বল করেন, অনুশীলনে সেটা করতে দেখা যাচ্ছে না। রান-আপ অনেকটা কমিয়ে বল করছেন। গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপে খেলার সময়ই গোড়ালিতে চোট ছিল শামির। সেটা নিয়েই খেলেছেন। ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন নিয়েছেন। তা নিয়েই সাতটি ম্যাচে ২৪টি উইকেট নেন শামি। যদিও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরে যায় ভারত। বিশ্বকাপের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ছিল ভারতের। কিন্তু সেখানে খেলতে পারেননি শামি। সেই সময় তাঁর গোড়ালির অস্ত্রোপচার হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেননি তিনি। আইপিএলেও খেলতে পারেননি শামি। তাঁর অবর্তমানে বাংলার দুই পেসার মুকেশ কুমার এবং আকাশ দীপকে সুযোগ দিয়েছে ভারতীয় দল। তাঁরা কিছু ম্যাচে সাফল্য এনে দিয়েছেন। নিজেদের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন।

বাবাকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই ডি মারিয়ার মেয়ের

বুয়েনস আইরেস, ১৭ জুলাইঃ আরও একবার কোপা আমেরিকা জিতে মাঠ ছেড়েছে মেসির আর্জেন্টিনা। এটাই দেশের জার্সি গায়ে শেষ ম্যাচ হয়ে গেছে ডি মারিয়ার। বিশ্ব ফুটবল মহল এখন তাঁকে নিয়ে আলোচনায় মত্ত। আর্জেন্টিনার ইতিহাসে অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে তাঁকে বেছে নিতে কেউ দ্বিধা বোধ করবে না। তাই বাবাকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই মেয়ে মিয়ার। ডি মারিয়ার বড় মেয়ে মিয়া অবশ্য একটু অতীতে ফিরে গেছে। বাবাকে নিয়ে সে ঠিক কতটা গর্বিত তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছে, ''রাস্তায় পাথর দিয়ে ফুটবল খেলা শুরু করেছিলে তুমি। আজ বিশ্বকাপ জিতেছো। আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হয়েছো। তোমাকে নিয়ে যে আমি কতটা গর্বিত সেটা বোঝানোর মতো ক্ষমতা বা শব্দ কোনওটাই আমার নেই।'' মিয়ার কথায়, ভবিষ্যতে তাঁর বাবা যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, সে পাশে থাকবে।

সহকারি কোচ হওয়ার প্রস্তাব না মানায় চাকরি হারালেন মেক্সিকোর কোচ

মেক্সিকো সিটি, ১৭ জুলাইঃ কোপা আমেরিকায় এবার 'বি' গ্রুপে জামাইকার বিপক্ষে জয় দিয়ে শুরু করলেও পরে ভেনেজুয়েলার কাছে হেরে ও একুয়েডরের সঙ্গে ড্র করে গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়ে মেক্সিকো। ভবিষ্যৎ ভাবনায় তবু লোসানোকে ভিন্ন ভূমিকায় কোচিং স্টাফে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪৫ বছর বয়সী কোচ সেটি গ্রহণ করেননি বলে বিবৃতিতে জানায় এফএমএফ। কোপা আমেরিকার পর দলের ভুল ও সাফল্য নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করে এফএমএফ এবং এই প্রক্রিয়ায় উন্নতির জায়গাগুলোর মূল্যায়ন করা হয়। হাইমে লোসানোকে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে ২০২৪-২০২৬ সময়কালে সহকারী কোচ হিসেবে থেকে আরও অভিজ্ঞ কোনো কোচকে সহায়তা করবেন। কিন্তু লোসানো আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি চালিয়ে যেতে চান না। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করছি, তার পেশাদারিত্ব, সামর্থ্য ও নিবেদনের প্রশংসা করছি। মেক্সিকোর প্রধান কোচের দায়িত্বে এক বছর ছিলেন লোসানো। প্রাক্তন এই মিডফিল্ডারের কোচিংয়ে গত বছর গোল্ড কাপ জয় করে দলটি, এই বছরের শুরু কনক্যাকাফ নেশন্স লিগে হয় রানার্স আপ। সব মিলিয়ে তার কোচিংয়ে ২১ ম্যাচে মেক্সিকোর জয় ১০টি, হার ৭টি। মেক্সিকোর সংবাদমাধ্যমের খবর, পুরোনো এক কোচের কাঁধেই পড়তে যাচ্ছে দায়িত্ব। তৃতীয় দফায় কোচ হয়ে ফিরছেন হাবিয়ের আগিরে। তার কোচিংয়ে ২০০২ ও ২০১০ বিশ্বকাপে খেলেছিল মেক্সিকো। ৬৫ বছর বয়সীকোচ সবশেষ ছিলেন রিয়াল মায়োর্কার দায়িত্বে। তার কোচিংয়ে এবার কোপা দেল রের ফাইনালে খেলে মায়োর্কা। গত মে মাসে জানানো হয়, তিনি আর মার্য়োকার দায়িত্বে থাকছেন না।

চোটের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে লিও মেসি

ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো বলেছিলেন, অন্তত দুটি ম্যাচে লিওনেল মেসিকে পাবেন না তারা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল, তার চোটের অবস্থা আরেকটু গুরুতর। তাই কোনো সুনির্দিষ্ট সময় জানানো হয়নি ফেরার। আপাতত বলা যায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ছিটকে পড়েছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর।

বুয়েনস আইরেস, ১৭ জুলাইঃ কোপা আমেরিকার ফাইনালে ডান পায়ের অ্যাঙ্কেলে চোট পান লিওনেল মেসি। গতকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি জানিয়েছে, চোটে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। মায়ামির বিবৃতিতে বলা হয়, 'মেডিকেল পরীক্ষার পর এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে, লিওনেল মেসি ডান অ্যাঙ্কেলে লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন। অধিনায়ককে কবে পাওয়া যাবে, সেটি নির্ভর করছে তাঁর পর্যায়ক্রমিক সেরে ওঠা এবং সেগুলোর মূল্যায়নের ওপর।' মেসির মেডিকেল চেকআপের আগে গতকাল মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো জানিয়েছিলেন, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির অন্তত পরবর্তী দুটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না তাঁকে। ২৭ জুলাই লিগস কাপের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামার আগে এমএলএসে আগামীকাল ভারতীয় সময় ভোরে টরন্টো এফসি এবং রবিবার ভোরে শিকাগো ফায়ারের মুখোমুখি হবে মায়ামি। মার্তিনো এর আগে সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, 'সে অ্যাঙ্কেল মচকে ফেলেছে এবং চোট ঠিক হয়নি। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার ফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে। পরিস্থিতির মাত্রা বুঝতে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হবে। আমাদের কাইনসিওলজিস্ট (ফিজিও) ওয়াল্টার ইনসউরালদে জাতীয় দলেরও কাইনসিওলজিস্ট। পরীক্ষার ফল পাওয়ার আগে কোনো সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে সে খুব সাবধানী।' গত রবিবার কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচে পায়ে চোট পেয়ে ৬৪ মিনিটে মাঠ ছাড়েন মেসি। ডাগআউটে বেঞ্চে বসে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। পরে ক্যামেরা ধরলে দেখা যায়, মেসির ডান অ্যাঙ্কেল বেশ ফুলে গেছে। গত সোমবার ইনস্টাগ্রামে করা পোস্টে শারীরিকভাবে ভালো বোধ করার কথা জানিয়েছিলেন মেসি। দ্রুতই মাঠে ফেরার আশা প্রকাশ করেছিলেন। ২৩ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৫ ড্রয়ে মোট ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসে ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলে দ্বিতীয় মায়ামি। তাদের সঙ্গে ১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে সিনসিনাটি।

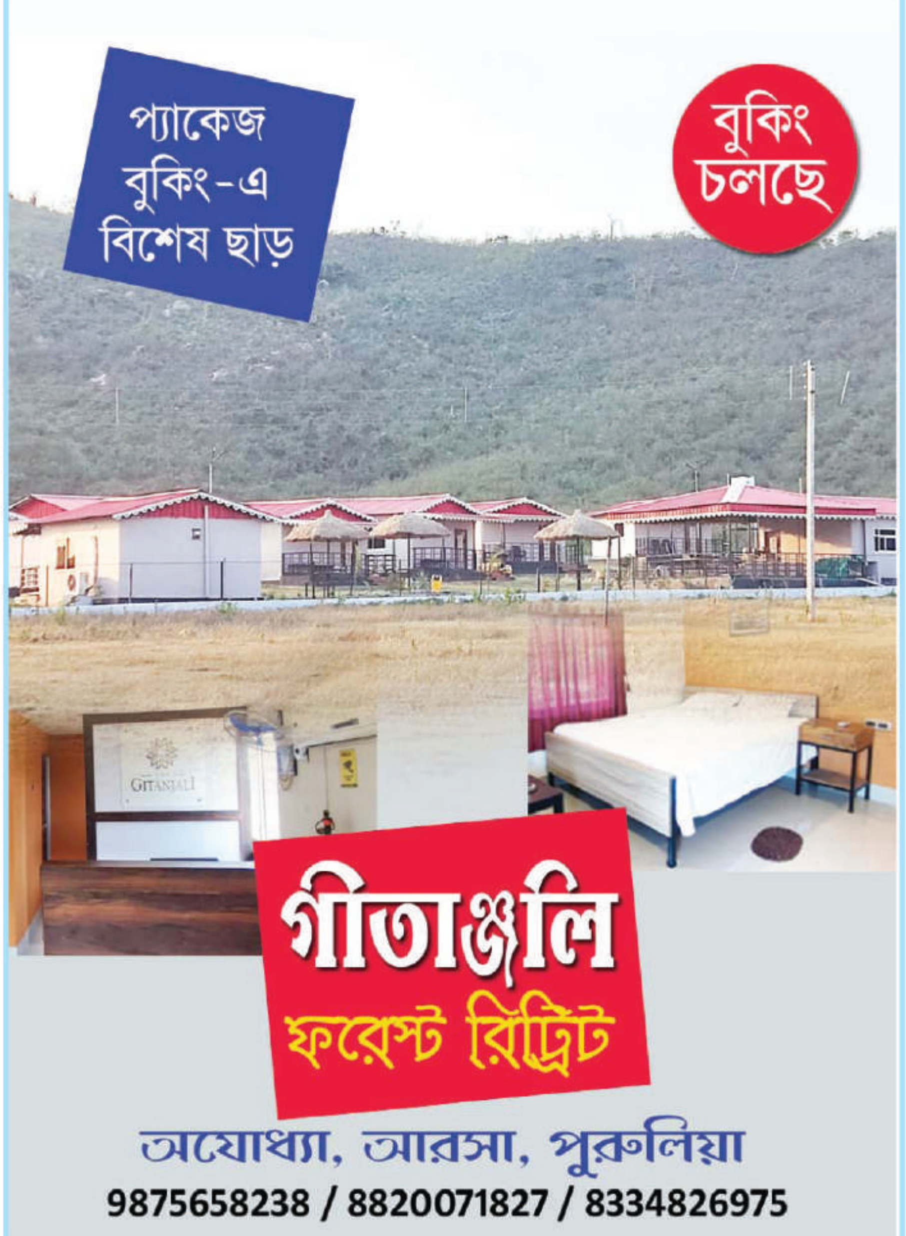

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com